শিক্ষাগুরুবর
শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

(দিব্যজীবনী, বৈশিষ্ট্য ও উপদেশ)

শ্রী দয়াসিন্ধু দাস

শিক্ষাগুরুবর

শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

(দিব্যজীবনী, বৈশিষ্ট্য ও উপদেশ)

শ্রী দয়াসিন্ধু দাস

শিক্ষাগুরুবর শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু
(দিব্যজীবনী, বৈশিষ্ট্য ও উপদেশ)

লেখক - শ্রী দয়াসিন্ধু দাস

প্রকাশক - শ্রী গোলোক বিহারী দাস
শ্রী ভক্তিকেবল পাদপরাগ, বালিকুটি, জি:- বালেশ্বর

প্রকাশ কাল - শ্রী উত্থান একাদশী (তা: ৫-১১-২০০৩)

প্রথম মুদ্রণ - লেজর পএন্ট, বালেশ্বর, ফোন-২৪০৮৯৩

প্রাপ্তিস্থান - (১) শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেবাশ্রম,
শ্রী গোদ্রুম, নবদ্বীপ ধাম
(২) শ্রী প্রবীর কৃষ্ণ পাত্র,
শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি স্মৃতি সদন
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেমুণা, জি: বালেশ্বর
ফোন্ - ০৬৭৮২-২২৪০২৪
(৩) শ্রী মাধবানন্দ রায়
শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠ, সূতাহাট, কটক-১

Shikshya Gurubara Srila Jatisekhar Bhakti Kumud Prabhu
(Dibya Jibani, Baishistya & Upadesh)

Author - Sri Dayasindhu Das

Publisher - Sri Golak Bihari Das
Sri Bhaktikebal Padaparag, Balikuti,
Dist. - Balasore

1st Edition - Sri Utthan Ekadasi, Dt. 9-11-2003

Printed at - Laser Point, Balasore, Ph : 240893

Available at : (1) Sri Bhaktikebal Audulomi
SriKrishnaChaitanya Sevashram (B.K.A.S.S.)
Sri Godrum, Nabadwip Dham
(2) Sri Madhabananda Ray
Sri Bhaktikebal Padapitha, Sutahat, Cuttack - 1
(3) Sri Prabir Krushna Patra, Sri B.K.A. Smurti Sadan
Khirochora Gopinath, Remuna, Balasore.



Srīla Jatisekhar Dās Bhaktikumud Prabhu,
an associate of Srīla Āchāryadeva

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুদেবের, শ্রী শ্রী গুরুবর্গের ও শ্রী শ্রী গৌর সুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় তাঁদের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ধরিত্রীর বিভূষণ শ্রী শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভুর অলৌকিক অপ্রাকৃত দিব্য জীবনের পারমার্থিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বিবরণ লোক লোচনের সম্মুখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থে তাঁর বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, আচার প্রচারময় ব্রহ্মচর্যলীলা, গার্হস্থ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা পাঠ করলে ভক্তগণের হৃদয়ে শুদ্ধ প্রেমভক্তির আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে ; আচরণে ও প্রচারণে অদম্য উৎসাহ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্তির জন্য প্রবল ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা পরিবর্দ্ধিত হতে থাকবে — এটা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি ছিলেন শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তের সম্রাট। সম্প্রতি বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি যে সমস্ত সূক্ষ্ম-অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তমালা পরিবেশন করেছেন, তা এই গ্রন্থপাঠে বিশ্বের শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিশেষ ভাবে অবগত হয়ে উপকৃত হবেন ; এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর শ্রীমুখ বিগলিত অপূর্ব অলৌকিক সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ কীর্ত্তনে শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয় মহানন্দে নৃত্য করতে থাকে এবং সেই সব সিদ্ধান্ত বাণী জীবনে আরচণ করে তা অনুভব করার জন্য তাঁরা বিশেষ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা লাভ করে থাকেন। বর্ত্তমান জগতে বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্তবাণী জীবনে আচার প্রচার করলে তাঁদের কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি হবেই হবে।

শ্রী ভক্তিকুমুদ প্রভু গৃহস্থ-সন্ন্যাসী ছিলেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তংবৈরাগ্যমুচ্যতে ॥" — এই যুক্ত বৈরাগ্যের উজ্জ্বল আদর্শ নিয়ে তিনি শ্রী রায় রামানন্দের ন্যায় জীবন যাপন করে শুদ্ধ প্রেমভক্তি রাজ্যের নিগূঢ় প্রদেশে বিচরণ করতেন। তিনি শ্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুর ন্যায় সন্ন্যাসীদেরও গুরু ছিলেন। তিনি শ্রী অদ্বৈত পরিবারে

ললিতার গণে শ্রী রূপমঞ্জরীর আনুগত্যে নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরী। শ্রী রাধাকুণ্ডে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে তিনি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে *শ্রী কুমুদমণি মঞ্জরী* ভাবে যুগল সেবায় নিত্য নিযুক্ত আছেন। তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর নিত্য কিঙ্করী রূপে গোলোক থেকে ভূলোকে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের শুদ্ধভক্তগণকে নিগূঢ় রাধাদাস্যামৃত আলোকে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করেছেন। তবে তাঁর এই নিগূঢ় লীলা সাধারণ ভক্তগণ উপলব্ধি করতে পারেন না। কেবল রাধাভাব-দাস্য-প্রেমরসের নিত্য সেবায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ, কেবল সেই সব বিরল ভক্তগণ তাঁর এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ। আমার প্রিয়তম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুর তাঁকে শ্রীবাস ঠাকুরের ন্যায় পূর্ণ শরণাগত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি শ্রী গুরুবর্গের নিত্য কিঙ্কর রূপে তাঁদের নিত্যসেবায় সদা নিযুক্ত ছিলেন। এখনও নিত্য গোলোকে শ্রী গুরুবর্গের নিত্য সেবায় রত আছেন।

শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর থেকে শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পর পর্যন্ত চার গুরুর মনোঽভীষ্ট-সেবা তিনি বিশ্রস্ত ভাবে সম্পাদন করেছেন। সমগ্র বিশ্বে শ্রী গুরুবর্গের অপ্রাকৃত যশ, মহিমা কীর্ত্তনে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনী শক্তি বিনিযোগ করেছেন। বিশেষ করে গৌড়ীয় ভক্তি জগতে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারায় শুদ্ধভক্তি-পরীক্ষক শ্রী শ্রীল আচার্যদেব শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য লীলা বৈশিষ্ট্য ও অপ্রাকৃত মর্যাদা সংরক্ষণে তাঁর অহৈতুকী করুণার অন্ত নেই।

শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আজ্ঞায় উৎকল ভাষায় 'পরমার্থী' পত্রিকার যোগ্যতম সম্পাদক সূত্রে দীর্ঘকাল তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তপূর্ণ বহু রসময় গীতি-কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা ও গ্রন্থ লিখে জগতে ছলভক্তিকে বিধ্বস্ত করে শুদ্ধভক্তির আলোক ছড়িয়ে দিয়েছেন। শুদ্ধভক্তি বিজ্ঞানের অপূর্ব সিদ্ধান্ত ও অপ্রাকৃত রস সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করে তিনি শ্রী গুরুবর্গের অত্যন্ত প্রীতি বর্ধন করেছেন। শুদ্ধভক্তির সাধনে শ্রী গুরুবৈষ্ণব সেবার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করে তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন।

পরম পূজ্য শ্রী দয়াসিন্ধু প্রভু শ্রীল ভক্তিকুমুদ প্রভুর কৃপাশক্তিতে এবং তাঁর সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সান্নিধ্য প্রভাবে তাঁর শ্রীমুখ নি:সৃত অমিয়বাণী, কৃপালিপি, পরমার্থী আদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সমালোচনা ও বাণীমালা তথা ভক্তদের কাছে প্রেরিত তাঁর পত্রাবলী থেকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থ গ্রন্থন করে বিশ্ববাসী ভক্তগণকে শ্রী ভক্তিকুমুদ প্রভুর অলৌকিক দিব্য জীবনী রূপ অপ্রাকৃত পুষ্প উপহার দিয়েছেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব রস সাহিত্যে তাঁর অবদান শুদ্ধভক্তগণ অবশ্যই প্রেম-প্লাবিত হৃদয়ে অনুভব করতে পারবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ — শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রী রাধাষ্টমী (তা: ৪-৯-২০০৩)

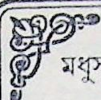
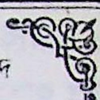
শ্রী ভক্তিকুমুদ আরতি গীতি

শ্রী রাধাকুণ্ড তটে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে
নিত্য ফুটে শ্রী ভক্তিকুমুদ।
উৎকলে অবতরি গুরুধারা হৃদে বরি
সুসিদ্ধান্ত প্রচার-প্রমোদ ॥
শ্রী গুরুগৌরাঙ্গকৃষ্ণ পাদপদ্ম-মধুতৃষ্ণ
বিপ্রলম্ভে ভাসে অনুক্ষণ।
বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত তাঁহার কোমল চিত্ত
বিতরিলে গুপ্ত প্রেমধন ॥
নবীন কৈশোর কালে প্রভুপাদ পদতলে
তনু-মন-প্রাণ সমর্পিলে।
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি 'পরমার্থী' সেবা করি
গৌরবাণী বিশ্বে প্রচারিলে ॥
না জানিয়ে তাঁর স্তুতি করি শুধু পদে নতি
গুণ স্মরি ভণে এ ভারতী।
অপ্রাকৃত স্নেহডোরে বেঁধে রেখো প্রভু মোরে
প্রীতি ভরে করি গো আরতি ॥

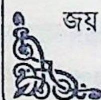
— শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রী শ্রী মাধবেন্দ্র পরম্পরা

মাধবেন্দ্র পুরী নিতি গাহেন বিরহ্ গীতি
"হা হা শ্রীমথুরানাথ এসো ।"
ব্রজগোপী অভিমান বিচ্ছেদ-কাতর গান
গৌরপ্রেম-অঙ্কুর প্রকাশ ।।
মাত্র কৃষ্ণ রাধারাণী মাধবেন্দ্র-ভাব জানি
হইলেন অতি উল্লসিত ।
গৌরভক্তি শ্রীযশে উন্নত উজ্জ্বল রসে
সে অঙ্কুর হৈল পল্লবিত ।।
মাধবশিষ্য অদ্বৈত ঈশ্বরপুরী সহিত
শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সম্প্রদায়ী ।
অনর্পিত প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
বিতরিলে আপামরে যাই ।।
স্বরূপ যড় গোস্বামী সেই প্রেমধন দানী
পরম্পরা করিলে বিস্তার ।
শ্রী চৈতন্য-লীলাব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস
কৃষ্ণদাস গৌরব ধরার ।।
শ্রী গোপাল ভট্ট শিষ্য আচার্য শ্রী শ্রীনিবাস
লোকনাথ-শিষ্য নরোত্তম ।
শ্রী রাধারমণ-গতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
প্রেমতরুর এই শাখাগণ ।।
শ্রী হৃদয়চৈতন্য শিষ্য শ্যামানন্দ ধন্য
রসিক নয়নানন্দ দেব ।
রাধাদামোদর শিষ্য শ্রীল বলদেব দাস
বলদেবানুগ শ্রী উদ্ধব ।। →

মধুসূদন প্রমোদ জগন্নাথ শ্রী বিনোদ
শ্রী গৌরকিশোর প্রভুপাদে ।
সেবেন ভক্ত সতত পুরী গোস্বামী অনুগত
ভক্তিসুধাকর পরসাদে ॥
জয় শ্রীতীর্থ গোস্বামী গুরুদেব ঔডুলোমি
শ্রীল সরস্বতী নিজজন ।
ভাগবত পরম্পরা গোলোক হতে এল ধরা
নিত্য বাহি চলে সংগোপন ॥
শ্রী ভক্তিকেবল প্রেষ্ঠ আম্নায় ধারায় নিষ্ঠ
শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী ।
জয় শ্রী গুরুঠাকুর জীবে করুণা প্রচুর
ভক্তিকুমুদের এ আরতি ॥




সংকেত সূচী

ভা:	-	শ্রীমদ্ ভাগবত
চৈ:চ:	-	চৈতন্য চরিতামৃত
চৈ:ভা:	-	চৈতন্য ভাগবত
গৌ:	-	'গৌড়ীয়' পত্রিকা
শ্রী প্রভুপাদ	-	শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
শ্রী আচার্যদেব	-	শ্রী অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সন্ন্যাস নাম - শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী
শ্রী তীর্থ মহারাজ	-	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ
শ্রী গুরুদেব	-	শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ
শ্রী গুরুঠাকুর	-	শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ
শ্রীল প্রভু	-	শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রী শ্রী চৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচারক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী গোস্বামী - এই শ্রী রূপানুগ গুরুবর্গের বিশ্রম্ভ সেবক, অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত 'পরমার্থী'র সম্পাদক, বঙ্গ-উৎকলের পুরপল্লীতে শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের প্রচারক, অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত সাধু। ব্যবহার ও পরমার্থ - উভয়ে সুনিপুণ এই রূপ গৃহস্থ ভক্ত মহাজন সমগ্র বিশ্বে বিরল। তিনি গোলোক থেকে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে শ্রী চৈতন্য বাণী সারা বিশ্বে আচার প্রচার মাধ্যমে জীব জগতের অশেষ কল্যাণ, নিত্য বাস্তব মঙ্গল বিধান করেছেন। অনাদি বহির্মুখ জীবগণকে শ্রী কৃষ্ণ পাদপদ্মে উন্মুখ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর শ্রী হরিকথা এমন সরল, প্রাঞ্জল ও সরস ; যা শুনে আবালবৃদ্ধবনিতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁর হরিকথায় আকৃষ্ট হয়ে বহু ভাগ্যবান জীব শ্রী শ্রী গৌরসুন্দর-শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণের সেবামৃত পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন। তাঁর শ্রীমুখকমল বিগলিত বীর্যবতী হরিকথামৃত নিষ্কপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে পান করলে জীবের সংসার বাসনা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রী অদ্বৈতাচার্য প্রভু স্ত্রী, শূদ্র, অধম, পতিত জীব দিগকে কৃপা করে উদ্ধার করার জন্য শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীল ভক্তি কুমুদ প্রভু শ্রী অদ্বৈতাচার্য প্রভুর এই মনোঽভীষ্ট সুষ্ঠু ভাবে প্রচার করেছেন। তিনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশ ক্রমে সর্বদা শ্রীহরিকথামৃত প্রদান তথা বহু পারমার্থিক প্রবন্ধ, গল্প, পদ্য, প্রশ্নোত্তর ও শ্রী গুরুবর্গের মহিমা রচনা করে জীবোদ্ধার লীলা করে গেছেন। তিনি সব গুরু বর্গের মনোঽভীষ্ট সেবা সম্পাদন করে ''শ্রী গুরু তোষণে শ্রীহরিতোষণ'' নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রী আচার্যদেব)এর মর্যাদা সংরক্ষণ তাঁর লীলার এক মহান বৈশিষ্ট্য। অন্ধকার যুগে আলোক বর্ত্তিকা রূপে চিদ্-আলোক প্রদান করে উনি বহু জীবাত্মার মঙ্গল সাধন করেছেন। ভজন পিপাসুগণের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভজনোন্নতির দিগ্‌দর্শক রূপে শ্রীল প্রভুর মতো নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজন এই ভৌম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া জীবগণের প্রতি শ্রী কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা।

এই রকম বৈষ্ণব মহাজনের জীবন চরিত শ্রদ্ধা পূর্বক পাঠ আর উনার আদর্শ অনুসরণ করলে জীবগণ শ্রীহরি-গুরু- বৈষ্ণব গণের সেবাভিলাষী হয়ে স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করতে পারবে।

শ্রী আম্নায় ধারার সংরক্ষক প্রকটাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী গোস্বামী এই রূপ রাধা নিজজন নিত্যসিদ্ধ মহাজনের জীবন চরিত প্রথমে ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত করিয়ে পরে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্য বহুবার আগ্রহ প্রকাশ ও আদেশ প্রদান করাতে শ্রীল প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ হৃদয়বন্ধু পরমপূজ্য শ্রী দয়াসিন্ধু প্রভুর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রীল প্রভুর লীলামহিমা তাঁর অমর লেখনী থেকে আবির্ভূত হয়ে অদ্য এই পবিত্র তিথিতে প্রকাশ করার বলবতী ইচ্ছা স্থগিত করতে পারছি না। এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন **'শিক্ষাগুরুবর শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু - দিব্যজীবনী, বৈশিষ্ট্য ও উপদেশ'** শুদ্ধ সাধক ও হরিভজন প্রয়াসী গণের জন্য অতীব উপাদেয়। এই গ্রন্থের পাঠ ও উপদেশাদি শ্রদ্ধাপূর্বক অনুসরণ করলে শ্রী হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রতি সেবাভাব বর্দ্ধিত হয়ে শ্রী রাধাদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে গ্রন্থরচনা ও প্রকাশন সার্থক হবে।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনীয়।

নিবেদন —

ইং ৯-১১-২০০৩ প্রকাশক

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রসঙ্গ সূচী

দিব্য জীবনী

তৃতীয় তরঙ্গ

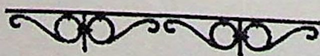
চতুর্থ তরঙ্গ

পঞ্চম তরঙ্গ

বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠ তরঙ্গ

উপদেশ



দিব্য জীবনী



শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম তরঙ্গ

উপক্রমণিকা

পরম করুণাময় পরম মঙ্গলময় ভগবান অনাদি বহির্মুখ নানা অনর্থ অপরাধাদিগ্রস্ত জীবকুলকে মহাদুঃখকষ্টপূর্ণ সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর নিজজনগণকে সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। এই মহাজনগণ সদনুগ্রহবিগ্রহ, অর্থাৎ ভগবানের করুণার মূর্ত্তরূপ। পরদুঃখদুঃখী ঐ মহৎগণ জীবগণের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হয়ে নানাবিধ যত্ন করে তাদের হৃদয় থেকে সমস্ত দুঃখের মূল কারণ কৃষ্ণবহির্মুখতা তথা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা দূর করে পরমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি সঞ্চারিত করেন। অবিদ্যাগ্রস্ত মায়াক্লিষ্ট নিত্যবদ্ধ জীবদের সংসার থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় এই মহাজনগণের শ্রীচরণাশ্রয়।

ঐ রকম একজন ভক্তমহাজন শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে জীবোদ্ধারে রত হয়ে বহু জীবকে প্রেমরূপ শ্রেষ্ঠ সোপানে পৌঁছাতে পেরেছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি পরম্পরায় আগত জগদ্গুরু পরমহংস শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করে জগতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন। ''তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত....'', ''ভকত সেবা পরমসিদ্ধি প্রেম লতিকার মূল'' - ঐ মহাজন বাক্যের যথার্থতা নিজে আচরণ করে তিনি জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মহান্ত গুরুর সেবা বিনা ভক্তিলাভের অন্য উপায় নেই। তাই তিনি বলেন, - **''সংসিদ্ধির্গুরুতোষণম্''**।

তিনি নিত্যসিদ্ধ মহাজন হলেও সাধনভক্তি স্বয়ং আচরণ করে জগতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, বিশেষতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি' শ্লোকের তিনি মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আম্নায় পরম্পরায় আগত ভগবদ্ প্রেরিত গুরুবর্গের অলৌকিক মহিমা ঘোষণা তথা তাঁর সেবা শিক্ষা দিয়ে জীব জগতকে তাঁর কৃপাভাজন করে শুদ্ধভক্তিলাভ করাবার জন্য তিনি ব্রতী ছিলেন। তিনি নিজে দৈন্যপূর্বক আত্মসংগোপন করে নিজেকে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পিয়ন বলে অভিহিত করতেন। আম্নায় পরম্পরায় আগত শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরীদাস ঠাকুর, শ্রী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ - এই গুরুবর্গের বিভিন্ন লীলা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রী শ্রীল প্রভু অবস্থান করে স্ব-বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও আনুগত্যময় আচরণ প্রদর্শন করেছেন, ইহা ভক্তি জগতে অত্যন্ত বিরল। তিনি এই গুরুবর্গের অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীল প্রভু শুদ্ধ আম্নায় ধারা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। অন্য সমস্ত অশ্রৌত ধারা খণ্ডন করে আম্নায় ধারা প্রতিষ্ঠা করা সাধারণ কথা নয়। *"কৃষ্ণশক্তি বিনা ধর্ম নহে প্রবর্ত্তন"*। তাঁর একটি বড় অবদান হল শ্রী গুরুবর্গের মর্যাদাস্থাপন। শুদ্ধভক্তি শুদ্ধ ধারা যে কি, তা তিনি বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছেন বহু বাধাবিঘ্ন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে ভ্রূক্ষেপ না করে।

শ্রীল প্রভু ছিলেন শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ। তিনি বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ ভাগবত, গীতাদি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রের যথার্থ মর্মদর্শী চিদ্‌বিজ্ঞানী ছিলেন। *'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাত ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়' - সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য অবধারণ পূর্বক শ্রীল প্রভু ছিলেন স্বয়ং এক অপূর্ব শাস্ত্র।* শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা যে সব বিষম প্রশ্নের সমাধান হয় না, পূর্বাপর মহাজন বাক্য

সংগে অপূর্ব সমন্বয় করে তিনি সে সমস্ত প্রশ্নের সুন্দর সমাধান করে দিতেন এবং তা শুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা আদৃত হত । নানা জটিল সমস্যা নিয়ে বহু ভক্ত, বহু ব্যক্তি তাঁর কাছে আসতেন এবং তাঁর সমাধানে পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দ লাভ করতেন । ভক্তগণ তাঁকে Living Encyclopaedia of Gaudiya Mission বলেন । তাঁর অসাধারণ সিদ্ধান্ত বিচার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে ১৯৭৫ সালে রথযাত্রাকালে গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ পুরীর শ্রী পুরুষোত্তম মঠে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় শ্রীল প্রভুর সম্বন্ধে বললেন- **"উনি প্রভুপাদের সন্তান"** । ইহা বলতে বলতে তাঁর চোখ থেকে প্রেমানন্দাশ্রু ঝরে পড়ল । সমস্ত গুরু বৈষ্ণবের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন ।

স্ব-গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা নির্দেশ ক্রমে তিনি সুদৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ ভক্তি বিরোধী মতের খণ্ডন করেছেন । শ্রীমন্ মহাপ্রভু, তাঁর পার্ষদবর্গ, শ্রীগুরুবর্গ তথা বিমল বৈষ্ণবদের নিন্দা অপবাদ কেউ করলে, তিনি বজ্র নির্ঘোষে ও সিংহহুঙ্কারে তার জিহ্বাস্তম্ভন করতেন ।

তিনি স্বলেখনী মাধ্যমে এমন নির্ভীক ভাবে অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও নিত্য বাস্তব সত্য প্রকাশ করেছেন, যা এ জগতে খুব বিরল । সত্য প্রকাশনে এ রকম নির্ভীকতা গৌড়ীয় ইতিহাসে আদর্শ হয়ে থাকবে । তিনি নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন ।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" - পরস্পর বিরোধী এই দুটি গুণের অপূর্ব সমাবেশ তাঁর কাছে হয়েছিল ।

তাঁর হৃদয় সর্বদা জীবদুঃখে কাতর । পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, গীত আদি মাধ্যমে, রেডিও মাধ্যমে তথা নিজে আসাম, পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ,

ওড়িশা, আন্ধ্র, তামিলনাড়ু আদি প্রদেশের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে ঘুরে হরিকথা বলে, আবার নিজের লোককে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে জনসাধারণকে পরম শ্রেয়ঃ পথের সন্ধান দিয়েছেন। যাঁরা তাঁর কথা শ্রদ্ধা সহ শুনেছেন, পরিপ্রশ্ন করেছেন, আচরণ করার আগ্রহ প্রকাশ তথা যত্ন করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রীল প্রভু অত্যন্ত স্নেহশীল হয়ে শুদ্ধভক্তি পথের পথিক করাতে প্রয়ত্ন করেছেন। তাঁর কৃপা দৃষ্টির মধ্যে যে একবার পড়েছে, শ্রীল প্রভু তাকে ছাড়েননি। সে যে কোন অধিকারে থাকুক না কেন, তাকে সেই ভূমিকা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কৃষ্ণোন্মুখতার শ্রেষ্ঠ সোপানে তুলে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য তিনি আপ্রাণ-চেষ্টা করেছেন। অনুগত ভক্তদের পারমার্থিক তথা সাংসারিক সুবিধা অসুবিধা সব বুঝে তার সমাধান করে ভজন পথে অগ্রসর করিয়েছেন। **সংসারে এ রকম মহান্ত গুরু খুবই বিরল, যিনি শিষ্যের সব কিছু (ব্যবহার ও পরমার্থ) বুঝে তার অধিকার-উপযোগী মার্গে তাকে পরিচালিত করেন।**

শ্রীল প্রভু দিব্য দূরদ্রষ্টা, ত্রিকালদর্শী সাধু ছিলেন। বহু ব্যক্তি, বহু ভক্ত মনে কিছু প্রশ্ন ভেবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আসতেন। খুব আশ্চর্যের বিষয়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই প্রাথমিক কথাবার্ত্তার মধ্যে শ্রীল প্রভু সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সুন্দর ভাবে দিয়ে দিতেন। একজন নূতন ভজনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে তার পূর্ব জন্মের ভজন, তার অধিকার সবকিছু জানতে পারতেন। একজনকে দেখা মাত্রেই ঐ লোকটি সরল মনে এসেছে কি কোন অন্যাভিলাষ নিয়ে এসেছে, মন্দ উদ্দেশ্য আছে কি কৌতূহল নিয়ে এসেছে; সব জানতে পারতেন। তার মনের ভাবনানুযায়ী তাকে কৃপা বা বঞ্চনা করে, হরিকথা বলে বা বাহ্য প্রশংসা দিয়ে সন্তুষ্ট করতেন। কারও মনে তিনি দুঃখ দিতেন না। নিন্দুককেও তিনি বাহ্যে আদর করতেন। তাঁর একটি বিশেষত্ব এই যে, সকলে মনে করেন, — "শ্রীল প্রভু আমাকে

বেশী ভাল বাসেন'' । কি ভক্ত, কি বিষয়ী, যিনি যেরকম বাসনা নিয়ে আসতেন ; তাঁকে সেই রকম আনন্দ প্রদান করতেন ।

হরিকথা অনেকে বলেন, কিন্তু উনি যেমন আপন ভেবে মমত্ব বোধের সঙ্গে স্নেহাদর পূর্বক হরিকথা বলেন ; তা অত্যন্ত বিরল ।

গৃহস্থাশ্রমে থাকলেও তিনি ছিলেন বাস্তব ত্রিদণ্ডী পরমহংস সাধু । গৃহ সংসার, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা তাঁকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে পারেনি । সংসারের উত্তাল তরঙ্গ চলেছে, কিন্তু তিনি হিমাচলের মত অচল, অটল, স্থির ; স্ব-ইষ্ট সেবায় সর্বদা নিমজ্জিত, অভিনিবিষ্ট থাকতেন ।

শুদ্ধ নামপরায়ণ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধ নাম - সংকীর্ত্তনের শিক্ষা জগৎকে তিনি আবাল্য প্রদান করে অপ্রকট কালে দুই বাহু তুলে উদাত্ত কণ্ঠে বলে গেলেন, -

''ভকতিবিনোদ বাহু তুলে কয় নামের নিশান ধর ।
নাম-ডঙ্কাধ্বনি করিয়া যাইবে ভেটিবে মুরলীধর ॥''

এই ভক্ত মহাজনের পরম পূত জীবনী, আচরণ ও উপদেশ শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণের একান্ত অনুসরণীয় ।

※ ※ ※ ※ ※

বিষয়জাতীয় রসালোচনা থেকে আশ্রয়জাতীয় রসালোচনা সাধক গণের পক্ষে অধিক উপাদেয় । এর দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রী গৌরকৃষ্ণ অধিক প্রীত হন ।

- শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

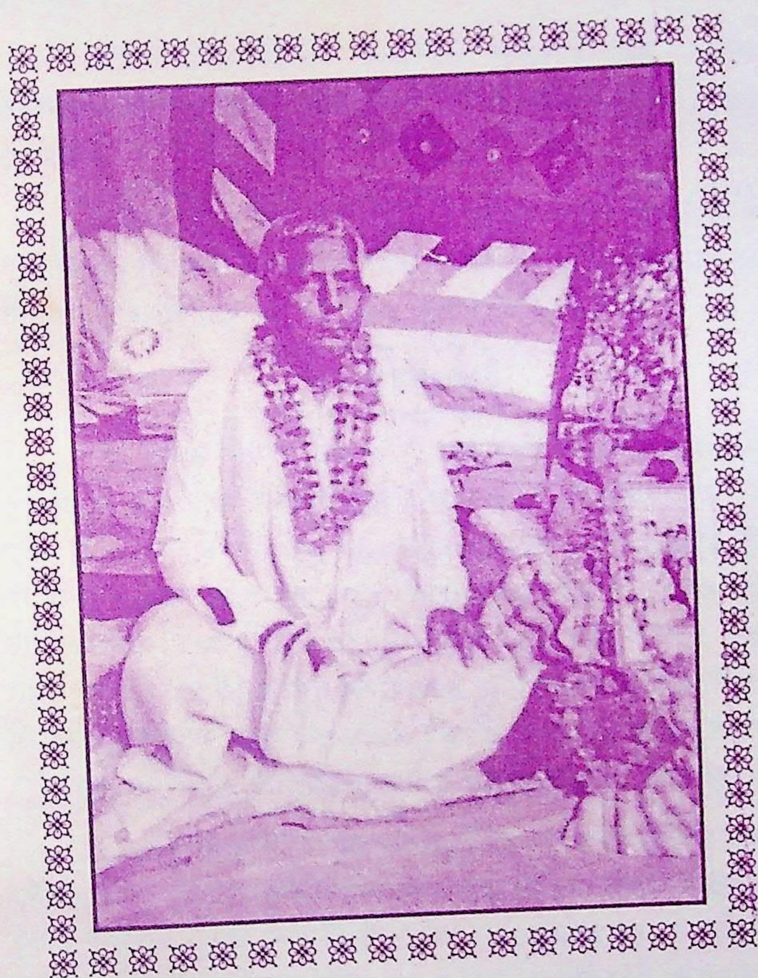
আবির্ভাব

শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু ওড়িশার কটক নগরীস্থ ওড়িয়া বাজার গৌড়সাহিতে ১৯১০ খ্রীঃ ১৭ ই এপ্রিল তারিখে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবার নিশান্তে তুলা রাশি ও চিত্রা নক্ষত্র সংযোগের শুভ মুহূর্তে পিতা শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ রায় ও মাতা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি দেবীর কোলে আবির্ভূত হন ।

তাঁর পূর্বপুরুষ ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা শ্রী হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারের বংশের ছিলেন । তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদী তীরবর্তী অঞ্চল হতে এসে ওড়িশার রাজধানী কটক নগরের বাখরাবাদে বসতি স্থাপন করেন । শ্রী ত্রৈলোক্যনাথের পিতা বংগের নবাব হতে 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন । এর সঙ্গে কটক মাহাঙ্গার (বর্ত্তমানের জগৎসিংপুর জেলায়) জমিদারী উনি পেয়েছিলেন । সেখানে তাঁর কুলদেবতা শ্রী বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রী সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরানী মন্দিরে পূজিত হতেন ।

এই শ্রী বিনোদবিহারীজীউ শ্রী গৌরভক্ত পণ্ডিত শ্রী শিবানন্দ সেনের বংশধর শ্রী কুঞ্জবিহারী দাসের দ্বারা প্রকটিত । **'শ্রী বিনোদ মঙ্গল'** গ্রন্থে ওই ঠাকুরের অপার অলৌকিক মহিমা তথা শ্রীল প্রভুর বংশাবলি বর্ণিত হয়েছে ।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ রায় কটক সাব্-জজ্ কোর্টে চাকরী করার দরুণ কটক ওড়িয়া বাজার গৌড়সাহিতে বাসা ঘর নিয়ে থাকতেন । সেই স্থানেই শ্রীল যতিশেখর প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন । তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল **'যতীন্দ্র'** ও ডাক নাম ছিল **'কান্হু'** । তাঁর বড় ভাই শ্রী শচীন্দ্রনাথ রায় এক জন সুলেখক ছিলেন । তিনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর বোন অভয়াদেবীর বিবাহ কেন্দ্রাপড়া ছোটিমঙ্গলপুর



শিক্ষাগুরুবর

শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

গ্রামের শ্রী কেদার নাথ দত্ত (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) পরিবারে হয়েছিল ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রভাবে এই পরিবার ভক্তিসংস্কারসম্পন্ন ছিল । বাল্য কালে শ্রী যতীন্দ্র মধ্যে মধ্যে সেখানে যেতেন ।

এইরূপ ভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র তথা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীল প্রভুর ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ।

বাল্য জীবন

শ্রী যতীন্দ্র পিতার সঙ্গে কটক গৌড়সাহি বাসাঘরে থাকতেন । দশহরা বা দোল যাত্রা অবসরে পিতার সঙ্গে গ্রামে (মাহাঙ্গায়) যেতেন । তখন যাওয়া আসার জন্য যানবাহনের সুবিধা ছিলনা । মুখ্যতঃ হেঁটে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যেতে হত । পরে জোব্রা থেকে কেন্দ্রাপড়া পর্যন্ত ইঞ্জিন চালিত নৌকা যোগে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে যেতে হত । সালেপুরের রসগোল্লা ও চাঁপা কলার লোভ দেখিয়ে পিতা হাঁটতে উৎসাহ দিতেন । যার ফলে ছেলেবেলা থেকে তাঁর হাঁটার অভ্যাস বাড়তে থাকল, যেটা পরবর্ত্তী জীবনে শ্রী হরিকথা প্রচারে অনেক সহায়তা করেছিল ।

১৯২৬ সালে শ্রী যতীন্দ্রের পিতা শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ ওড়িয়া বাজার গৌড়সাহিতে একটা নতূন জায়গা খরিদ করলেন ও সেখানে নতূন ঘর তৈরি করলেন । এটি নেতাজী শ্রী সুভাষ চন্দ্র বোষের ঘর ‘জানকীনাথ ভবনে’র ঠিক উত্তর দিকের প্রাচীর সংলগ্ন ছিল । সুভাষ চন্দ্র বোষের সঙ্গে শ্রী যতীন্দ্রের পরিচয় হল । তিনি শ্রী যতীন্দ্রকে খুব ভাল বাসতেন । প্রাচীরের একটি ছোট ফাঁকের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের বাগান থেকে গোলাপ ফুল ও মাঝে মাঝে আনারস দিতেন । শ্রী যতীন্দ্র গঙ্গামন্দির পুষ্করিণীতে স্নান ও সন্তরণ করতেন । গঙ্গামন্দিরের ধারে দেবগিরি মঠের ভগ্নাবশেষ

পাথর স্তুপের মধ্যে থেকে গিয়েছিল । শ্রী যতীন্দ্র তার উন্নতির জন্য যত্ন করেছিলেন ।

শ্রী যতীন্দ্রের পিতা শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ রায় মহোদয় ঘরে শ্রী শ্রী জগন্নাথ ও শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের আলেখ্য পূজা করতেন । তিনি প্রত্যহ নিয়ম করে ভাগবত পাঠ করতেন । পত্নীর সঙ্গে প্রত্যহ শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে যেতেন । শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ তখন গঙ্গা মন্দিরের কাছে ব্রজেন্দ্র প্রেসের মালিকের ঘরে ভাড়ায় ছিল । শ্রী যতীন্দ্রও পিতামাতার সঙ্গে মঠে ঠাকুর দর্শনে যেতেন ।

অধ্যয়ন ও সাহিত্যানুশীলন

শ্রী যতীন্দ্র গঙ্গামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন । সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী ধনেশ্বর নায়ক ছাত্রবৎসল ছিলেন । শ্রী যতীন্দ্রের অসাধারণ মেধা দেখে তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন । শ্রী যতীন্দ্র শ্রুতলিখনে পূর্ণ নম্বর পেতেন, বর্ণ অশুদ্ধি মোটেই হত না । তাতে সন্তুষ্ট হয়ে প্রধানশিক্ষক মহোদয় তাঁকে একটি অভিধান পুরস্কার দিয়েছিলেন । বাল্য কালেই সেই গঙ্গামন্দির স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন । স্কুল ঘরটি প্রায় ভেঙ্গে এসেছিল । শ্রী যতীন্দ্র অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন । তিনি কয়েক জন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশের দ্বারা জরাজীর্ণ ও বিপদপূর্ণ দেওয়ালে ছিদ্র করে দিলেন । তার ফলে পরের দিন দেওয়াল একখানা ভেঙ্গে যাওয়া দেখে প্রধান শিক্ষক মিউনিসিপ্যালিটিকে জানালেন । এর পর নিকটে অন্যত্র বিদ্যালয়ের জন্য নতূন পাকা ঘর নির্মিত হল ।

নাট্যপ্রতিভা -

বাল্য কাল হতে শ্রী যতীন্দ্র নাট্যপ্রেমী ছিলেন । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি অভিনয়ে খুবই কুশলী ছিলেন । তিনি নিজেও নাটক রচনা করতেন । চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর স্কুল থেকে

ছেলেরা প্রতি বছর শিক্ষকদের সঙ্গে বনভোজন উপলক্ষে চৌদ্বারে যেতেন । আবার সেখানকার স্কুলে দু চারদিন থেকে নাটকাদি করতেন । পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর প্রধান শিক্ষক তাঁর নাট্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন - "কাহ্নু, একটি ছোট নাটক লিখ তো দেখি, যেন ভাল জমে, আর আমাদের স্কুল যেন প্রথম হয় ।" শ্রী যতীন্দ্র একটি নাটক লিখেছিলেন - **"কালো কাহ্নু কুহক জানে"**। এটি তিনি ওড়িয়া ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছিলেন । একজন পঞ্চম শ্রেণীর ছেলে অথচ এত সুন্দর ভাবে নাটকটি লিখেছে, আবার এত সুললিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে পেরেছে দেখে উনার প্রধানশিক্ষক খুবই আশ্চর্য হলেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন । প্রধানশিক্ষক এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে বললেন । কিন্তু তিনি বললেন "আমার রং ফরসা, আমি শ্রী বলরামের ভূমিকায় অভিনয় করব ।" স্বল্প সময়ের মধ্যে নাটক অভ্যাস করে বনভোজন উপলক্ষে চৌদ্বারে গেলেন । রাত্রিতে নাটকের জন্য প্রস্তুতি হল । শিক্ষক আগের থেকে বলে রেখেছিলেন "যে যার উপকরণ নিজেই সংগ্রহ করবে" । শ্রী যতীন্দ্র বলরামের ভূমিকাতে অভিনয় করার দরুণ একটি লাঙ্গল অতি আবশ্যক ছিল, তাই তিনি দিনের বেলায় আমড়া কাঠের লাঙ্গল নিজে তৈরি করে তার উপর আঠা দিয়ে রঙ্গীন কাগজ লাগিয়ে ছিলেন । নাটক শুরু হল । যখন শ্রী যতীন্দ্র শ্রী বলরামের বেশ ধরে অভিনয়ের জন্য মঞ্চে গেলেন তখন এমন সুন্দর মওগজ ভঙ্গিতে চলছিলেন যে দর্শকেরা তা দেখে আনন্দে করতালি দিতে লাগলেন । একটি যুদ্ধ দৃশ্য ছিল । যুদ্ধ দৃশ্যে লাঙ্গলটি ঘুরাবার সময় মঞ্চে বাঁধা বাঁশে লেগে ভেঙ্গে গেল । তখন দৃশ্যটি হাস্যাস্পদ হয়ে যেত, কিন্তু অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্ন মতিসম্পন্ন বালক যতীন্দ্র উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বীরদর্পে বলে উঠলেন — *"ভেঙ্গে যাক লাঙ্গল আমার, তাতে নেই প্রয়োজন । মুষ্ঠি যুদ্ধে বিশারদ আমি, মুষ্ঠি যুদ্ধে পরাজিত করে তোকে ফেলাব ভূমিতে, পদাঘাতে মস্তক তোর করে দিব চূর্ণ-বিচূর্ণ ।"* এই বলে শত্রুকে ভূমিতে ফেলে তাকে পদদলিত করলেন । লাঙ্গল ভেঙ্গে যাওয়া যে আকস্মিক ঘটনা, তা কেউ

বুঝতে পারেননি বা সেই দৃশ্যটিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি কেউ অনুভব করতে পারেননি । ঐ দৃশ্যটির পর যখন শ্রী যতীন্দ্র মঞ্চ থেকে ভিতরে যান, প্রধান শিক্ষক মহোদয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । সে বার নাটক প্রতিযোগিতায় তাঁর বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, আবার শ্রী যতীন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে পুরস্কৃত হয়েছিলেন ।

x x x x x x x

শ্রী যতীন্দ্র গঙ্গামন্দির স্কুল থেকে পাশ করে Practising Middle School-এ পড়ে মাইনর পাশ করেন । বাল্যকাল থেকে তাঁর সাহিত্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল । তিনি সহপাঠী ছেলেদের সঙ্গে মিশে গৌড়সাহিতে একটি লাইব্রেরী করেছিলেন । তিনি সমস্ত ওড়িয়া ও বাংলা গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছিলেন । ওড়িয়া প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনি অনেক বার পুরস্কৃত হয়েছিলেন ।

শ্রী যতীন্দ্র মাইনর পাশ করে সেই কটকের প্যারিমোহন একাডেমীতে নাম লিখিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া শুরু করলেন । পরের বছর রেভেন্সা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শেণীতে অধ্যয়ন করলেন । সেই বছর স্কুলের ''ছাত্র-বন্ধু'' পত্রিকায় ''যস্যাস্তি ভগবদ্ ভক্তিঃ অকিঞ্চনা...''শ্লোকের ওড়িয়া অনুবাদ দিয়ে রেভেন্সা পুরস্কার সাড়ে আঠার টাকা পেয়েছিলেন । এই অল্প বয়স হতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা দিতেন । সে সমস্ত লেখা পড়ে উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস খুশী হয়ে প্রবন্ধ লেখায় তাঁকে খুব উৎসাহিত করেছিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে ওড়িয়া পত্রপত্রিকায় লেখা দিলেন । তাঁর বহু লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ।

ইংরাজীতে কথা বলার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল । তখন সাহিত্য ও সংস্কৃত ছাড়া প্রত্যেক বিষয় ইংরাজীতে লিখতে হত । তাই তিনি ইংরাজী জ্ঞান বাড়াবার জন্য তথা ইংরাজীতে কথা বলার জন্য প্রত্যহ

টিফিনের সময় তাঁর কলেজিয়েট স্কুলের নিকটবর্তী হাইকোর্ট, জজ্ কোর্ট ও কলেক্টরীএটে যেতেন । সেখানে সাক্ষীরা ওড়িয়াতে যা বলতেন, উকিলেরা ইংরাজীতে অনুবাদ করে সে সব জজ্‌কে শোনাতেন । শ্রী যতীন্দ্র ঐ ইংরাজী অনুবাদ শুনে শুনে ইংরাজীতে কথা বলার যোগ্যতা খুব ভালভাবে অর্জন করেছিলেন । তিনি ডিবেটিং ক্লাবে ইংরাজীতে ভাল বক্তৃতা দিতেন । মধ্যে মধ্যে ক্লাব গুলিতে সাহিত্য, ধর্ম আদি বিষয় আলোচনা করতেন । ১৯৩১ সালে কলেজিয়েট স্কুল হতে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে কটক রেভেন্সা কলেজে নাম লিখালেন । তিনি রেভেন্সা কলেজ থেকে F.A. পাশ করলেন ।

জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ও বিশ্বভাবনা

শ্রী যতীন্দ্র নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল । শ্রী সুরেন্দ্র পট্টনায়ক (যিনি পরে ওড়িশার মন্ত্রী হয়েছিলেন), বিনোদ কানুনগো ('জ্ঞানমণ্ডলে'র রচয়িতা), বৈদ্যনাথ রথ (কম্যুনিষ্ট এম.পি.), সুরেন্দ্র দ্বিবেদী (সোসালিষ্ট এম্.পি.) আদি শ্রী যতীন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন । এঁরা সকলে স্কুল ছেড়ে স্বরাজ্য আন্দোলনে পিকেটিংএ যোগ দিলেন । গাঁজা, আফিমের দোকানের সামনে পিকেটিং করে এঁরা বেত্র প্রহার খেতেন । উৎকলমণি গোপবন্ধু এঁদের হাতে প্রহারের চিহ্ন দেখে চিড়া গুড় আর কলা মিশিয়ে গোলা করে তাঁদের খেতে দিতেন আর হাঁসাতেন । রাজকৃষ্ণ বোষ, যদুমণি মঙ্গরাজ, বাবাজী রামদাস - এঁরা তখন কংগ্রেসের নেতা ছিলেন । কাঠযোড়ি নদীর বালুচরে কংগ্রেস সভা গুলি অনুষ্ঠিত হত ।

একবার মহাত্মা গান্ধী কটকের কদমরসুল নামক স্থানে এসেছিলেন । বিপুল জন সমাগম হয়েছিল । শ্রী যতীন্দ্র সাহস করে সেই জনসমাবেশের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন । তাঁর প্রশ্ন ছিল - ''সূতা কেটে খদ্দর কাপড় পরলে ভারতবাসীদের উপকার

হল, কিন্তু মাঞ্চেষ্টরের ইংরেজরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন । এমন কোন উপায় আছে, যার দ্বারা ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসী উভয়ের উপকার হবে ?''

গান্ধীজী লোকারণ্য থেকে শ্রী যতীন্দ্রকে ডেকে নিয়ে তাঁর প্রশ্নটি শ্রী গোপবন্ধু দাসের দ্বারা ভাল করে বুঝলেন, আবার জনসাধারণকে সেই প্রশ্নটি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন । শ্রী যতীন্দ্রের এত অল্প বয়সে এ রকম '*বসুধৈব কুটুম্বকম্*' ধরণের অত্যুদার চিন্তাধারা দেখে গান্ধীজী বিস্মিত তথা আনন্দিত হলেন । তাঁর প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, ''সর্বোদয় বিচার পরিকল্পনা আমি করছি ।'' পরে এটি সন্ত বিনোবা ভাবের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল ।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামীর সঙ্গলাভ

বাল্যকাল হতে শ্রী যতীন্দ্র সঙ্গী ছেলেদের নিয়ে ওড়িয়া বাজারস্থ শ্রী বাঙ্কবিহারীজীর শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন করতেন । বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সভায় তিনি যোগ দিতেন এবং নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনা, সমালোচনা করতেন । তিনি কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়ার সময় ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন । তবে ১৭ বর্ষ বয়সে ১৯২৭ সাল থেকে পরমার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট হন ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শুদ্ধভক্তি ধর্মের প্রচারক গৌড়ীয় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও মহান্ আচার্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯১৮ সালে কটকের গণেশ ঘাটে অবস্থিত শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করে বিপুল ভাবে শ্রী গৌরবাণী প্রচার করছিলেন । শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ তখন ভাড়া ঘরে ছিল । শ্রী গঙ্গামন্দির নিকটস্থ স্থান শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের চতুর্থ পরিবর্ত্তিত স্থান । শ্রী যতীন্দ্র প্রথমে এই মঠে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অতি অন্তরঙ্গ মহাভাগবতবর শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামীর দর্শন পেলেন । অবশ্য ইতি পূর্বে কটকের রাজপথে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের সাধুগণের অগ্রণী



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী

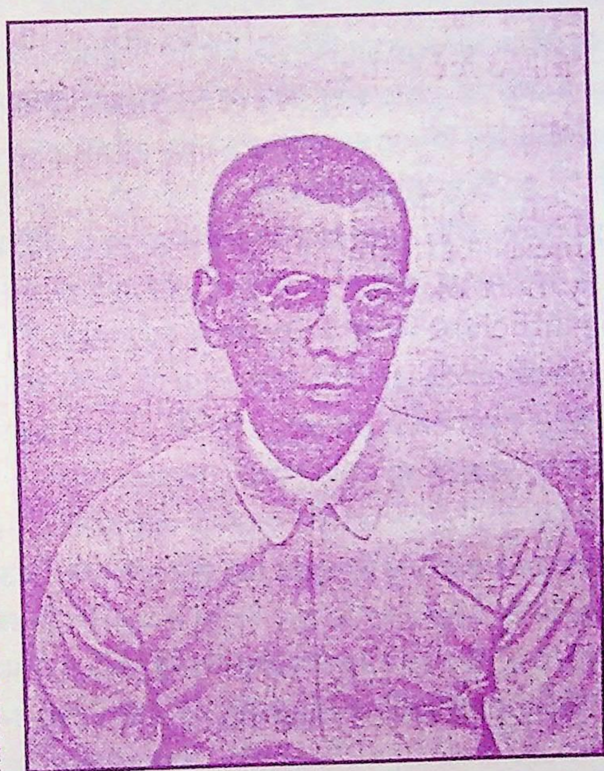
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামীর নেতৃত্বে নগর পরিক্রমা দেখেছিলেন। ক্রমশঃ তিনি পিতার সঙ্গে নিয়মপূর্বক প্রত্যহ মঠে গিয়ে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীল তীর্থ গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রী হরিকথা শ্রবণ করতেন। সুযোগ পেলে স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে শ্রীল তীর্থ গোস্বামীর তথা মঠের কিছু কিছু সেবা করতেন। তাঁর পিতা জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী তথা মঠের সাধু গণের পবিত্র জীবন যাপন ও উচ্চ আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রী যতীন্দ্র ১৯২৭ সালে জুলাই ৯ তারিখে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম দর্শন ও তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রী হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই প্রথম দর্শনেই তিনি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে স্বগুরুপাদপদ্ম রূপে হৃদয়ে বরণ করে তাঁর শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করলেন। সেখানে একটি বিরাট সভা হয়েছিল। কটকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা শ্রী নটবর মুখোপাধ্যায়, শ্রী মদনমোহন পট্টনায়ক, রেভেন্‌সা কলেজের প্রফেসার শ্রী নিশিকান্ত সান্যাল প্রভৃতি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ "*পৌত্তলিকতা ও শ্রী বিগ্রহ*" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বীর্যবতী বাণী তথা তাঁর অন্তরঙ্গ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও সাধু গোষ্ঠীদের পবিত্র আদর্শ জীবন শ্রী যতীন্দ্রকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর পিতামাতাও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হয়েছিলেন।

শ্রী যতীন্দ্র নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় এক দিন রাস্তাতে দৈবাৎ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর একটি ছিন্ন পত্র পেলেন। তাতে লেখা ছিল - **"যে কোন অবস্থা থেকে হরিভজন আরম্ভ করলেও কোন বাধা হবে না"**। এই উপদেশটি উনার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯২৮ সালে গ্রীষ্ম ছুটিতে তিনি পুরী গেলেন। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্দশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব পুরী চক্রতীর্থ সমুদ্রতীরস্থ নীলিমা ভবনে পালিত হচ্ছিল। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও হরিকথা শ্রবণে তাঁর প্রতি গভীর আত্মীয়তা জাত হল। দ্বিতীয় বার তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুলিত

প্রাণে তিনি পুরী গেলেন । শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত স্নেহ করে তাঁকে দু'মাস নিজ সমীপে রাখলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের '*জৈবধর্ম*' গ্রন্থের অশেষ মহিমা বর্ণন করে তা পাঠ করতে বললেন । ইতি পূর্বে "*শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত*" গ্রন্থ পাঠ করে শ্রী যতীন্দ্রের হৃদয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'জীবে দয়া' রূপ উদার ভাব অনুভব হয়েছিল । 'জৈব ধর্মে'র মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের পবিত্র তত্ত্ব শ্রী যতীন্দ্রের হৃদয়ে গভীর ভাবে রেখাপাত করল । শ্রীধাম মায়াপুর থেকে প্রত্যহ '*দৈনিক নদীয়া প্রকাশ*' শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসতেন । তা নিয়মিত পাঠ করে মনে যে প্রশ্ন জাগত, সে সকলের সমাধান পেয়ে যেতেন, তৎসহ শ্রী মঠের সঙ্গে আত্মীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে লাগল । ঐ আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়ার সংগে সংগে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয়ের লোভ ও ব্যাকুলতা বেড়ে উঠল ।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আনুগত্যে মঠসেবা

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু (শ্রী নিশিকান্ত সান্যাল) কটক রেভেন্সা কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী পাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমুখে শত শতবার বলেছেন - "*শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু 'নিখুঁত' (নির্দোষ), শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বাস্তব ত্রিদণ্ডী । সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া যিনি তহবিল সঞ্চয় করেন তিনি ত্রিদণ্ডীর উপজীবিকা করেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বাস্তব ত্রিদণ্ডী - "সমর্পিতাত্মা" । তিনি সব কিছু শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেছেন ।*" শ্রীল প্রভুপাদ আবার অপ্রকট কালে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন - "I am indebted to Professor Babu". *(আমি প্রফেসর বাবুর নিকট ঋণী) ।*" শ্রী যতীন্দ্র এরকম মহাভাগবতকে পেয়ে জীবনের পরম বান্ধব রূপে অনুভব করে তাঁকে নিত্যমঙ্গল উপদেষ্টা ও শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করলেন । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁকে কাছে ডেকে যত্ন করে ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচনা পূর্বক সদুপদেশ দিতেন ।



শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু

শ্রী যতীন্দ্র প্রত্যহ নিয়মিত মঠে গিয়ে শ্রী বিগ্রহ দর্শন তথা বৈষ্ণবদের শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করতেন । শ্রী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃপা করে তাঁকে শ্রী মঠের বাগানসেবা দিয়েছিলেন । তিনি প্রত্যহ স্কুল ছুটির পর গঙ্গা মন্দিরস্থ বাগানে কয়েকজন শ্রদ্ধালু সঙ্গীকে নিয়ে জল দিতেন । তাঁদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অন্ন সহ নিমবেগুন তরকারী মিশিয়ে মাধুকরী প্রসাদ সকলকে দিতেন । তাঁরাও খুব আনন্দে পেতেন । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁ দিগকে বলতেন, - *"শ্রী মঠের বাগানে জল দিবে, কিন্তু মাংসপেশী শক্ত হবার জন্য কসরত বুদ্ধিতে নয় । ইহা সেবা, এর দ্বারা ভগবান সুখী হন ।"* ঐ মঠে শ্রী যতীন্দ্র শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর (শ্রীল আচার্যদেবের) দর্শন সৌভাগ্য বহুবার লাভ করেছিলেন । শ্রীল আচার্যদেব শ্রী যতীন্দ্রের সেবাবৃত্তি দেখে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ আদর করতেন ও হাঁসি খুশির মাধ্যমে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন । শ্রীল তীর্থ মহারাজের নির্দেশে শ্রী যতীন্দ্র শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রী কল্যাণ কল্পতরু, উপদেশামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ গুলির প্রুফ সংশোধন করতেন । মঠবাসীদের সঙ্গে কটক সহরে তিনি ভিক্ষায়ও যেতেন । তিনি প্রতি রবিবারে সঙ্গী ছেলেদের নিয়ে কটকে চাল ভিক্ষা করতেন । চাল প্রায় কুড়ি সের কাছাকাছি হয়ে যেত । একবার ডগরপাড়ার উকিল শ্রী বিচিত্রানন্দ দাসের ঘরে ভিক্ষা করার সময় তিনি পোকা চাল দিলেন । তা দেখে শ্রী যতীন্দ্র বিচিত্রানন্দ বাবুকে মঠ ভিক্ষার মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন । তাতে তিনি খুব খুশী হয়ে ঐ কথা শ্রীনিশিবাবুকে (শ্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুকে) বলেছিলেন।

সেই পাড়ায় অজয় বাবু বলে এক জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ থাকতেন । তিনি এক বার কটক টাউন হলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন । তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেক শিক্ষা উপদেশ দিচ্ছিলেন । শ্রী যতীন্দ্র বাল্য কাল থেকে স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক ছিলেন । শ্রী অজয়বাবুর আচার ব্যবহার কলিপঙ্কযুক্ত থাকায় তিনি সেই সভায়

আপত্তি উঠালেন । তাঁর সঙ্গী ছেলেরা তা শুনে করতালি দিতে লাগলেন । তা দেখে সভাস্থ সকলে হাততালি দিলেন । তাতে অজয়বাবু অপ্রস্তুত তথা অপমানিত হলেন । সেই দিন হতে দেখা গেল - তিনি পান, বিড়ি, মাছ, মাংস সব ছেড়ে দিলেন এবং শ্রী যতীন্দ্রকে ডেকে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আলোচনা করলেন । ক্রমে তিনি শুদ্ধভক্তিতে মনোনিবেশ করলেন ।

শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দেশে শ্রী যতীন্দ্র ঘরে ঘরে ঘুরে গ্রাহকগণকে "*দৈনিক নদীয়া প্রকাশ*" দিতেন । তিনি বহু লোককে নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক করিয়েছিলেন ।

১৯২৯ খ্রীঃ ১৭ এপ্রিলে শ্রীল প্রভুপাদ পুরী শ্রী পুরুষোত্তম মঠে পদার্পণ করেন ।

শ্রী যতীন্দ্র তাঁর ভ্রাতা শ্রী শচীন্দ্রনাথ রায় ও বিখ্যাত খোলবাদক শ্রী গোবিন্দ দাসকে নিয়ে সংকীর্ত্তন মণ্ডলী সহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থে পুরী গেলেন । 'পোড়া কোঠি' তে একটি বৃহৎ অট্টালিকায় শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করে শ্রী পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব করছিলেন । শ্রী যতীন্দ্র সেখানে কিছুদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আলালনাথে গেলেন ।

সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব হয়েছিল । শ্রী গুরুগৌরাঙ্গগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত হলেন । শ্রী যতীন্দ্র শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রী রায় রামানন্দের জন্মস্থানে ও শ্রী মাধবী দেবীর গৃহে গিয়ে দর্শন করলেন । শ্রী মায়াপুরচন্দ্রের বিজয়বিগ্রহ বিমানে আরোহণ করে সংকীর্ত্তন যোগে আলালনাথে গেলেন । শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে মহোৎসব শেষ করে সগোষ্ঠী পুরীতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অনাথ কুটীরে ভাড়ায় থাকলেন । শ্রী যতীন্দ্র প্রতিদিন খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ডেকে এনে তাঁর বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণের সুযোগ করিয়ে দিতেন । এক দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুকে বললেন - "*যতীন্দ্র সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেবা কার্যেই লেগে আছে ।*" শ্রী যতীন্দ্র অনতিদূরে ছিলেন । স্বপ্রশংসা শুনে হয় ত তাঁর কিছু অসুবিধা

হবে, সে জন্য তাঁর নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তখন বলে উঠলেন - "না না, ও অনেক ফাঁকি দেয়"। শ্রী যতীন্দ্রের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন । শ্রী যতীন্দ্র প্রতিবছর গ্রীষ্মছুটিতে শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্যের জন্য তাঁর কাছে আসতেন । প্রচারাদির জন্য শ্রীল প্রভুপাদের একটি মোটর গাড়ি ছিল । শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী যতীন্দ্রকে স্নেহ করে পাশে বসিয়ে অনেক স্থানে প্রচারে নিতেন, তাঁকে বহু হরিকথা বলতেন ।

শ্রীল প্রভুপাদ কটক শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে দোতালার উপর থাকা কালে শ্রী বোধায়ন মহারাজ এক দিন শ্রী যতীন্দ্র ও অন্য কয়েক জনকে ডেকে নিয়ে নিচের ঘরে বসে বক্তৃতাশিক্ষা দিচ্ছিলেন । তিনি শিখালেন - "লণ্ডন কেন, রাশিয়া কেন, আমেরিকা কেন, জার্মান কেন-যে প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের সামনে সকলে ভীত, ত্রস্ত, শঙ্কিত, কম্পিত....." । শ্রীল প্রভুপাদ দোতালার উপর থেকে কথাগুলি শুনে বজ্র গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন - "যতীন্দ্র ! সেখানে কি হচ্ছে ?" শ্রী যতীন্দ্র তখন বললেন - "শ্রী বোধায়ন মহারাজ বক্তৃতা শিক্ষা দিচ্ছেন" । শ্রীল প্রভুপাদ বললেন - "*বক্তৃতা কি শিখিয়ে হয় ? 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' যারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবদের সেবা করবে, তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরিকথা বেরোবে ।*"

গঙ্গামন্দির নিকটে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ থাকা কালে শ্রী যতীন্দ্র রাত্র ৯ টা পর্যন্ত ঘরে পড়ে খাওয়া দাওয়া করে মঠে গিয়ে ঘুমাতেন । সেখানে ঘুমাবার বিশেষ কারণ হল - শ্রী তীর্থ মহারাজ ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রী গুর্বষ্টকম্ (সংসার দাবানল....) কীর্ত্তন করতেন । সেই গুর্বষ্টকের শেষে আছে "শ্রীমদ্ গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ....।" ঘরে ঘুমালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করতে পারবেন না, তাই তিনি রাত্রে গিয়ে মঠে ঘুমাতে থাকেন । ঐ কীর্ত্তন গাওয়ার জন্য তাঁর প্রবল লোভ থাকত । মঠের কয়েক জন ব্রহ্মচারী আপত্তি উঠালেন - "ও বাড়িতে

থাকবে, আবার মঠে এসে ঘুমাবে কেন ?'' একথা শুনে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রী যতীন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁদিগকে বুঝিয়ে দিলেন ।

শ্রী যতীন্দ্র ছেলেদের টিউসনি করে টাকা এনে ঠাকুর সেবায় লাগাতেন । তিনি গৃহে থেকেও কায়মনোবাক্যে তথা অর্থাদির দ্বারা শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করার আদর্শ প্রকট করেছিলেন ।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়

যাজপুর শ্রী বরাহ মন্দিরে শ্রী গৌরপাদপীঠ সংস্থাপনের জন্য ১৯৩০ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদেশে শ্রী যতীন্দ্র আগে থেকে যাজপুরে পৌঁছে জগন্নাথ ধর্মশালায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন । শ্রীল তীর্থ মহারাজও যাজপুরে শুভাগমন করলেন । তিনি বাসষ্টেণ্ড হতে যে রিক্সায় গিয়েছিলেন তাতে তাঁর বেডিং ছেড়ে গিয়েছিলেন । ঐ রিক্সাচালকটি বেডিং নিয়ে চলে গিয়েছিল । শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রী যতীন্দ্রকে বেডিংটি খোঁজ করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন । তিনি খুঁজে খুঁজে রিক্সাচালকের কাছ থেকে সেই বেড়িংটি নিয়ে এলেন । এতে শ্রীল মহারাজ তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট হলেন । *শ্রী যতীন্দ্র তাঁর শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীল তীর্থ মহারাজের কৃপায় যাজপুর বৈতরণী নদী কূলে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর (শ্রীল আচার্যদেব) সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদকে নিত্য আরাধ্য, পরমকরুণাময় মঙ্গলঠাকুর রূপে দর্শন করলেন । জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠল । তাঁর ভক্তিরসময় তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দর্শন করে শ্রী যতীন্দ্র তাঁর শ্রীচরণ কমলে ভূলুণ্ঠিত প্রণত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন ।* শ্রী যতীন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ দিব্যদৃষ্টিতে তাঁকে চির পরিচিত নিজজন বলে জেনে স্নেহাপ্লুত হলেন । শ্রী যতীন্দ্র শ্রীল প্রভুপাদের কাছে শ্রী হরিনাম গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করলেন । নিকটে আসীন শ্রীল বাসুদেব প্রভু প্রথমে তাঁর বিশ্বাস ও দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য বললেন - ‘‘এত অল্পবয়স থেকে শ্রী হরিনাম গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নেই ।’’ শ্রী যতীন্দ্রের মনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী চরণাশ্রয় করার জন্য প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা তথা আশা জাগ্রত হয়েছিল । শ্রীল বাসুদেব প্রভুর এই বাণী শ্রবণ করে নৈরাশ্যে তিনি খুব কাতর হয়ে পড়লেন । তাঁর এই ভাব লক্ষ্য করে শ্রীল প্রভুপাদ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে শ্রী হরিনাম দিবেন বলে আশ্বাসনা দিলেন । তাঁর কৃপা নির্দেশে শ্রীল বাসুদেব প্রভু স্বহস্তে তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করেদিলেন । অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ অশেষ কৃপা করে তাঁকে ঐ ২৫-১২-১৯৩০ তারিখে শ্রী হরিনাম প্রদান করলেন । শ্রীল আচার্যদেবের (শ্রী বাসুদেব প্রভুর) কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদ থেকে তাঁর শ্রী হরিনাম গ্রহণের সৌভাগ্য হল বলে শ্রীল প্রভু সব সময় বলতেন ।

১৯৩১ সালের ১৪ জুলাইতে শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথে শ্রী গৌড়ীয়ানাথের অর্চ্চা এবং পুরী চটক পর্বতে শ্রী পুরুষোত্তম মঠের শ্রীবিগ্রহগণকে স্থাপন করে চটক পর্বতে অবস্থান করার সময়ে শ্রী যতীন্দ্র তাঁর কাছে অনেক বার গিয়ে তাঁর থেকে প্রসঙ্গ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে নানা সেবা কার্যও করতেন ।

শ্রী যতীন্দ্র রেভেন্সা কলেজে F.A. (অধুনা I.A.) পড়ার সময় ঐ বছর তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় স্বধামগমন করেন । শ্রী যতীন্দ্রের ভাষায় - ‘‘দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্বে আমি বাবার হরিভজন নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম ।’’ পিতার অন্তে মা’র দেখা শোনা করার জন্য শ্রী যতীন্দ্র টিউসনি আরম্ভ করলেন । এদিকে পড়ার সঙ্গে মঠের সেবা এবং পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান যুগপৎ চলতে থাকল ।

পরমার্থী সংপাদনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৮০ সালে বাংলা ভাষায় পরমার্থীর প্রথম প্রকাশন করেছিলেন। তাঁর মনোঽভীষ্ট পূরণার্থে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামানুসারে স্থাপিত শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ থেকে 'পরমার্থী'র পুনঃ প্রকাশন করার জন্য ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়ে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐ পত্রিকা সম্পাদনার জন্য একজন সুযোগ্য ব্যক্তি অনুসন্ধান করছিলেন। শ্রী যতীন্দ্রের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অচলা ভক্তি, সেবা প্রাণতা, অলৌকিক প্রতিভা, ওড়িয়া ভাষায় অসামান্য দক্ষতা তথা নিরপেক্ষতা আদি সদ্গুণ দেখে ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রিয় পাত্র জেনে তাঁকেই সম্পাদকের ভার দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের ''বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্'' শ্লোকের ওড়িয়া অনুবাদ করার জন্য শ্রী যতীন্দ্রকে কৃপানির্দেশ দিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত শ্লোকের ওড়িয়া অনুবাদ করে শ্রীল প্রভুপাদকে শোনালেন। শ্রীল প্রভুপাদ তা শুনে খুব্ আনন্দিত হলেন। ঐ অনুবাদটি ঠিক্ হল কি না সেখানে উপস্থিত 'ওড়িয়া ভাষাকোষে'র সংকলক শ্রী গোপাল চন্দ্র প্রহরাজকে দেখালেন। তিনি লেখাটি দেখে অতি আনন্দিত হয়ে শ্রী যতীন্দ্রের প্রতিভার উচচ প্রশংসা করলেন। তৎসহ্ তাঁকে স্বরচিত '' শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভাষাকোষ'' এক সেট্ (সাত খণ্ড) উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। এটি তাঁহার বাসভবনস্থিত শ্রী ভক্তিকুমুদ গ্রন্থ মন্দিরে অদ্যাপি সংরক্ষিত হয়ে আছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী যতীন্দ্রকে একটি প্রবন্ধ লিখে আনতে কৃপা নির্দেশ দেওয়াতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে দেখালেন, যা দেখে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে **''পরমার্থী''** পত্রিকার পরিচালনা করার জন্য কৃপানির্দেশ দিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁকে **''পরমার্থী''** পত্রিকার কার্যকারী সম্পাদক করে রাখলেন।

১৯৩১ সালের মে মাসের ১৬ তারিখে 'পরমার্থী' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ***''পরমার্থী কথা''***

শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে পরমার্থীর উদ্‌বোধন করেছিলেন । শ্রী যতীন্দ্র ছাত্র জীবনে ওড়িয়া ও ইংরাজী সাহিত্যে খুব্ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ পাঠ করতেন । তাতে তাঁর ভাষাজ্ঞান খুব্ উন্নত হয়েছিল । তখন তাঁর বয়স ২১ বছর ছিল । বয়স কম্ থাকার দরুণ বারিপদার একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রী রঘুনাথ মহাপাত্রকে নামমাত্র সম্পাদক পদে রাখা হয়েছিল । প্রতি মাসে দু বার করে পাক্ষিক পরমার্থী পত্রিকা প্রতি একাদশী তিথিতে প্রকাশিত হচ্ছিল । সে জন্য এক মাসের মধ্যে ৩২ পৃষ্ঠা প্রবন্ধ সংগ্রহ, লেখা ও প্রুফ সংশোধনে শ্রী যতীন্দ্রের সমস্ত সময় অতিবাহিত হত । তখনকার পরমার্থীতে তাঁরই লেখা, গীতি, প্রবন্ধ, কথোপদেশ, সমালোচনাদি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হত । লেখকের স্থানে তাঁর নাম ক্বচিৎ প্রকাশিত হত, যে লেখায় লেখকের নাম নেই, সে সমস্ত প্রায় তাঁরই লেখা । তিনি পরমার্থীর মুখ্য লেখক ছিলেন । তাঁর লেখা ব্যতীত অন্য লেখকদের লেখায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছে । পরবর্ত্তী কালে তিনি কতকগুলি লেখা নিজের অনুগতদের নামেও প্রকাশ করেছেন । প্রকাশ ভঙ্গী ও সিদ্ধান্ত দৃষ্টিতে তাঁর প্রবন্ধ, গীতি, সমালোচনাদি যে কত উচ্চকোটীর, তা পাঠক মাত্রে উপলব্ধি করেন ।

● চণ্ডী, পুরাণ, গীতা, ভাগবত ক্রমান্বয়ে শ্রীবেদব্যাসের বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছেন । শ্রীরূপানুগ ধারা তার চেয়ে অধিক । শ্রী চণ্ডীদাস, শ্রী জয়দেব যা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৈশ লীলা বর্ণন করেছেন তা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে চমৎকার । 'শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি', 'বিদগ্ধ মাধব' চূড়ান্ত উজ্জ্বল রাগ মার্গ - মধুর রসের গ্রন্থ । এটি অতি নিগূঢ় । শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যার দ্বারা তা জানা যায় । শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ শাসনই এর ইঙ্গিত দেয় । 'লোভেতে জনম তার ।'

● যখন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ পরিস্থিতি আসবে, তখন অতি নম্র ভাষা বলে হৃদয়ের দৃঢ়তা প্রকাশ করবে ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

পরমার্থীর বিবরণী

এই পরমার্থী পাক্ষিক ওড়িয়া পত্রিকা রূপে ১৯৩১ মে ১৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ১৯৪৪, সেপ্টেম্বর ২৫শে দ্বাদশ বর্ষ ১১/১২ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিলেন ।ইং ১৯৪৪ সালে কাগজের অভাব ও মূল্য বৃদ্ধির দরুণ সে সময়ে কিছু কাল (১৪ বছর) বন্ধ ছিলেন । আবার ১৯৫৯ সালের শ্রী গৌর জয়ন্তী তিথি থেকে শ্রী পরমার্থী ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলেন । চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ২১ বর্ষ ১২ সংখ্যা পর্যন্ত ওড়িয়া ও বাংলা উভয় ভাষায় 'পরমার্থী' প্রকাশিত হয়েছিলেন । তখন শ্রী বিলাসবিগ্রহ প্রভু বাংলাতে ও শ্রীল যতিশেখর প্রভু (শ্রী যতীন্দ্র) ওড়িয়াতে ছাপানোর ভার নিয়েছিলেন । তার পর ২২ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে শ্রী 'পরমার্থী' কেবল ওড়িয়া ভাষাতে শ্রীল যতিশেখর প্রভুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হলেন । ১৯৮৭ সালের জুলাই ১০ তারিখ পর্যন্ত তিনি 'পরমার্থী'র সম্পাদকত্ব নিপুণতার সঙ্গে নির্বাহ করেছিলেন । পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পর (১৯৮২ সালে) শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ মিশনের আচার্য ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন । তাঁর কতকগুলি অপসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী'তে প্রতিবাদ করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে এরকম প্রতিবাদ প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন । নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশন বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী'র অবৈতনিক সম্পাদক পদ হতে ১০-৭-৮৭ তারিখে ইস্তফা দিয়েছিলেন । তবুও মিশনের মঙ্গল চিন্তা করে সময়োপযোগী উপদেশমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দিতেন ।

● *জীবনের সময় কম । ক্রমপথে বেদ পুরাণ, শ্রদ্ধা, সাধু সঙ্গ, ভজন ক্রিয়া দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা যদি সাধুর প্রতি রুচি জাত হয়, তবে জীবন সার্থক হবে । কৃষ্ণসেবা ও গুরুসেবা এককথা । কৃষ্ণসেবায় অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু গুরুসেবায় অপরাধের বিচার নেই; শুধু নিজের জ্ঞান-আপন জ্ঞান হলে সেবা স্ফূর্ত্তি হবে ।* - শ্রী ভক্তিকুমুদ

দ্বিতীয় তরঙ্গ

গৃহত্যাগ ও মঠবাস

শ্রী যতীন্দ্রের মাতা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি দেবী, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা ও অনুকম্পিতা ছিলেন, তিনি শ্রী যতীন্দ্রকে পরমার্থ জীবন যাপনে সহায়তা করেছিলেন । শ্রী যতীন্দ্রের বড় দাদা শ্রী শচীন্দ্র রায়ও শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত হয়েছিলেন । তিনি গৃহস্থ বৈষ্ণব রূপে জীবন যাপন করে মা'র সেবা ভার গ্রহণ করেন । তাই শ্রী যতীন্দ্র সাংসারিক কর্ত্তব্য থেকে মুক্ত হলেন এবং ব্রহ্মচারী রূপে মঠবাস করতে আরম্ভ করলেন । তিনি শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে থাকলেন । তাঁর বিশেষ সেবা ছিল পরমার্থী সম্পাদন ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশন । তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে প্রকাশিত **'নদীয়া প্রকাশ'** (বাংলা) কটক সহরে নিয়মিত বিতরণ করতেন । তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে একটি 'র‍্যালে' সাইকেল দিয়েছিলেন । সাইকেল থাকায় 'নদীয়া প্রকাশে'র প্রসার অধিক হতে লাগল । সে পর্যন্ত শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ ভাড়া ঘরে থাকত । মঠের একটি স্থায়ী মন্দিরের জন্য স্থানের অনুসন্ধান চলছিল । তখন ওড়িয়া বাজারের বাঁউশগলির বাসিন্দা শ্রী চিন্তামণি নায়ক মহোদয় তাঁর গৃহদেবতা শ্রী শালগ্রামের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নারিকেল উদ্যান ও পুষ্করিণী সহ ভূমি শ্রী শ্রীল প্রভুপাদকে ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ১৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী করেদিলেন । পরে শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ বিনোদ রমণ জীউর প্রেরণায় কটক আলামচান্দ বাজারের শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী সেই স্থানেই একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করেদিলেন । নিজের জন্ম স্থানের সন্নিকটে মঠ স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হওয়ায় শ্রী যতীন্দ্র বিস্মিত ও পরমানন্দিত হলেন । তিনি শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রী বিগ্রহ গণের অলৌকিক মহিমা মাসিক পরমার্থী ৩০ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন ।

মঠবাস ও গৃহবাস উভয় সমান - যদি শ্রী হরিসেবার অনুকূলে হয় ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের সুরক্ষা

শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ যখন বাউঁশগলিতে স্থাপিত হল, তখন স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম নানা রকম বিরোধ করতে লাগল। কয়েক জন অসামাজিক লোক মঠের গেট্ ডিঙ্গিয়ে মঠের পুকুর থেকে মাছ ধরত, নারিকেল আদি চুরি করত। পুলিসে ডায়েরী করলেও পাড়ার লোকেরা সাক্ষী দিতেন না। তখন শ্রী যতীন্দ্র একটি কৌশল করলেন। তিনি খুব্ বুদ্ধিমান ছিলেন। এক রাত্রিতে মঠের গেটে পিচ লাগিয়ে দিলেন এবং এদিকে পুলিসকে জানিয়ে দিলেন। চোরেরা যখন গেট ডিঙ্গাতে শুরু করল, তখন গায়ে পিচ লেগে গেল। শ্রী যতীন্দ্র এদিকে পুলিসকে ডেকে চোর ধরিয়ে দিলেন। তাদের গায়ে পিচ লেগে থাকায় আর সাক্ষীর আবশ্যকতা পড়ল না। তা দিগকে দণ্ড দেওয়াতে তারা আর চুরি করার সাহস পেল না। এর কিছু দিনের পর কয়েকজন মুসলিম বিহার-ওড়িশার গভর্ণর জলিল মিঞার কাছে আপত্তি উঠাল - মুসলিমসাহি স্থিত সচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যহ ভোর বেলা ও বিভিন্ন সময়ে কীর্ত্তন হওয়াতে তাদের নমাজ পাঠের বিঘ্ন হচেছ। তাই শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ বাউঁশগলি থেকে উঠিয়ে দেওয়া যাক্। গভর্ণর সাহেব এ বিষয় বুঝবার জন্য ওড়িশার কমিশনর আদ্ সাহেব বলে একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে এ বিষয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব দিলেন। মাজিষ্ট্রেটের সমন (Notice) অনুযায়ী পাড়ার অনেক মুসলিম ও সচ্চিদানন্দ মঠের অনেক মঠবাসী তথা শিষ্য বিচারালয়ে গেলেন। আদ্ সাহেব খুব্ বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি মুসলিমদিগকে তাদের অসুবিধার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তর দিল - ''আমরা নমাজ পডার সময় মঠে ঢপ্ ঢপ্ মৃদঙ্গ বাজায়। তাতে নমাজ পড়ায় অসুবিধা হচেছ''। আদ্ সাহেব এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করলেন - ''তুমি নমাজে কি বল'' ? তারা বাস্তবিক পক্ষে কসাই, নমাজের ধার ধারে না, তাই কিছু বলতে পারল না। তারপর মঠের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন - ''তোমরা ভোর থেকে কি কর'' ? মঠের লোক বললেন - ''আমরা সকালে আগে গুর্বষ্টক কীর্ত্তন করি।'' তখন আদ্ সাহেব শ্রী যতীন্দ্রকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন - ''তুমি ছেলে

মানুষ, সত্য কথা বল দেখি, মঠের লোকেরা গুর্বষ্টক গান করেন কি না ? শ্রী যতীন্দ্র বললেন - 'হাঁ, তাঁরা গুর্বষ্টক গান করেন ।' তারপর আদ্ সাহেব বললেন , " তারা মৃদঙ্গ বাজিয়ে যে গান করেন, তা গুর্বষ্টক বলে তুমি কি করে জানলে ?" শ্রী যতীন্দ্র বললেন - 'আমি গুর্বষ্টক মুখস্থ করেছি,' এই বলে গুর্বষ্টক গান করলেন । আদ্ সাহেব তাঁর মুখ থেকে গুর্বষ্টক শুনে খুব্ খুশী হয়ে লিখে দিলেন " এই্ মুসলিমরা নমাজ জানেনা । অকারণে মঠের লোকের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাচেছ্ । এরা নমাজ কখনও পড়েনা । তাই মঠে কীর্ত্তন হওয়াতে এদের বাধা হওয়ার কোন কারণ নেই ।"

মঠের সুরক্ষা তথা বিভিন্ন সেবা প্রতি শ্রী যতীন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল । শ্রী যতীন্দ্র মঠের জন্য সহরে ভিক্ষাও করতেন । শ্রী চিন্তামণি বাবু শ্রী যতীন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে মঠের উন্নতির জন্য অনেক যত্ন করেছিলেন । ১৯৬৮ সালে কটকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিধর্মী যবনেরা শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠকে উড়িয়ে দেবার জন্য আয়োজন করছিল । ঠাকুর শ্রী বিনোদরমণ জীউর ইচ্ছাক্রমে বাউঁশগলিতে তারা বোমা তৈরী করার সময় বিস্ফোরণ হল । শ্রীল প্রভু মঠের সুরক্ষার জন্য অগ্রণী হয়ে অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে মঠের আর কয়েকজন লোক নিয়ে গেটের কাছে পাহারা দিলেন । বিধর্মীরা মঠ আক্রমণ করার জন্য যখন এল, তখন শ্রীল প্রভু বজ্রনির্ঘোষে গর্জে উঠে বললেন - " আগে আমাকে মার, তারপর ঠাকুরের গায়ে হাত দিবে ।" তাঁর তেজোদ্দীপ্ত চেহারা দেখে যবনেরা ভয় পেয়ে গেল, আর আক্রমণ করার জন্য সাহস করল না । শ্রীল প্রভু কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে মঠে পুলিসের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে মঠ সুরক্ষিত হয়েছিল ।

- *প্রতিকূল থাকলে হরিভজনে সাবধানতা, চতুরতা বিশেষ আবশ্যক । বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শ্রী হরি বুদ্ধি দিবেন ।*
- *সরল ও নির্ভীক সেবা আদেশ, মাধ্যম বা নির্দেশের অপেক্ষা করে না । এর মধ্যে নির্মল প্রীতি থাকে ।*

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

আনুগত্যময় জীবন

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন আনুগত্যের আদর্শ মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ। শ্রী যতীন্দ্র শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যে মঠবাস তথা সমস্ত সেবা করতেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁকে স্নেহ ও অনুশাসনের মধ্যে লালন পালন করছিলেন। তিনি যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন কটক সহরে ঘুরতেন। একদিন দেবান বাজারের তাঁতীপাড়াতে একজন ভদ্রলোকের বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - " ঐ বাড়িটি কার ?" শ্রী যতীন্দ্র ঐ বাড়ির মালিকের নাম বলেদিলেন। ঐটি ছিল সন্ শেখরম (সনিয়া বাবু) তেলেঙ্গার বাড়ি। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, " তুমি তাঁকে কখনও হরিকথা বলেছ কি ? তাঁর ছেলে মেয়ে কয়জন ? তারা কি করে.....?" তিনি সে সকল কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তখন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বললেন, "কটকে যে যেখানে পাড়া বা গলিতে আছেন, সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অবস্থা ভাল করে বুঝবে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের পিয়ন। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্ধান না নিলে তাঁদের কাছে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী না বললে আমাদের চাকরী বরখাস্ত হয়ে যাবে।" এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, জীব-মঙ্গলের জন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কি রকম ব্যগ্র ছিলেন।

এক দিন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কোন একটি কথায় অযথায় গালি দিলেন। শ্রী যতীন্দ্র ভাবলেন তাঁর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বে তিনি কেনই বা গালি দিলেন ? তখন তাঁর ভিতর থেকে কে যেন বলল, "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম দোষ তোমার ভেতরে আছে, যেটা তুমি দেখতে পারছনা, অথচ তিনি বেশ দেখতে পাচ্ছেন। যদি তোমার দোষ না থাকত, তবে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছনা কেন ?" - এই বিচারে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি তাঁকে খুশী করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন,, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর মুখ থেকে প্রশংসা বাক্য কখনই শোনেননি। তবে প্রতিটি পদে তাঁর গভীর স্নেহ মমতা অনুভব করতেন। তিনি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দূত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগকে ডাকা, কোন সংবাদ দিবার জন্য তিনি শ্রী যতীন্দ্রকেই পাঠাতেন।

শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সান্নিধ্য লাভ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ । তিনি শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে এসে খড়ের ঘরে থাকতেন । তিনি মাঝে মাঝে পেটের যন্ত্রণা অনুভব করতেন । তবুও নিরন্তর শ্রীহরিকথা বলতেন । তিনি শ্রী যতীন্দ্রের সরলতা, সেবাপ্রাণতা, আনুগত্য দেখে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও অনেক উপদেশ দিতেন । শ্রী যতীন্দ্রও নিয়মিত তাঁকে না দেখে থাকতে পারতেন না । ১৬ই মার্চ্চ ১৯৩৩ সালে প্যারিমোহন একাডেমীতে শ্রী পুরী মহারাজের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন । শ্রী পুরী মহারাজ সেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন ।

এক দিন শ্রী যতীন্দ্র শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে বললেন, " শ্রী পুরী মহারাজ বলেছেন, আজ আমার সঙ্গে কটক সহরের মধ্যে ভিক্ষা করতে যাবেন ।" এ কথা শুনে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বললেন, "*শ্রী মহারাজ তোমার সঙ্গে যাবেন না, তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে ।*" শ্রী যতীন্দ্র বুঝতে পারলেন তাঁর বলাটা অমর্যাদাসূচক হয়েছে । সেদিন তিনি শ্রী পুরী মহারাজের সঙ্গে ভিক্ষায় গেলেন এবং ১২ টার সময় ফিরে আসলেন । তাঁর ভিক্ষা দ্রব্য কিছু চাল, একটা কুমড়া ও কিছু টাকা শ্রীল প্রভুপাদ খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন । অথচ তাঁর অন্য এক সন্ন্যাসী ২৫ খানা কাপড়, দু বস্তা আটা, দু বস্তা চাল, দু টিন তেল আবার অনেক গুলি টাকা ভিক্ষা এনে দিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ সেই ভিক্ষা দ্রব্য গ্রহণ না করে উক্ত সন্ন্যাসীকে রাগ করে বললেন, "আমি আপনাকে লোকপ্রতারণা করে ভিক্ষা করতে বলিনি । শ্রী পুরী মহারাজ হরিকথা বলে যেটুকু ভিক্ষা এনেছেন, তাতেই শ্রী মহাপ্রভুর সেবা হয়েছে ।"

শ্রী গুরুবৈষ্ণবগণ রুচিযুক্ত ব্যক্তির বাহ্য কর্মতৎপরতা বা ভ্রম - প্রমাদ ধরেন না ।
- শ্রী ভক্তিকুমুদ

দীক্ষা গ্রহণ

৮ই জুলাই, ১৯৩৩ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ কটকে শুভ বিজয় করেছিলেন । তখন ওড়িয়া বাজার বাউঁশগলিতে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের তৈরীর কাজ চলছিল । শ্রীল প্রভুপাদ বক্সিবাজার ক্যান্টনমেণ্ট রোড় ছকে মহানদী কূলে লালভিলা মাতা মঠের কাছে পুরাতন টেলিগ্রাফ্ অফিসে অবস্থান করছিলেন । তখন সেখানে সুপরিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্য শ্রী সুদর্শন সনাতন দাস । তিনি এক জন সুসাহিত্যিক ছিলেন । তাঁর অফিস ঘরে শ্রীল প্রভুপাদ এক সপ্তাহ থাকার সুবন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন । অফিসের উপরতালায় শ্রীল প্রভুপাদ থাকা কালে কে পায়খানা পরিষ্কার করবে - সে জন্য মেথর ব্যবস্থা হল । শ্রী যতীন্দ্র বললেন যখন শ্রীল প্রভুপাদ উপরে আছেন ; তখন অন্য লোক সেখানে গিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করাটা ঠিক হবে না, আমি নিজেই পরিষ্কার করে দিব । শ্রী যতীন্দ্র তৃতীয় দিন পায়খানা পরিষ্কার করে ঝাড়ু নিয়ে সিড়ি হতে নিচে নামার সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে দেখে ফেললেন । তার পর তিনি তাঁকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যেমন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর পায়খানা পরিষ্কার করে তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে পড়েছিলেন এবং পূর্বে বহুবার প্রত্যাখ্যান করে থাকলেও তাঁর এই সেবা দেখে শ্রী লোকনাথ গোস্বামী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কৃপা করে শিষ্য করেছিলেন ; শ্রী যতীন্দ্রও সেই রকম জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন । শ্রী যতীন্দ্র মস্তক মুণ্ডন পূর্বক মহানদীতে স্নান করে শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে সেই অফিস ঘরের উপর তলায় দীক্ষাগ্রহণ করলেন । শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রদান করে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বুঝিয়ে দিলেন-

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ।"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস - ২য় বিলাস, ৭ম সংখ্যা)

শ্রীল আচার্যদেব দীক্ষার বিধি অনুযায়ী যজ্ঞ ও সংস্কার কার্য করে শ্রীল প্রভুকে উপবীত প্রদান করেছিলেন । সেই দিনটি ছিল ১০ জুলাই-১৯৩৩

সাল । শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠেই দীক্ষার যজ্ঞাদি আনুষ্ঠানিক কার্য হয়েছিল । শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর দীক্ষানাম দিলেন শ্রী **যতিশেখর দাস** । সেই দিন থেকে তিনি ***শ্রী যতিশেখর ব্রহ্মচারী*** বা ***শ্রী যতিশেখর প্রভু*** নামে পরিচিত হলেন ।

২১ এপ্রিল, ১৯৩৪ তারিখে পুরী এসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী হরিদাস ঠাকুরের সমাধি সংলগ্ন সমুদ্র তীরস্থ 'লীলা কুটীর' তে অবস্থান করছিলেন । ২৮-৫-১৯৩৪ তারিখে শ্রী যতিশেখর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনের জন্য লীলা কুটীতে গিয়ে সেখানে শ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করলেন । লীলা কুটীরস্থ চৌতারায় উপস্থিত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রী বাসুদেব প্রভুর দ্বারা কীর্ত্তন করিয়ে শ্রবণ করতেন এবং শ্রী গৌরসুন্দরের লীলা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিরহ ব্যথিত হতেন । শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় বুঝে সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সেবা করতেন ।

পুরীর চটক পর্বতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী পুরুষোত্তম মঠ স্থাপন করলেন । শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিতে ব্যাসপূজা মহোৎসব হয়েছিল । পুরীর গজপতি রাজা শ্রী রামচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এমার মঠের মহন্তও এসেছিলেন । সেই সভায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল প্রভুকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে বললেন । শ্রীল প্রভু আলঙ্কারিক ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন লিখেছিলেন, সেই প্রবন্ধটি পাঠ করলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শুনে খুবই খুশী হলেন । গজপতি রাজা সেই প্রবন্ধটিকে খুব পছন্দ করেছিলেন এবং ঐটিকে শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা নির্দেশে সেই প্রবন্ধটি পরমার্থীতে ছাপানো হয়েছিল ।

প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা সংকীর্ত্তন ও নর্ত্তনের সঙ্গে সমান । শ্রবণকে প্রসঙ্গ বলা যায় । যা শ্রবণ করবো কাজে লাগানোকে পরিচর্যা বলা যায় । মানস সেবা থেকে সাক্ষাৎ সেবা বড় । ভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ পরিচর্যা শ্রীহরির কৃপায় পায় ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

শ্রী গৌরাশীর্বাদ পত্র প্রাপ্তি

১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসের ২১ তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রী গৌরাবির্ভাব বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীধাম প্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভু **'শ্রী ভক্তিকুমুদ'** উপাধি পেয়েছিলেন । সেই শ্রী গৌরাশীর্বাদ পত্র নিম্নে প্রদত্ত হল -

শ্রী যতিশেখর ব্রহ্মচারী সদ্‌গুণমণ্ডিতঃ
উৎকল গীর্নির্বন্ধ যঃ পরমার্থীতি বিশ্রুতম্
সেবতে পাক্ষিকপত্রং দাক্ষেণ পরিচালয়ন্
শ্রী গুরুগৌর পদাব্জ সমর্পিতাত্মনা সুধীঃ
ধাম প্রচারিণী সংসত্ সভোস্তস্মৈ সমর্প্যতে
'ভক্তিকুমুদ' ইত্যেতদুপনামাদ্য সাদরম্
গঙ্গা পূর্বতটস্থ শ্রী নবদ্বীপস্থলে পরে
শ্রী মায়াপুর ধামস্থ পুণ্য যোগপীঠোত্তমে
রসেক্ষু-বসু-শুভ্রাংশু শকাব্দে বিগতে শুভে
ফাল্গুন পূর্ণিমায়াং শ্রী গৌরাবির্ভাব বাসরে ॥

স্বা:- শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, সভাপতি
(গৌড়ীয়, ১৩ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা)

১৯৩৫ সালের ৩ ডিসেম্বরে শ্রীল প্রভুপাদ কটক শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে পদার্পণ করে কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন । একদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল প্রভুকে তাঁর ভজন গৃহে ডেকে কাগজ কলম নিয়ে আসতে বললেন । শ্রীল প্রভু কাগজ কলম ও দোয়াত নিয়ে আসলেন । শ্রীল প্রভুপাদ আরাম চৌকিতে বসেছিলেন । শ্রীল প্রভু নীচে বসলেন । তখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি লেখা বেরিয়েছিল যে 'ব্রহ্মচারীরা গৃহস্থ না হলে সন্ন্যাসী হতে পারবেন না' । এর সমালোচনা লিখতে শ্রীল প্রভুপাদ ডেকেছিলেন । তিনি বললেন যে যখনই জ্ঞান উদয় হবে, তখনই ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হতে পারবে । শ্রীল প্রভুপাদ বাংলাতে বলে যেতেন, আর শ্রীল প্রভু সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়াতে অনুবাদ করে লিখে

যেতেন । শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলার সময় তাঁর গৌরবর্ণ শ্রীঅঙ্গ রক্তিম হয়ে উঠত । লেখা শেষ হওয়ার পর শ্রীল প্রভু লেখাটি শ্রীল প্রভুপাদকে পড়িয়ে শোনালেন । শ্রীল প্রভুপাদ অবিকল অনুবাদ শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন । তিনি ঐ প্রবন্ধটিকে 'পরমার্থী'তে প্রকাশ করতে বললেন । প্রবন্ধটির নাম ছিল - **'মঠ ও আশ্রম'** । শ্রীল প্রভুপাদের অনেক লেখা পরমার্থীতে প্রকাশ পেয়েছে । শ্রীল প্রভুপাদ অশেষ কৃপা করে তাঁকে পরমার্থী বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়েছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপাদেশ ছিল - **"শ্রী গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা, অসম্মান যেখানে দেখবে, কঠোর ভাবে তার সমালোচনা করবে ; তথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখলে তুমি তার তীব্র সমালোচনা করবে ।"**

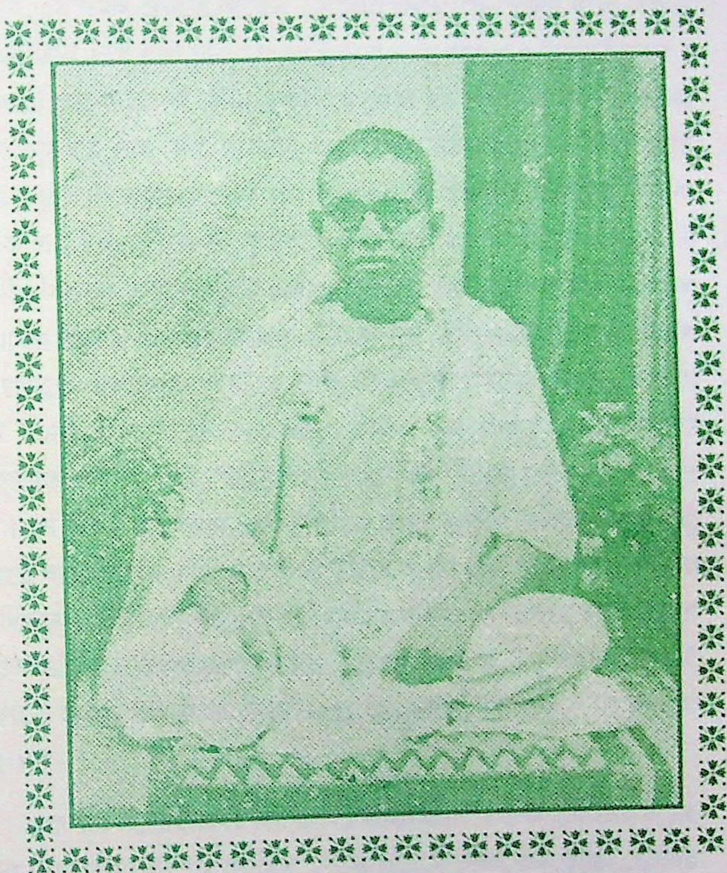
ব্রহ্মপুরের বিখ্যাত কবিরাজ মধুসূদন শর্মা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য ছিলেন । তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে হ্যাণ্ড মেসিন্ প্রেস সহ অক্ষর ও প্রেস সরঞ্জাম শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠকে দান করেছিলেন । ঐ প্রেস হতে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ থেকে চতুর্থ বর্ষ ব্যাসপূজা ১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হলেন । শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রেসের নাম **'পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস'** রেখেছিলেন । ঐ বছর শ্রীল প্রভুপাদ মার্চ্চ ২০ তারিখ হতে নভেম্বর ১০ পর্যন্ত শত দিন ব্যাপী মহোৎসব করেছিলেন । ১৪ ই নভেম্বর ১৯৩৬ সাল কার্ত্তিক মাসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্বতে অন্নকূট মহোৎসব প্রকট করে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর বিপ্রলম্ভ লীলা পুনঃ প্রকট করেছিলেন । ঐ মহোৎসবের জন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দেশে শ্রীল প্রভু কটক থেকে শ্রী মহাপ্রভুর প্রিয় সেবোপকরণ সমূহ নিয়ে গেছিলেন । তিনি শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা মহোৎসবে যোগ দিয়ে ফিরে আসার সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে চটক পর্বত কুটীরে 'Come here' বলে ডাকলেন । শ্রীল প্রভু যখন গেলেন, তখন তিনি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে শ্রী গোবর্দ্ধন পূজার প্রসাদ একটি গদাকৃতি বৃহৎ রসগোল্লা তাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন । শ্রীল প্রভুর স্বমুখোক্তি - ***"সে দিন শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁহার ইঙ্গিত অতি গূঢ়, এ জীবনে ভুলার নয় ।"***

১৯৩৬ ডিসেম্বর ৭ তারিখে শ্রী পুরুষোত্তম ধাম হতে বিদায় নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে পদার্পণ করলেন । সেখানে তিনি পৌষ মাসে ৩১ ড়িসেম্বর ১৯৩৬ সালে নিশান্তে অপ্রকট হলেন ।

শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী আচার্যদেবের আচার্যত্বে বিশ্রম্ভ সেবা

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটের পূর্বে শ্রী অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে তাঁর অধস্তন আচার্যরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করার আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যগণকে কৃপানির্দেশ দিয়ে গেছেন - ***"শ্রী রামগোপাল আস্যো বাসুদেবানন্ত দাস্যে থাকিয়া তো সদা লহ নাম"*** (গৌড়ীয় ১৮ খণ্ড ৮ম সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠা) । সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রী অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য রূপে অভিষিক্ত হলেন। এর পর তিনি শ্রীল আচার্যদেব নামে অভিহিত হলেন । গৌড়ীয় সংঘের সমস্ত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা পূর্বক তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেছিলেন । এর পর শ্রীল আচার্যদেব মিশনকে সংশোধন করতে শুরু করলেন । **'শ্রী ভক্তি সন্দর্ভ'** পাঠ করে অন্যাভিলাষীদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশা ধরিয়ে দিলেন । তাঁর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আচরণে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিরা অস্থির হয়ে পড়লেন । তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রী কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও তাঁর অনুগমনে বহু সন্যাসী গুরুগিরি করার জন্য মিশন থেকে পৃথক হয়ে গেলেন । এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের মঠের মালিকানা পাবার জন্য তাঁরা কোর্টে মোকদ্দমা করলেন ।

ঐ রকম বিবদমান পরিস্থিতিতে শ্রী নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রী গৌড়ীয় মঠের নবনির্বাচিত সেক্রেটারী হলেন । তাঁর চাকরি আরও দু বছর বাকি ছিল, কিন্তু তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন । শ্রীল প্রভু তাঁর কাছে কোলকাতায় ব্যক্তিগত সেবক (Personal Servitor) রূপে থাকলেন । গৌড়ীয় মঠের পূর্ব সেক্রেটারী শ্রী কুঞ্জবাবু (সন্ন্যাস নাম - শ্রী ভক্তিবিলাস তীর্থ) কোলকাতা



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী



গৌড়ীয় মঠকে নিজের দখলে আনার জন্য চক্রান্ত করলেন । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনগৃহে শ্রী যতিশেখর প্রভুকে রেখে বাইর থেকে তালা ফেলে দিতেন । তিনি ঘরের ভিতরে দরজার কাছে কান পেতে কুঞ্জবাবু তাঁর বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে মিশনের বিরুদ্ধে যে সব কুমন্ত্রণা করছিলেন, সে সমস্ত শুনতে থাকেন । সুযোগ দেখে যখন তালা খুলে দেওয়া হত, তখন তিনি এসে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দিতেন । এর ফলে শ্রী কুঞ্জবাবুর দল কোন্ দিন গিয়ে কোন মঠ দখল নিবেন, তা জানা যেত । তদনুসারে শ্রীল আচার্যদেবের অনুগতগণ আগের থেকে গিয়ে সেই মঠে কুঞ্জবাবুকে দখল না দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন । শ্রী অতুলানন্দ নামে এক জন ব্রহ্মচারীকে শ্রী কুঞ্জবাবু এলাহাবাদ মঠ অধিকার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু ঐ চক্রান্ত জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে জানিয়ে দিলেন । তৎক্ষণাৎ তিনি গয়া মঠরক্ষক শ্রীরূপ বিলাস প্রভুকে এলাহাবাদ পাঠিয়ে সেই মঠ দখলের জন্য মোকদ্দমা রুজু করলেন । এর ফলে বিরোধীদের চক্রান্ত বিফল হল । পরে এলাহাবাদ মঠ এদের হস্তগত হল । গৌড়ীয় মঠের বহু রেকর্ড পত্র শ্রী কুঞ্জবাবু লুকিয়ে রেখে ছিলেন । সে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড়পত্রের অভাবে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন । ঐ রেকর্ড়পত্র উদ্ধার করার জন্য তিনি শ্রীল প্রভুকে নির্দেশ দিলেন । শ্রীল প্রভু বহু কৌশলে সে সব দলিল কাগজপত্র গুলি উদ্ধার করে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে দিলেন । তখন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এই সমস্ত পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত তথা আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠলেন - "আমাকে বাঁচালে ।"

এক বার নন্দোৎসবের দিন একটি ঘটনা ঘটল । তখন গৌড়ীয় মঠের দু পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলছিল । শ্রীল প্রভু সে দিন কোলকাতা গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে গ্রন্থ পারায়ণ করছিলেন । সেই সময় কুঞ্জবাবুর তরফ থেকে পুলিস্ সার্জেণ্ট এসে তাঁকে বন্দুকের সঙ্গীন দেখিয়ে পাঠের আসন থেকে উঠে যেতে আদেশ দিল । তাঁকে পাঠের আসন থেকে উঠিয়ে কুঞ্জবাবুর দলকে দখল দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীল প্রভু পরম নির্ভীক ছিলেন । তিনি গ্রন্থ

থাকা পাঠের চৌকিটিকে দৃঢ় ভাবে ধরে সিংহহুঙ্কারে বললেন - ‘‘I cannot leave this place without the permission of the Secretary (আমি সেক্রেটারীর অনুমতি বিনা এই স্থান ছাড়তে পারব না) । তাঁর তেজস্বী মুখমণ্ডল ও ওজস্বিনী বাণীতে ভয়ভীত তথা নিরুপায় হয়ে পুলিস সার্জেণ্ট ফিরে গেলেন । কুঞ্জবাবুর দল দখল করতে পারল না । এ ঘটনা শুনে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীল আচার্যদেব খুব আনন্দিত হয়েছিলেন ।

এরূপ ভাবে শ্রীল প্রভু শ্রী গুরুবৈষ্ণবের অনেক বিশ্রম্ভ সেবা করেছেন । *শ্রী গুরুবৈষ্ণবের সেবা কি করে করতে হয় তিনি নিজে জীবনে আচরণ করে সংসাধক দিগের জন্য পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন ।*

পরিশেষে শ্রীল আচার্যদেবের বিরোধীরা প্রত্যেকটি মোকদ্দমায় হেরে গেলেন এবং সমস্ত মঠের মালিকানা শ্রীল আচার্যদেবই পেলেন । কিন্তু পরদুঃখ দুঃখী শ্রীল আচার্যদেব শ্রী কুঞ্জবাবু আদির মর্মান্তিক দুঃখ দেখে তাঁরা যে যে মঠ চাইলেন, তাঁ দিগকে তিনি সেই সব মঠ দিয়ে দিলেন ।

‘উপদেশক’ - উপাধি লাভ

১৯৩৭ সালে এপ্রিল মাসে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুর সেবাপ্রাণতা, জীবে দয়া তথা ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান অনুভব করে *‘উপদেশক’* উপাধি প্রদান করেছিলেন । যথা -

শ্রী শ্রী মায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রী শ্রী নবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ শ্রী শ্রী গৌরাশীর্বাদ পত্রম্

শ্রী যতিশেখরো নাম ব্রহ্মচারী সুবিশ্রুতঃ ।
উৎকলদেশ ভাষাজ্ঞো ‘পরমার্থী’ - সুসেবকঃ ॥
সচ্চিদানন্দ নাম্নস্তু মঠস্যৈকান্ত সেবকঃ ।
ধীরঃ সদ্‌গুণসংযুক্তো মৃদুর্বাগ্মী সদাশয়ঃ ॥
ধাম প্রচারিণী সংসৎ সর্ভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে ।
‘উপদেশক’ - ইত্যেষ উপাধিরদ্য সাগ্রহম্ ॥

পঞ্চেষু বেদ গৌরাব্দে ধাম্নি মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুন পূর্ণিমায়াং শ্রী গৌরাবির্ভাব বাসরে ॥
(গৌড়ীয় ১৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫৯৪, এপ্রিল ১৯৩৭)

শ্রী শ্রী গুরুবৈষ্ণবের কৃপানির্দেশ ক্রমে শ্রীল প্রভু ১৯৩৯ সালে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে **'ভক্তিশাস্ত্রী'** উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রচার কার্য

শ্রীল যতিশেখর প্রভু কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে থাকা কালে শ্রীল আচার্যদেব তাঁকে গৈরিক বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। এর আগে তিনি সাদা কাপড় পরতেন। এ যাবৎ তিনি প্রচারকার্যে যোগ দেননি। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ইং ১৯৩৮ সালে তাঁকে ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচারের ভার দিলেন। শ্রীল প্রভু রসুলকুণ্ডায়(ভঞ্জনগরে) হরিকথা প্রচারে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীপাদ ত্রিভুবনমোহন ব্রহ্মচারী। তিনি এক জন বলিষ্ঠ ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। দু জনকে মিশন কর্তৃপক্ষ দুটি ব্রিটিশ্ র‍্যালে সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। তখন গঞ্জাম জেলার রাস্তাগুলিও ভাল ছিল। তাঁরা রসুলকুণ্ডায় নদীর ধারে দোতালায় একটি প্রশস্ত হল পেয়েছিলেন। সেখানে একটি শিব মন্দির ছিল। সেখানে বহু ব্যক্তি প্রত্যহ আসতেন। শ্রীল আচার্যদেব ঐ প্রচার কেন্দ্রের নাম **'ব্রহ্মগৌড়ীয় শ্রবণ সদন'** রাখলেন। শ্রীল প্রভু ঐ প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচার আরম্ভ করে ঘুমুসর তালুকায় গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করলেন। ঐ বছর শ্রীল প্রভু রাজগোপাল সুবুদ্ধি নামে একজন যুবককে গৌড়ীয় মঠের শিষ্য করিয়েছিলেন। তিনি সে অঞ্চলের এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ভঞ্জনগরের টাউন হলে প্রতি বৃহস্পতিবারে সভা হত।

ক্রমে ক্রমে বহু কুমুটি -ব্যবসায়ী ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে হরিকথার দ্বারা আকৃষ্ট করে শ্রীল প্রভু তাঁদিগকে শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্য করিয়েছিলেন। সে অঞ্চলের শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি, শ্রী কৃষ্ণমূর্ত্তি সেনাপতি, শ্রী কামরাজ, শ্রী অগাধু মহান্তি প্রভৃতি শিষ্যগণ শ্রীল প্রভুকে প্রচার ক্ষেত্রে

বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ভঞ্জনগরকে কেন্দ্র করে বেলগুণ্ঠা, তনরড়া, বদাঙ্গি, গেলেরি, জগন্নাথ প্রসাদ, বোইরাণী, পুরুষোত্তমপুর ও আসিকা প্রভৃতি স্থান গুলিতে গৌড়ীয় মিশনের প্রচার ছড়িয়ে পড়ল। ফুলবাণী, বিশিপড়া প্রভৃতি স্থানেও শ্রীল প্রভু প্রচার করেছিলেন। সে অঞ্চলের বাঞ্ছানিধি সাহু নামে এক জন যুবকের অর্থানুকূল্যে শ্রীল প্রভুর রচিত দু খানা গ্রন্থ 'শ্রী গৌড়ীয় বাণী' ও **'শ্রী সচ্চিদানন্দ বাণী'** প্রকাশিত হলেন। তখন আসিকার শিক্ষক শ্রী ব্রজসুন্দর পাঢ়ী ও তাঁর বড় দাদা শ্রী রাধাকান্ত পাঢ়ী শ্রীল প্রভুর প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। উৎকল ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পরমার্থীর প্রচার প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুর প্রচার-বার্ত্তা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত।

১৯৩৮ মার্চ মাসে শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভু প্রতিটি গৌর লীলাস্থলীর মাহাত্ম্য সমাগত পরিক্রমা যাত্রীগণকে বুঝিয়ে দিতেন। ইং ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে কটক চাউলিয়াগঞ্জের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণে শ্রীল প্রভু অন্য কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে এল। তারপর সেখানে একটি ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার শেষের দিকে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী ডাক্তার শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সাহু মহোদয় '*সনাতনীদের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ মঠের পার্থক্য কোথায় ?*' - এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল প্রভু বলেছিলেন - "*তথাকথিত সনাতনীরা সনাতন ধর্মের সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা গুলিকে না বুঝে কেবল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দী ভাব পোষণ করায় উভয়ের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। বেদশাস্ত্রে মানব মাত্রকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে একটি বালিকা মাতা হওয়ার অধিকার লাভের পূর্বে যদি সন্তান প্রসব করে, এটা যেমন সমাজের জন্য অহিতকর; ঠিক সেই প্রকার শ্রী হরির ভক্ত হওয়ার আগে 'হরিজন' করে দিলে অপক্ক অবস্থা হেতু বিশৃঙ্খলা মাত্র সার হবে। জোর করে মন্দিরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে স্পর্শ করলেও পাথর, কাঠ মাত্র দর্শন হবে — এ রকম দাম্ভিকতা 'হরিজন' আচরণ নয়। শ্রী বিগ্রহকে স্পর্শ করলেও তিনি শতযোজন দূরে থাকবেন। মন্দির সংলগ্ন নাট্য মন্দিরে বসে সর্বসাধারণ যেমন শ্রী হরির শিক্ষা আলোচনা ও শ্রীবিগ্রহ*

দর্শন করার অধিকার পাচেছন, তা থেকে অস্পৃশ্যাদিগকে বঞ্চিত রাখা কখনও শাস্ত্র সঙ্গত নয় । নিজে আরচণ করে, শুদ্ধ হয়ে পতিত জাতিকে শ্রীহরিভক্তি শিক্ষা দিলে যবনকুল ও চণ্ডালকুল ধন্য হয় । শ্রী হরিদাস ঠাকুর ও গুহক চণ্ডাল আদি জগতকে ধন্য করেছিলেন । এঁরা সৎশিক্ষা পেয়ে শুদ্ধ হলে দীক্ষা গ্রহণ করে বিপ্রত্ব লাভ করার পর শ্রী বিগ্রহের পূজা করার অধিকার পাবেন - ইহা শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ শিক্ষা দিচেছন । ইহাই প্রকৃত বেদাদি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ।

(পরমার্থী ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩, ৪ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুর শ্রীমুখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং গৌড়ীয় মঠের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন ।

ইং ১৯৩৮ সালে মে মাসে শ্রীল প্রভু খলিকোট বোর্ড় হাইস্কুলের হেড় মাষ্টার শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাত্রের ব্রহ্মপুরস্থ গৃহে শ্রী চৈতন্য ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করেছিলেন । ঐ সভায় বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি, মহিলা ও ছাত্র যোগ দিয়েছিলেন । হরিজন সমস্যার উপর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে শ্রীল প্রভু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ব্রহ্মপুরের দৈনিক সংবাদপত্র 'আশা' য় ২৬-৫-৩৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল ।

১৪ জুন, ১৯৩৮-এ ব্রহ্মগিরি আলালনাথ (পুরী) শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবে শ্রীল প্রভু যোগদান করেছিলেন । ১৭ই জুলাই অপরাহ্নে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক অধিবেশনে *'কৃপা ও বঞ্চনা'* সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ।

১২ই নভেম্বর অপরাহ্নে রসুলকুণ্ডার স্থানীয় ট্রেনিং স্কুলের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে শ্রীল প্রভু **'প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে ধর্মশিক্ষা'**— বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । আবার রসুলকুণ্ডার বি.ডি. হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীল প্রভু সেখানে 'Enquiry after God in the student life' (ছাত্রজীবনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) বিষয়ে একটি গবেষণাত্মক ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান পূর্বক শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলার ব্রহ্মপুরে গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হল । ব্রহ্মপুরের বড়বাজার বার্কস্ মোটর ষ্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পাকা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল । তা গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কেন্দ্র হল। গৌড়ীয় মিশনের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে গঞ্জাম জেলায় প্রচার করতে আসতেন । শ্রীল প্রভু পুরুষোত্তমপুর, ছত্রপুর, আস্কা, টিকিলি প্রভৃতি স্থানে শ্রীল আচার্যদেবের বাণী প্রচার করেছিলেন । ঐ বৎসর মে মাসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ব্রহ্মপুরে পদার্পণ করে বিপুল ভাবে হরিকথা প্রচার করেছিলেন । ক্রমশঃ গঞ্জাম জেলায় তিন শতাধিক ব্যক্তি শ্রীল আচার্যদেবের থেকে শ্রী হরিনাম মালিকা ও দীক্ষা গ্রহণ করলেন । শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্যগণকে একত্রিত করে তাঁদের নিয়ে ব্রহ্মপুরের সত্যনারায়ণ মন্দিরের কাছে মেন্ রোড়ের উপর গৌড়ীয় মিশনের জন্য একটি জায়গা ক্রয় করিয়েছিলেন ।

ইং ১৯৩৯ সালে জুলাই মাসে শ্রীল প্রভু শ্রী গদাধর দাস ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বারিপদা রথযাত্রায় গিয়ে সেখানে শ্রীভাগবত বাণী প্রচার করেছিলেন।

শ্রী শ্রীল আচার্যদেব শ্রী অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ৭ ই জুলাই ১৯৩৯, শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমী শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব দিবসে গয়া ক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর সন্যাস নাম - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী । শ্রীল প্রভু অক্টোবর মাসে কোলকাতা গেলেন এবং সেখানে গিয়ে শ্রীল আচার্যদেবকে দর্শন করে তাঁর কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ করেছিলেন । শ্রীল আচার্যদেব ২৬ অক্টোবরে পুনরায় বৃন্দাবন চলে গেলেন ।

শ্রীল প্রভু ব্রহ্মপুরে প্রচার করার সময়ে পরমার্থী প্রকাশনের অসুবিধা হওয়ায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁর কাছে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন । পত্রে তাঁকে মধ্যে মধ্যে কটক সচ্চিদানন্দ মঠে এসে পরমার্থী প্রকাশ সম্বন্ধে দেখা শোনা করার জন্য কৃপা নির্দেশ দিয়েছিলেন । বাস্তবিক শ্রীল প্রভুর অনুপস্থিতিতে পরমার্থী কার্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দেশ

পেয়ে শ্রীল প্রভু মাঝে মাঝে এসে পরমার্থীর কাজ দেখা শোনা করলেন। তিনি শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশে কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে বারিপদায় গৌরবাণী প্রচারার্থে গমন করেছিলেন।

২৭ জুন ১৯৩৯ মঙ্গলবার শ্রী হরিবাসর তিথিতে সেখানে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের বাহুড়া যাত্রা উপলক্ষে বহু সজ্জন ও গৃহস্থ ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে শ্রীল প্রভু কটক সচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেছিলেন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে 'শ্রী হরিনাম চিন্তামণি' ও 'শ্রী চৈতন্য ভাগবত' ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। ১৬ই জুলাই রবিবার অপরাহ্নে শ্রীল প্রভু শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের নাট্য মন্দিরে বিরাট সভায় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আম্নায়ধারা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভু ব্রহ্মপুরে প্রচার উদ্দেশ্যে থাকা কালে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু কোলকাতা গৌড়ীয় মঠ থেকে ২৮-১০-৩৯ তারিখে পত্র দ্বারা জানিয়েছিলেন - '*তুমি কটক হতে ব্রহ্মপুর চলে যাওয়ায় তোমার অভাবে কটকে পরমার্থীর সেবা কার্যে অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইঁহা শ্রী অনিরুদ্ধ প্রভু জানিয়েছেন। তুমি পত্রিকা ও গ্রন্থগুলির প্রচার ও সম্পাদনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে - ইহাই প্রার্থনা। পরমার্থীর প্রবন্ধগৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য সর্ব প্রথম চেষ্টা আবশ্যক। প্রচারের জন্য পত্রিকা, ইহা স্মরণ রাখিলে প্রবন্ধাদি রচনা ও নির্বাচন উত্তম হইবে। প্রচার না করিলে আচরণ সম্ভব হইবে না, অর্থাৎ কীর্ত্তন মুখে সেবা চেষ্টা ও সম্পাদন সম্ভব; তৎ পূর্বে আত্মনিবেদন*'।

শ্রীল প্রভু পরমার্থীর জন্য যা লিখতেন, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সে সমস্ত পড়িয়ে শোনাতেন। তিনি সংশোধনাদি করে দিতেন। তিনি কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে থেকে যাওয়াতে শ্রীল প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ত কোলকাতা চলে গেলেন। আমি যে সব প্রবন্ধ লিখে ছাপাব, তাতে ভুল ত্রুটি যদি থেকে যায়!" শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু উত্তর দিলেন, কটক মঠে শ্রী গদাধর প্রভু আছেন, তাঁকে সব পড়িয়ে শোনাবে। তিনি ঠিক্

করে দিবেন। শ্রীল প্রভু তাঁর আদেশানুসারে শ্রী গদাধর প্রভুকে পড়িয়ে শোনালেন। তিনি কিছু বোঝেন না। পড়ার সময় ঘুমাতেন। তা দেখে শ্রীল প্রভু একথা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে জানালেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু উত্তরে লিখলেন - "*আমি বললাম-তুমি পড়ে যাবে। তিনি যদি ঘুমান, ঘুমাতে থাকুন। তোমার কাজ পড়ে যাওয়া। তিনি শুনলেন কি নাশুনলেন দেখবে না*"। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু জানতেন, শ্রী গদাধর প্রভু কিছু বোঝেন না। তথাপি তাঁর উপদেশ ছিল - ***সর্বদা আনুগত্য করা। আনুগত্যহীন হলে অসুবিধা আসবে। তিনি শ্রীল প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন***। শ্রীল প্রভু তাঁর শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দেশ শিরোধার্য করলেন। সমস্ত লেখা শ্রী গদাধর প্রভুকে পড়ে শোনাতে লাগলেন। শ্রী গদাধর প্রভু শুনতে শুনতে ঘুমের অভিনয় করলেও মাঝে মাঝেই হঠাৎ জেগে উঠে বলতেন - 'দাঁড়ান প্রভু, কি বললেন? এই স্থানে এই শব্দটি যোগ করুন'। শ্রীল প্রভু বিস্মিত হয়ে দেখতেন যে, সত্যই ঐ শব্দ সংযোগে বাক্যের অর্থ গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদের আর্বিভাব তিথির পরের দিন ইং ১৯৪০ সালে মাঘ মাসের কৃষ্ণ ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অপ্রকট হলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাজনের তিরোভাবে একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল, বিশেষ করে গৌড়ীয় মিশনে। সেদিন শ্রীল প্রভু রসুলকুণ্ডায় ছিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী অচিন্ত্য গোবিন্দ প্রভুও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঐ দারুণ সংবাদ পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখলেন। কটক এসে তাঁরা শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহোৎসবে যোগদান করে তাঁর অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তন করলেন। পরমার্থী ৭ম বর্ষ ২৩-২৪ সংখ্যা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধে ও 'বিরহে' শীর্ষক পদ্যে শ্রীল প্রভু তাঁর অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিরহে শ্রীল প্রভুর কাছে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় মঠ ব্যাঘ্রতুণ্ডের মতো লাগল। অন্তরে তাঁর বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল। তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন

এবং সংগোপনে কাঁদতে থাকলেন । তবুও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রাণপ্রিয় শ্রী গুরুবর্গের সেবা, শ্রী গুরু পীঠের সেবা, শ্রী পরমার্থীর সেবা প্রতি আদৌ অবহেলা প্রদর্শন না করে শ্রী গুরুবর্গের বাণী প্রচার সুষ্ঠুভাবে করতে থাকলেন । তিনি সেই ইং ১৯৪০ সালে বহু গঞ্জামবাসী ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় গিয়েছিলেন । শ্রী গৌরজয়ন্তীর পর আবার ব্রহ্মপুরে ফিরে এলেন ।

১৯৪০ সালে শ্রীল প্রভুর গৌরবাণী প্রচার প্রসঙ্গ ৮ম বর্ষ 'পরমার্থী' তে প্রকাশিত হয়েছে । ছত্রপুরে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে শ্রবণ করিয়েছিলেন । সেখানকার পুলিস এস.পি. শ্রী বি.মল্লিক মহোদয় আগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু গুণপুরবাসী ভক্তদের আহ্বানে সেখানে গিয়ে প্রথম দিন নগর সংকীর্ত্তন করলেন । শ্রীযুক্ত কিশোর চন্দ্র পরিছা মহোদয়ের উদ্যোগে মুন্সেফ কে.সি.দাসের সভাপতিত্বে শ্রীল প্রভু বিক্রম ক্লাবে **'আত্মধর্ম'** এবং **'নীতি ও পরমার্থ'** বিষয় আলোচনা করলেন । দেহ ও মনের গঠন, আত্মার সঙ্গে দেহ ও মনের সম্বন্ধ, দেশ সেবা বা জীব সেবার সঙ্গে বাস্তব মঙ্গলের সম্বন্ধ, পাপ পুণ্য ও সুকৃতি প্রভৃতির বিষয় সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । স্থানীয় ডাক্তার ও হেড় মাষ্টার কয়েকটি বিশেষ আবশ্যকীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন । প্রশ্নের শাস্ত্রীয় যুক্তিযুক্ত উত্তর পেয়ে তাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন । গুণপুরের জনৈক খ্যাতনামা ব্যক্তি শ্রীল প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন - "গৌড়ীয় মিশনের গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও মহামন্ত্রের অসংখ্যাত কীর্ত্তন অশাস্ত্রীয় নহে কি ?" - শ্রীল প্রভু ঐ প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদান করেছিলেন ।

এরপর শ্রীল প্রভু পারলাখেমুণ্ডিতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত থেকে বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় মঠের বাণী বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন । শ্রী দীনবন্ধু রাজগুরু মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তরে *"শ্রী চৈতন্য ধর্ম ওড়িশার অধঃপতনের কারণ নয়"* বলে একটি গবেষণামূলক ভাষণ প্রদান করেছিলেন । 'ওড়িয়া যুব সাহিত্যিক সমিতি'তে প্রথম দিন তিনি

'বিশ্ব ও আমি', আবার দ্বিতীয় দিন 'আত্মা ও পরমাত্মা' বিষয় সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পরিচছা মঠ, কটকীয়া সাহি ও পাত্র মঠ প্রভৃতি স্থানে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরা তথা যুবকগণ তাঁর প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন।

ইং ১৯৪০ সাল জুলাই ২১ তারিখে কটক সচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসবে শ্রীল প্রভু পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সভাপতিত্বে **'শ্রীমঠের স্বরূপ'** - বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। (পরামার্থী ৮/৮ সংখ্যা)

অগষ্ট মাসে শ্রীল প্রভু তাঁর প্রচার পার্টি সহ গঞ্জামে গিয়ে ব্রহ্মপুরবাসী একজন উকিলের ঘরে শ্রীল ভক্তি সুধাকর প্রভুর লিখিত ইংরাজীতে **'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'** গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার পর ফুলবাণী সহরের একটি বড় সভায় **'গৃহস্থ জীবনের কর্ত্তব্য'** বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তৎপর দিবস টীকাবালির এম্.ই. স্কুলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে আগ্রহপূর্বক শ্রবণ করেছিলেন।

১৯৪০ ডিসেম্বর ২৭ তারিখে বরগড় রাজসভায় রাজা সাহেব শ্রী শ্রী কিশোর চন্দ্র সিংহদেওর উপস্থিতিতে শ্রীল প্রভু শ্রী বিশ্বম্ভর দাস নামে একজন ব্যক্তির রচিত গৌড়ীয় সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ *'কুম্ভকেলি কৌমুদী'* নামক একটি পুস্তকের মতকে শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে খোল করতাল যোগে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করেছিলেন। রাজাসাহেব তথা অন্য বিদ্বদ্বর্গের নানা পূর্বপক্ষের শাস্ত্রীয় উত্তর তিনি প্রদান করেছিলেন। রাজাসাহেব অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজে সংকীর্ত্তন মণ্ডলীতে খোল করতাল যোগে মহামন্ত্র গান করেছিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা পরমার্থী ৮ম বর্ষ ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ইং ১৯৪১ সালে নন্দোৎসব তিথিতে সন্ধ্যার পর শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রবণ সদনে সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভু **'শ্রীগুরু ও শ্রীনন্দ'** বিষয়ে একটি

বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ২৭ অগষ্ট বুধবারে (গৌরষষ্ঠী) শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব তিথিতে কীর্ত্তনান্তে তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অঞ্জলি পাঠ মুখে শ্রীল আচার্যদেবের গুণমহিমা সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রতি শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কি রকম নির্মল হওয়া দরকার, তা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন।

অগষ্ট ৩০ তারিখ শনিবার শ্রী রাধাষ্টমী তিথিতে শ্রীল প্রভু দিবসব্যাপী শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর রেড়িওতে দেওয়া বক্তৃতা, শ্রী রাধারাণীর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু আদি যা বলেছেন; সে সমস্ত পাঠ ও পারায়ণ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসবের সন্ধ্যায় তিনি 'গৌড়ীয়' থেকে **'দশমূল নির্যাস'** প্রবন্ধ পাঠ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অক্টোবর ১৯ তারিখে শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে ব্রহ্মপুর থেকে পারলাখেমুণ্ডি গিয়ে সেখানকার কলেজের ছাত্রদের নিকট **'কলিযুগ ধর্ম'** সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেছিলেন। তৎপর দিবস রাত্রিতে গুণপুরে পৌঁছে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে হরিকথা কীর্ত্তন করেছিলেন। নিকটবর্ত্তী ঝুলি গ্রামে কেউ উচ্চ কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করায় শ্রীল প্রভু বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উচ্চ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রী ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সেবাসান্নিধ্য

ব্রহ্মপুরে প্রচারে থাকা কালে শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশে ইং ১৯৪১ সালে কোরাপুট ও গুণপুর তালুকায় শ্রীল প্রভু প্রচার আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গে একজন তেলগু ভক্ত শ্রী নরসিংহ গারু যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে প্রচারার্থে গুণপুরে আহ্বান করেছিলেন। শ্রীল সাগর মহারাজ একজন পরম বৈষ্ণব, সদাশিবের মত সাধু, সব সময় ভজন আবেশে থাকতেন। তিনি শ্রীল প্রভুর অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। ভগবৎ সেবায় সামান্য একটুও উদাসীনতা দেখলে সাবধান করে দিতেন।

তাঁর সঙ্গে ট্রেনে বসে যাওয়ার সময় শ্রীল প্রভু সীটে ঠেস দিয়ে বসে এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । তা দেখে শ্রীল মহারাজ শাসন ভঙ্গীতে বললেন - "তু স্ত্রী সঙ্গ করছ ?" শ্রীল প্রভু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তখন শ্রীল মহারাজ অমায়ায় বুঝিয়ে দিলেন - "তুমি ট্রেনে ঠেস দিয়ে বসে বেশ আরামে ঘুমাচ্ছ । এই আরামটা স্ত্রী সঙ্গের সঙ্গে সমান, সেবকের পক্ষে সব সময় জাগ্রত থাকা দরকার ।" তিনি যে কত মঙ্গলকামী, এর থেকে তা সহজেই অনুমেয় । শ্রীল মহারাজ গুণপুরে পৌঁছে সংকীর্ত্তন দ্বারা লোকজনকে মুগ্ধ করেছিলেন । তাঁর স্বভাবসুলভ নৃত্য দর্শন করে সকলে আকৃষ্ট হলেন গুণপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রী শশীভূষণ বেবর্ত্তা তাঁর একটি পাকা ঘর শ্রী গৌড়ীয় মিশন অফিসের জন্য দিলেন । সেখানে পাঠ কীর্ত্তনাদি চলল । তাঁর প্রচারে প্রভাবিত হয়ে পার্বতীপুরের শ্রী নরসিংহ সাহু (ব্রাহ্মণ), সস্ত্রীক শ্রী সূর্যনারায়ণ পণ্ডা, সস্ত্রীক শ্রী আদিনারায়ণ পট্টনায়ক প্রভৃতি সজ্জন বৃন্দ শ্রীল আচার্যদেবের কাছ থেকে শ্রী হরিনামের মালা গ্রহণ করলেন । শ্রীল সাগর মহারাজের ভাব-বিহ্বল কীর্ত্তনে মুগ্ধ হয়ে গুণপুর, জগন্নাথপুর, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট জনগণ শিষ্য হলেন । শ্রীল প্রভু শ্রী নরসিংহ সাহুর সহায়তায় পার্বতীপুর, রায়গড়া প্রভৃতি স্থানে সভা সমিতি করলেন । শ্রীল সাগর মহারাজের সঙ্গে শ্রীল প্রভু অনেক দিন গঞ্জাম অঞ্চলে প্রচারে ছিলেন । তিনি শ্রীল সাগর মহারাজের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা লাভ করে তাঁকে সর্বতোভাবে আনন্দ প্রদান করেছিলেন । শ্রীল সাগর মহারাজও তাঁকে অত্যন্ত কৃপা করে ভজনের বহু নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন ।

বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জে প্রচার

শ্রীল প্রভু ১৯৪২ ফেব্রুয়ারী ১ তারিখে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের সেবক বৃন্দকে নিয়ে বালেশ্বরের অমর্দ্দা মাইনর স্কুলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত 'আত্ম ধর্ম' বিষয়ে অতি সহজ ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। পারুলিয়ার পরম বৈষ্ণব শ্রী রামচন্দ্র প্রভু তাঁকে অনেক সহায়তা করেছিলেন। তার পর ময়ূরভঞ্জের কুআঁমরা, হরিপুর, বড়ামপুর, কানপুর, সরিষা পাটপুর

আদি জায়গায় প্রচার করে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করেছিলেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নানা পরিপ্রশ্ন করে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শাস্ত্রীয় উত্তর শ্রবণ করে মঙ্গল লাভ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভু ১৯৪২ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রী রামচন্দ্র প্রভু (পারুলিয়া) শ্রী যোগযোগেশ্বর প্রভু এবং বস্তা অঞ্চলের শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের আশ্রিত কয়েক জন শিষ্যকে সঙ্গে করে মছদা গ্রামস্থ এই অধমের কুটীরে শুভ বিজয় করলেন। এই গ্রামে তাঁরা হরিকথা প্রচার করলেন। পরের দিন কাছাকাছি ৩/৪ টি গ্রামে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন হয়েছিল। তখন এ অঞ্চলের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ওড়িয়া 'পরমার্থী' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন।

এর পর শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব মহোৎসব বস্তা গ্রামে শ্রী হরিপণ্ডিতের বাসভবন 'ভক্তি কুটীরে' হয়েছিল। ঐ উৎসবে শ্রীল প্রভু যোগ দিয়ে ময়ূরভঞ্জ, কুআঁমরা ও পুরুণা বারিপদায় প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে গেলেন।

ঢাকায় প্রচার

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে ভজনে নিবিষ্ট হলেন। শ্রীল প্রভু দক্ষিণ ভারতে প্রচার শেষ করে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হলেন। সেখানে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ অবস্থান করছিলেন। শ্রীল প্রভু শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের সঙ্গে শ্রী উর্জ্জব্রত কালে ঢাকায় প্রচারার্থে গমন করলেন। গোয়ালানন্দ ষ্টিমারে বসে বিরাট পদ্মাবতী নদী পার হয়ে নারায়ণগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছে সেখানে কিছু দিন অবস্থান করলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। পূর্ব বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ পড়েছিল। ধন সম্পত্তি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও লোকেরা খেতে না পেয়ে অকালমৃত্যু বরণ করছিল। মৃত ব্যক্তি দিগকে সরকারের তরফ থেকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হত, তার সঙ্গে আবার মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও আগুনে ফেলে দেওয়া হত। ঢাকার নবাবপুরে থাকা 'মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভু উর্জ্জব্রত

(কার্ত্তিকব্রত) পালন করলেন । শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্য শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নেতৃত্বে ঢাকা নগরীর মঠকে কেন্দ্র করে বিপুল প্রচার হচ্ছিল । মঠে খাওয়ার কিছু অভাব ছিল না । দিনের বেলা অন্ন ও রাত্রিতে রুটির সঙ্গে ঢাকার প্রসিদ্ধ ওল ও চুইঁ ডাঁটার রসা শ্রীল প্রভুর খুব প্রিয় ছিল ।

ঢাকাতে শ্রীল প্রভুপাদের অতি অন্তরঙ্গ তথা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' (বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত পারমার্থিক পত্রিকা) এর সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বাড়িতে শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের সঙ্গে শ্রীল প্রভু গিয়েছিলেন । তাঁর আতিথ্যের আদর্শ দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন । তিনি সমাগত বৈষ্ণববৃন্দের মন বুঝে যে যা ভাল বাসেন, সমস্ত প্রকার প্রসাদ প্রস্তুত করেছিলেন ।

শ্রীল প্রভু বঙ্গদেশে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচার করেছিলেন । তিনি ময়মনসিংহ সহরে গিয়ে শ্রী গৌড়ীয় মঠে থাকলেন । জগন্নাথ কলেজে শ্রীল প্রভু ওড়িয়া ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন । শ্রোতাগণ পূর্ব বঙ্গের লোক হলেও তাঁর ভাষণ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন । শ্রীল প্রভু সেখানে প্রত্যহ ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করতেন । নদীটি খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু প্রবল স্রোতস্বিনী ও গভীর । সকাল বেলা জলের স্রোতে প্রচুর কমলা লেবু ভেসে আসত । ভৈরব সহর মেঘনা নদীর কূলে অবস্থিত । ভৈরব বাজার থেকে নৌকা যোগে আসাম নিকটবর্ত্তী সুনামগঞ্জে শ্রীল প্রভু গিয়েছিলেন । সেখানে প্রায় পনর দিন প্রচার হয়েছিল, অনেক লোক আকৃষ্ট হয়েছিলেন । সেখানে কয়েক জন ওড়িয়া লোক মন্দির আদিতে পূজারীর কাজ করছিলেন । তাঁরা শ্রীল প্রভুকে খুব আদর করলেন ও হরিকথা শ্রবণ করলেন । তৎপরে শ্রীল প্রভু ঢাকায় ফিরে এলেন । ঢাকায় কার্ত্তিক মাসে থাকা কালে শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজ তাঁকে সেবা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন । তাঁর উপদেশ গুলি direct ছিল । তিনি শ্রীল প্রভুকে সেবাকার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করলেন ।

একবার শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজ তাঁকে বললেন - ''দুপুর বারটার

সময়ে মঠে ফিরে না এসে তুমি আর এক ঘণ্টা অধিক সময় হরিকথা প্রচার করবে।" তখন শ্রীল প্রভু তাঁকে বললেন - "এ মঠে ত আমি নূতন। ১২ টার মধ্যে ফিরে না এলে কে আমার জন্য প্রসাদ রাখবে?" তখন শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ বললেন, *"তোমার জন্য আমি প্রসাদ রাখব। তোমার হরিকথায় অনেক লোক আকৃষ্ট হচেছন। তাই তুমি অধিক এক ঘণ্টা প্রচার কর।"* সত্যি সত্যি শ্রীল প্রভু দেরীতে ফিরার সময়ে শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ তাঁর জন্য প্রসাদ রেখে, জেগে থাকতেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ভৈরব, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এক মাস ব্যাপী হরিকথা প্রচার করার পর পদ্মানদী পার হয়ে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীকুঞ্জ কুটীর মঠে কিছু দিন থাকলেন। তখন সেখানে শ্রী নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন - ***"সব সময় খেয়াল রাখবে, যে কাজ করলে শ্রী গুরুবর্গ সন্তুষ্ট হবেন; সে রকম কাজ করবে।"*** ঐ কথাটি জেনে থাকলেও তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ে অধিক দাগ পড়েছিল। কৃষ্ণনগর থেকে তিনি কোলকাতা ফিরে এলেন। তখন কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ কবিভূষণ প্রভু মঠরক্ষক ছিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ও দায়িত্বসম্পন্ন সেবক ছিলেন। তিনি প্রত্যেক দিন প্রভাতে শ্রী চৈতন্য ভাগবত অতি সুমধুর স্বরে পাঠ করতেন। তাঁর পাঠ শুনে শ্রীল প্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভু সেখান থেকে দক্ষিণ ওড়িশায় প্রচারে গিয়েছিলেন। গঞ্জাম, ব্রহ্মপুর, রসুলকুণ্ডা আদি অঞ্চলে কিছু দিন প্রচার করার পর পুরী গেলেন।

এরপর শ্রীল আচার্যদেব শ্রী ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শুরু করলেন। শ্রীধাম মায়াপুরে এক এক দল ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ অবস্থান করে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রী ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শ্রবণ করছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষ পড়েছিল। নবদ্বীপে চালের দর আশাতীত ভাবে বেড়ে গেল। নবদ্বীপে চাল দুর্মূল্য হওয়াতে শ্রীল আচার্যদেবের আদেশে ও শ্রীল তীর্থ মহারাজের নির্দেশে শ্রীল প্রভু ১৯৪৩ মার্চ্চ মাসে পুরী থেকে টাকায় সাত সের করে চাল কিনে মাল গাড়িতে পাঠালেন। নবদ্বীপ স্টেশনে চাল বস্তা সব পৌঁছলে লুট হওয়ার আশঙ্কা দেখে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীধাম মায়াপুরে চাল নেবার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীল প্রভু ১০০ বস্তা চাল পাঠিয়ে ১০০ জন যাত্রী যাচেছন বলে টেলিগ্রাম করলেন । শ্রী নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশে বহুসতর্কতার সঙ্গে মঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ শিষ্য মিলে ঐ চাল বস্তা গুলি গরুর গাড়িতে স্টেশন থেকে মঠে আনার সময় পাহারা দিয়ে নিয়ে আসলেন। এ দীন লেখকও একটি লাঠি হাতে নিয়ে গরুর গাড়ির কাছে কাছে চলছিল।

শ্রীল প্রভু মায়াপুরে এসে এক মাস থেকে শ্রী ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেন । ঐ বছর শ্রীল আচার্যদেব বহু ব্যক্তিকে তাদের শ্রদ্ধা পরীক্ষা করার জন্য শ্রী হরিনাম মালা না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । শত শত ব্যক্তি মুণ্ডিত মস্তক হয়ে শ্রী হরিনাম মালা পাওয়ার আশায় প্রতীক্ষা করেও পাননি। কিন্তু শ্রীল সাগর মহারাজ ও শ্রীল প্রভুর সমর্থিত শ্রদ্ধালু ভক্তকে শ্রীল আচার্যদেব বিচার না করে শ্রী হরিনাম মালা দিচিছলেন । শ্রীল প্রভু মায়াপুর থেকে ফিরে উত্তর বালেশ্বর ও বস্তা অঞ্চলে কিছু দিন প্রচার করেছিলেন । তার পর সেখান থেকে পুরী গেলেন ।

সিদ্ধ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সেবা সান্নিধ্য

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা নির্দেশে শ্রীল প্রভু ১৯৪৩ সাল জুলাই মাসে অবধূতবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অনুগমন করেছিলেন । তাঁর সঙ্গে তিনি পুরী থেকে জগন্নাথ সড়ক দিয়ে বালেশ্বর হয়ে খড়গপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন । শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের হস্তে ধারণ করে থাকা গোপালের সঙ্গে তাঁর দিবারাত্র আলাপ চলছিল । ইহা শুনবার সৌভাগ্য শ্রীল প্রভুর হয়েছিল । শ্রীল বাবাজী মহারাজ সমুদ্র ধারে বসে সমুদ্র ঢেউ কে 'আয় আয়' বলে ডাকতেন । ঢেউ উপরে উঠে আসলে তিনি সমুদ্র জলে তাঁর গোপালকে স্নান করিয়েছিলেন । কিছু দিন তিনি পুরী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিম দ্বারে অবস্থান করলেন । পুরী শ্রী পুরুষোত্তম মঠ হতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী সংকীর্ত্তন মণ্ডলী নিয়ে যখন শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে

পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, "ঢপ ঢপ করে খোল ফাটে, বুক ফাটে না।" পুরী থেকে খড়গপুর যাওয়া রাস্তায় কটক কাঠযোড়ি নদীর বড় বুরুজের কাছে ও খাননগরের শ্মশানে থেকে ঐ স্থানকে নন্দগ্রাম ভেবেছিলেন। কাঠযোড়ি নদীর পোলের উপর রেলগাড়ি চলছিল। তখন ঐ রেলগাড়ি দেখে তিনি শ্রী রাসমণ্ডলের গান গেয়েছিলেন - "কি কল করেছে রাই কিশোরী।" এই বলে গান গেয়ে প্রেমে বিভোর হয়ে গেছিলেন। কটক সহরের মধ্যে এক জন ধনী লোকের বাগান দেখে বললেন, "*ফুল আছে, ফল আছে; কিন্তু বংশীর নাকে গন্ধ বাজে না।*" শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে মহানদী পার হয়েছিলেন, সেই 'গৌরগড়া'(গড়গড়িয়া) ঘাটে শ্রীল মহারাজ তিন দিন অবস্থান করার পর জোব্রা ঘাটে মহানদী পার হয়ে চৌদ্বারে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে গোপালকে একটা সাপ দেখাবেন বলে আগের থেকে বলেছিলেন। সত্যি সত্যি তাঁর তাঁবুর মধ্যে পীত বর্ণের একটা সাপ দেখা গেল। তখন তিনি গোপালকে বললেন, "অনন্তদেব এসেছেন, দেখ্ দেখ্।" সেখান থেকে গিয়ে মূলাপাল ঘাটে মঞ্জরীপুর রোড় নিকটে বৈতরণী নদী কূলে অবস্থান করলেন। সেখানে কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক শ্রীল বাবাজী মহারাজকে নিঃশব্দে দর্শন করে চলে গেলেন। এটি দর্শন করে শ্রীল প্রভু খুব আশ্চর্য হলেন। পরের দিন সকালে অনুসন্ধান করে নিকটবর্ত্তী পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন ঘর বা গ্রামের অবস্থিতি না দেখে দেব স্ত্রীগণই শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে এসেছিলেন বলে পরে জানতে পারলেন। তাঁদের সঙ্গে কোন পুরুষ ছিলেন না, তাঁরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা করতেন না। বালেশ্বর স্টেশনের নিকট শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রী গোপালের সঙ্গে অনেক আলাপ করেছিলেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী নামে একজন ব্রাহ্মণ (নরোত্তম ধারার বৈষ্ণব) কে স্বপ্নাদেশ করে তাঁর দ্বারা গভীর রাত্রে বালেশ্বর বাজার থেকে আম আনালেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই আম গোপালকে ভোগ লাগালেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ খড়গপুর স্টেশনে শ্রী গোপাল কে "চোর দেখবি চোর দেখবি" - বললেন। সত্যি সত্যিই সে রাত্রে চোরের দল এসে

রেল ওয়াগন থেকে কেরোসিন টিন চুরি করে নিল। সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভু ঐ সব ঘটনা দেখে অনুভব করলেন যে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ত্রিকালদর্শী সাধু, তিনি আগের থেকে সব জানতে পারতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সাক্ষাতে কাউকে কোন কিছু কথা বলেন না। সেই দিন শ্রীল প্রভু প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে গোপালকে বললেন, "*সমুদ্র কূলে একটি গাছ জলে পড়ে, আবার কূলে পড়ে। নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করায় ও বলল, আমি ঐ রকম বালু নিয়ে সমুদ্রে বাঁধ বাঁধব।*" ঐ কথার রহস্য পরে শ্রীল আচার্যদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এর রহস্য বললেন - "*জীব সাধন করে কৃষ্ণকে পেতে পারে না। কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম্।*" শ্রীল প্রভু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে আর্ত্তি সহকারে 'কি করবেন' বলে প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন - "**যদি কিছু না করতে পার, তবে দিনান্তে আর্ত্তি পূর্বক একবার শ্রী হরিকে ডাক।**" শ্রীল প্রভু শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবনী প্রকাশ করেছেন। তাতে তাঁর লীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রী ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শ্রবণ

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীল প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে গেলেন। তিনি কার্ত্তিক মাসে অবস্থান করে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের ভক্তি সন্দর্ভ ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা নির্দেশে ইং ১৯৪৪ সালের প্রারম্ভে আবার দক্ষিণ ওড়িশায় প্রচার করে শ্রীল প্রভু রায়গড়া, পার্বতীপুর, ডেরাঙ্গি আদি স্থানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্য করিয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সঙ্গে তিনি অবস্থান করছিলেন। ১৯৪৪ সাল মার্চ্চ মাসে শ্রী গৌরজয়ন্তী উৎসবে যোগ দানের জন্য দক্ষিণ ওড়িশার বহু ভক্ত গিয়েছিলেন। ট্রেনে যাওয়ার সময় জগন্নাথপুরের শ্রীমতী অহল্যা চৌধুরী নামে এক জন শ্রদ্ধালু মহিলা সকলের সমক্ষে খুব ভক্তিতে শ্রীল সাগর মহারাজের পাদ সম্বাহন করলেন। শ্রীল প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছে ঐ কথা শ্রীল আচার্যদেবকে বললেন। সে বছর পরিক্রমার সময় হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে কেবল ঐ

হিলা শ্রীমতী অহল্যা চৌধুরীকেই শ্রীল আচার্যদেব হরিনাম প্রদান করেছিলেন ।

ঐ ইং ১৯৪৪ সালে শ্রী কূর্মদেবকে দর্শন করার জন্য শ্রীল প্রভু কূর্মাচলে গেলেন । সেখানে তিনি শ্রী কূর্মদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করলেন । শ্রী জন্মাষ্টমীর সময় কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে এলেন । সেখান থেকে শ্রীল প্রভু বালেশ্বর মছদাস্থিত আমাদের বাড়িতে শ্রী রাধাষ্টমী তিথিতে এসে পৌঁছলেন। কিছু দিন অবস্থান করে ভজনের বহু নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ আলোচনা করলেন । গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ, পরমার্থী প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকা তথা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকদের কাছথেকে যে সব কথা শুনতে পাইনি, সে সমস্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সুগভীর রহস্য শ্রীল প্রভুর কাছথেকে শ্রবণের সৌভাগ্য হল । বিধিমার্গের চেয়ে রাগমার্গের ভজন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কৃপাপূর্বক সরল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন । তিনি এ অধম পতিতকে প্রচুর কৃপা করলেন । তখন সুবর্ণরেখায় ভীষণ বন্যা হয়েছিল । বন্যা জলে এ অঞ্চলের সমস্ত রাস্তা, বহু স্থান ডুবে গিয়েছিল । শ্রী রাধাষ্টমীর পরের দিন সেই বন্যাজলের মধ্যে আমাকে নিয়ে পারুলিয়া গেলেন । শ্রীল প্রভু সেখানে দু'দিন অবস্থান করে আবার গুণপুরে গেলেন । গুণপুরে কিছু দিন প্রচার করে ১৯৪৪ সাল অক্টোবর মাসে মায়াপুরে উর্জ্জব্রত পালন করলেন । তখন শ্রীল আচার্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে এসে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করতেন । শ্রীল প্রভু ৩-১১-৪৪ তারিখে গঞ্জামবাসী বহু ভক্তের সঙ্গে নবদ্বীপ হতে ফিরে এলেন । তিনি গঞ্জামে প্রচার করে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে ১৯৪৫ সাল জানুয়ারীতে পৌঁছলেন। সেখানে শ্রী ভক্তিসৌরভ ভববন্ধছিদ্ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুকে শ্রী পঞ্চমী তিথির পূর্বে মামগাছিতে পাঠালেন । তখন তিনি অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে শ্রীল প্রভুকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে দু মাস থেকে ভজন করেছিলেন । সেই সময় শ্রীল আচার্যদেব শ্রী ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের দ্বারা মামগাছিস্থিত শ্রী সারঙ্গ মুরারি ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রী রাধামদনগোপাল বিগ্রহকে এনে সেবা করার পরিকল্পনা করলেন । শ্রীল সাগর মহারাজ তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য মিশন থেকে পৃথক হয়ে গেলেন ।

শ্রীল প্রভু দেখলেন তাঁর প্রিয় সাধুগণের অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রী ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আদির সাহচর্য মিশনে পাওয়া যাবে না। সাধুর Guidance বিনা মঠ বাস বিপজ্জনক। এ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব বৃন্দাবনে বাস করছেন। তাঁর প্রিয় জনগ অনুপস্থিতিতে শ্রী গৌড়ীয় মঠ তাঁকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ন্যায় "রাধাকু ব্যাঘ্র তুণ্ডং" মতো মনে হল। গৌড়ীয় মঠ খুব্ শুন্যবোধ হল ।

এ সম্বন্ধে এ অধমের নিকট পত্রে লিখেছিলেন - "*একে এ শাসক শুভানুধ্যায়ী নিজজনগণ অপ্রকটলীলা অথবা প্রকটে অপ্রকট লী প্রকাশ করে আত্মগ্লানির অবসর দিচ্ছেন। অভিনিবেশকে প্রবল কর জন্য এ লীলা। আমাদের অভিনিবেশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে তাঁ নিত্য শ্রীঅঙ্গ সেবায় মিলন লাভ করুক - ইহাই তাঁদের শ্রীচরণ কম প্রার্থনা।*"

শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর আনুগত্য

তখন কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্র ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বা প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট বাণীপ্রচারক শ্রী ব্যাসের করুণাবতার স্বরূপ শুদ্ধভা সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অখিল শাস্ত্রবেত্তা ও চিন্ময় অনুভূতি সম্প পরম বৈষ্ণব। তিনি পরবিদ্যাবধূ শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর জীবন স্বরূপ শু ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। স্বরূপ রূপানুগ বর্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসুন্দরানন্দ প্রভুর উপর 'গৌড়ীয়ে'র সেবাভার দিয়ে নিশ্চি ছিলেন এবং তাঁর নিত্য নবনবায়মান ভাবে শ্রী গুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনে তিনি খুব আনন্দিত হচ্ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের তথা তদভিন্ন তাঁর অধস্ত শ্রীল আচার্যদেবের চিন্ময়বাণী শ্রবণ করে তাঁর মনোগত ভাব বুঝে সঠিক সেই ভাবেই ভাষা দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়ে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর যোগ্যতা অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। 'শ্রী ব্যাস বিস্তাবিবে পাছে' - এই শাস্ত্র বাণীর সার্থকতা তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়েছিল।



শ্রী শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

দক্ষিণে - শ্রীল আচার্যদেব

বামে - শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু

শ্রীল আচার্যদেবের অপ্রাকৃত গুণ মহিমা অশেষ বিশেষ ভাবে গান করে এবং তাঁর জগৎ বঞ্চনাময়ী লীলার নিগূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করে তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন ।

শ্রী শ্রীল আচার্যদেব শ্রী সুন্দরানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলেছেন - '*অনেকে গৌড়ীয় প্রবন্ধের সামঞ্জস্য তথা গূঢ় মর্ম বুঝতে না পেরে মৎসরতা - বুদ্ধিতে অপরাধ করে থাকেন । সে জন্য বলছি - "সুন্দরানন্দের প্রসাদে গৌড়ীয় জান । যে সুন্দরকে মানে না ; সে কুৎসিত, অসুন্দর, সে অসতী ।*"

তিনি শ্রীল প্রভুর অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকটের পর তদভিন্নহৃদয় শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীল প্রভুর বিরহব্যথিত হৃদয়ের তাপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছিল । শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁকে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়েছিলেন । তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলার নিগূঢ় তাৎপর্য শ্রবণ করে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন । শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁকে তৎকালীন মঠবাস থেকে বিবাহ করে গৃহস্থ জীবন যাপন করা শ্রেয়স্কর বলে বললেন । তাঁর কৃপানির্দেশ ধারণ পূর্বক শ্রীল প্রভু ত্যাগী জীবন ছেড়ে গৃহস্থ হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ।

- ♦ *অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ*
  নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ।
- ● *প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ*
  মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ।

- শ্রী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

- ♦ *আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত, বিষয় সমূহ সকলি মাধব ।*
- ● *শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল । বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥*

- শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

তৃতীয় তরঙ্গ

মঠবাস ত্যাগ

শ্রীল প্রভু শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর কাছ থেকে অনুমতি তথা কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে ইং ১৯৪৫ সাল ফেব্রুয়ারী মাসে মঠবাস ছেড়ে ওড়িশার রেমুণায় এলেন। রেমুণার রুদ্রপুরের শ্রী কিণুরাম ত্রিপাঠী শ্রীল প্রভুকে তাঁর অবস্থানের জন্য ঘরের বাহির দিকে একটি ছোট কুটীর দিলেন। সেই ছোট কুটীরে শ্রীল প্রভু থাকলেন। এক দিন রান্না করে তিন দিন খেতেন। ঐ সময় শ্রীল আচার্যদেবের কৃপানির্দেশ ক্রমে শ্রী রঘুনাথ মহাপাত্রের প্রেরণায় রেমুণা গ্রামের শ্রী রসানন্দ চৌধুরী তাঁর গৃহের পূজিত শ্রী জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা বিগ্রহ সহ ঠাকুর ঘর, মহাদেব মন্দির, 'গোড়ি' পুকুর সমেত একটি বিস্তীর্ণ জায়গা মঠের জন্য দান করলেন। সেখানে অনেক বাঁশ বন ছিল। গৌড়ীয় মিশনের এক জন বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু শ্রী ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী মঠের পুকুরের ধারে নিজে একটা কুটীর তৈরি করলেন। ঐ মঠের নাম শ্রীল আচার্যদেব **'শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ'** রাখলেন। মঠের কাছে শ্রী বৃন্দাবন দাস নামে একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, যিনি বাহ্য দৃষ্টিতে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাঁর হরিকথায় আকৃষ্ট হয়ে ময়ূরভঞ্জের বহু ভক্ত ঐ মঠকে জমি জায়গা তথা অর্থাদি দান করে অনেক সেবা করেছিলেন। শ্রী বৃন্দাবন দাস প্রভু শ্রীল প্রভুর গুরুভ্রাতা ছিলেন। তিনি খুব হরিকথাপ্রিয় ছিলেন। মঠ থেকে চলে আসার পর তাঁর সঙ্গে হরি কথা আলোচনা করে শ্রীল প্রভু রেমুণায় বিশেষ আনন্দলাভ করতেন। তখন শ্রীল আচার্যদেব বৃন্দাবনে নিঃসঙ্গ ভজন করছিলেন। শ্রীল প্রভুর রেমুণায় অবস্থান কালে শ্রীল আচার্যদেব সেখান থেকে একবার রেমুণায় শুভবিজয় করেছিলেন। তখন শ্রীল প্রভু তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করে বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় কি করে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন - এ বিষয়ে তাঁর কৃপা নির্দেশ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। শ্রীল আচার্যদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন - "*তুমি কি সেবা ভাল বাস?*" তখন শ্রীল প্রভু বললেন,

'আমি গৌর সেবা জানিনা, শ্রী গুরু সেবা ভাল বাসি।' শ্রী শ্রীল আচার্যদেব বললেন, "**যে গুরুসেবা করবে, সে গৃহস্ত হোক, যারা গৌর সেবা করবে তারা মঠবাস করুক।**" শ্রীল আচার্যদেব তাঁকে বিবাহ করে গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব জীবন যাপন পূর্বক শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করতে কৃপা নির্দেশ দিলেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ এবং শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধিপীঠ ও শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করে বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন।

শ্রীল প্রভু রেমুণায় কিছু দিন থেকে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব উৎসবে পারুলিয়ায় গেলেন। সেখানে বড়ামপুরের শ্রী মাধববাবু ও হরিপুরের শ্রী গঙ্গাধর জেনা মহোদয় ছিলেন। তখন এ অধমও সেখানে ছিল। গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রী যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী পারুলিয়া থেকে শালডিহা গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রী রুদ্র জেনার ঘরে বৈষ্ণব সমাজ হওয়ার ছিল। আমি ও বড়ামপুরের মাধব বাবু সেখানে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ছিলাম। শ্রীল প্রভুও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা শ্রীল প্রভুর সঙ্গে শালডিহাতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন শ্রীল প্রভুর গায়ের কাপড় গুলি খুব ময়লা হয়েছিল। তিনি নিজের বেড়িংটিকে নিজে ধরে চলছিলেন। আমি অনুনয় বিনয় করে বেড়িংটিকে নিয়ে যেতে চাওয়াতে তিনি বললেন, "আমি মঠ থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে মিশনের লোক তোমাকে ঘৃণা করবে, ভালবাসবে না। আমার সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে চাও, মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হবে, পারবে কি?" শ্রী মাধববাবু বললেন - "আমি মিশন ছাড়তে পারব না।" আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললাম - "আমি মিশন ফিশন কিছু জানিনা। আপনিই আমার মিশন, আমি মিশনকে (মিশনের বাহ্য অঙ্গ) এই মুহূর্তেই ছেড়ে দিতে পারব।" শ্রীল প্রভু ব্যক্তিনিষ্ঠা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে শুভ দৃষ্টিপাত করলেন এবং নিজের বেড়িং আমাকে দিলেন। শালডিহাতে এসে শ্রী যাদবানন্দ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি শ্রীল প্রভুকে মঠে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক বুঝালেন। এতে তিনি অসম্মত হলেন। তার পরের দিন ভোরের বেলা আমার সঙ্গে আমার গ্রাম মহদায় শুভবিজয়

করলেন । এখানে কিছু দিন থাকার পর দ্বাদশীতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব তিথি পড়ল । ট্রেনে বা বাসে না গিয়ে কোষ্ট কেনাল ধারে ধারে পায় হেঁটে হেঁটে রেমুণা যাওয়ার জন্য শ্রীল প্রভু ইচ্ছা করলেন । সকাল দশটায় আমাকে ও কইঁনগরীর শ্রী কালী মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পদব্রজে রেমুণা যাত্রা করলেন । রাস্তায় পঞ্চপড়া নদী পড়ল । তখন জোয়ার ছেড়ে গিয়েছিল । নদীর দু ধারে হাটু পর্যন্ত কাদা ছিল । কি করে নদী পার হবেন চিন্তায় পড়লেন । কালী মণ্ডল বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন । তিনি শ্রীল প্রভুকে পিঠে তুলে নিয়ে কাদা পার করে নৌকায় চড়িয়ে দিলেন, আবার নৌকা হতে নামবার সময় পিঠে করে নদীর তীরে পৌঁছে দিলেন । শ্রীল প্রভু সারা রাস্তা হরিকথা বলতে বলতে চলছিলেন, তাই হাঁটার কষ্ট মোটেই কেউ অনুভব করতে পারেননি । বালিঘাটের কাছে বুঢ়াবলঙ্গ নদী পার হয়ে মোতিগঞ্জ দিয়ে রেমুণা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে রাত্রি দশটায় পৌঁছে ঠাকুরের শয়ন আরতি দর্শন করলাম । তারপর ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সমাধি দর্শন করে সেখানে বিশ্রাম করলাম । শ্রীল প্রভু রেমুণায় কিছু দিন অবস্থান করলেন ।

শ্রীল প্রভু মঠ থেকে চলে আসাতে অনেক মঠবাসী ও গৃহস্থ তাঁর প্রতি অন্তরে অশ্রদ্ধা পোষণ করছিলেন । তখন শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন । তিনি শ্রীল আচার্যদেবের আজ্ঞায় শ্রী গৌড়ীয় মঠ কোলকাতা থেকে ২৮-৩-৪৬ তারিখে Circular No. - 48 তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন । তার সারাংশ ছিল নিম্নরূপ - "**কেহ বাহ্যতঃ শ্রী গুরুবর্গের সঙ্গে অবস্থান করুন বা সঙ্ঘের বাইরে অবস্থান করুন, তাহা দেখিয়া হৃদয়বেত্তা শ্রী গুরুবর্গ কাহাকেও আনুগত্যকারী রূপে গ্রহণ বা তৎ সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা করেন না.....ইত্যাদি ।**"

শ্রীল প্রভু রেমুণায় কিছু দিন থেকে পুরীতে গেলেন । সেখানে পুরীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী ব্রজমোহন পট্টনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । তিনি শ্রীল প্রভুর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দ লাভ করলেন । তিনি শ্রীল প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে বড় ছাতা মঠের মহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন । সেখানে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন ।

পুরীতে শ্রীল প্রভু প্রথমে বড়ছাতা মঠে থাকলেন । ঐ মঠে প্রত্যহ শ্রী জগন্নাথের মহাপ্রসাদ-অন্ন, ডাল, তরকারী আদি প্রচুর পরিমাণে আসত। কিন্তু সেখানকার পশ্চিমা সাধুগণ মহাপ্রসাদ না পেয়ে অমালু ভোগ (শুকনো প্রসাদ) খেতেন । মহাপ্রসাদ সেখানে অনেক নষ্ট হত, কখনও বা বিতরণ করা হত । শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের তাঁর প্রতি ঐ ব্যবস্থা ভেবে শ্রীল প্রভু সেখানে মহাপ্রসাদ সেবন করে থাকলেন । মঠে সেবার মধ্যে মহন্তের চেলাকে তিনি 'গীতা' পড়াতেন । আর বাকি সময় নিয়ম করে প্রত্যহ শ্রী তোটা গোপীনাথকে দর্শন করে পুরীর সমস্ত গৌর প্রিয়স্থলী পরিক্রমা করতেন । তিনি সেখানে কিছুদিন থাকার পর মার্কণ্ডসাহিস্থিত শ্রী অদ্বৈত সম্প্রদায়ের নন্দিনী মঠে কিছুদিন থাকলেন । ঐ মঠে কাঠের সিন্দুকে অনেক প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি ছিল । শ্রীল প্রভু সে সমস্ত রৌদ্রে শুকিয়ে যত্ন করে রাখলেন । তার থেকে অনেক গোস্বামী গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । নন্দিনী মঠ থেকে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিম দ্বার খুব কাছা কাছি । শ্রী নন্দিনী মঠে প্রসাদ পেয়ে তিনি শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিম দ্বারে বিশ্রাম করতেন । কিছু দিনের পর শ্রী নন্দিনী মঠের ভিক্ষার জন্য তিনি গুণপুর অঞ্চলে গেলেন । সেখানে স্কুল সাব্ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যবাদী পট্টনায়কের গৃহে অবস্থান করে তিনি সে অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে হরিকথা আলোচনা করলেন এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করে মঠে পাঠালেন । তিনি দীর্ঘ দু মাস ব্যাপী গুণপুরে প্রচার করলেন । তখন শ্রীল আচার্যদেব শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রী পুরুষোত্তম মঠে ইং ১৯৪৫ সাল মে মাসে শুভবিজয় করেন । শ্রীল প্রভু ঐ সংবাদ পাওয়া মাত্রেই গুণপুর থেকে পুরী চলে এলেন ।

শ্রীল প্রভু মঠবাস ত্যাগ করায় তথা তাঁর উন্নত অধিকারোচিত আচরণ বুঝতে না পেরে আধ্যক্ষিক মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁর কুৎসা রটনা করছিলেন এবং অন্যাদিগকে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করছিলেন । এমন কি পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবকেও শ্রীল প্রভুর বিরুদ্ধে নানা কথা জানিয়ে ছিলেন । শ্রীল প্রভু গুণপুর হতে আসার সময় শ্রী যাদবানন্দ প্রভু সেখানে প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন । গুণপুরে শ্রীল প্রভুর বিরুদ্ধে কয়েকজন মৎসর

ব্যক্তি যে কুৎসা রটনা করছিলেন, সে সমস্ত মিথ্যা, মৎসরতাপূর্ণ বলে শ্রীল আচার্যদেবকে তিনি জানালেন। শ্রীল প্রভুর সঙ্গে শ্রীল আচার্যদেবের যখন সাক্ষাৎ হল, তখন তিনি শ্রীল প্রভুকে বললেন, - "**শ্রী জগন্নাথ সব কিছু জানেন, যে রকম আছ সেই রকম থেকে এখন শ্রী জগন্নাথদেব ও শ্রী গোপীনাথের কৃপা প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছি কেবল গৃহস্থ দিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তুমি বাইরে থেকে সেবা কর।**" শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কীর্ত্তন 'জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ...' গান করতে বললেন। অতঃপর শ্রীল আচার্যদেব বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। শ্রীল প্রভু তাঁর কৃপাশীর্বাদ শিরোধার্য করে স্বভজনে মগ্ন থাকলেন।

পুরীর নন্দিনী মঠে শ্রী রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রজীউর শ্রী বিগ্রহের সঙ্গে পূর্বের থেকে শ্রী গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পূজিত হতেন। সেই গৌরাঙ্গ বিগ্রহের কোন অঙ্গ খণ্ডিত হওয়াতে তাঁকে বালুতে পোঁতা হয়েছিল। শ্রীল প্রভু সেই বিগ্রহকে বালু থেকে উদ্ধার করে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে ভগ্ন অঙ্গের মেরামতি ও অঙ্গরাগ করিয়ে শ্রী রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রজীউর সঙ্গে পুনর্বার স্থাপন করেছিলেন।

বিবাহ করার জন্য শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশ

শ্রী শ্রীল আচার্যদেব কিছু দিনের পর পুনরায় পুরীতে শুভ বিজয় করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে শ্রী তোটা গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীল প্রভুর সাক্ষাৎ হল। তখন শ্রীল আচার্যদেব বাহ্যতঃ গৌড়ীয় মিশন পরিত্যাগ লীলা করছিলেন। তিনি পুরীর সমুদ্র কূলে একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। শ্রীল প্রভুর কৃপানির্দেশে এ অধম সস্ত্রীক পুরী গিয়ে সেখানে শ্রীল আচার্যদেবের দর্শন লাভ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ করার যুযোগ লাভ করেছিল। তখন শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুকে বিবাহ করে গৃহস্থ জীবনযাপন করার জন্য কৃপানির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "**অনেক ব্যক্তি রূপ রঘুনাথের ত্যাগকে অনুকরণ করে 'খড়িয়া পলটন' সেজে ঘুরছেন। শ্রী রূপ রঘুনাথকে ভেঙ্গচাচ্ছেন**

(পরিহাস করছেন), অর্থাৎ তাঁর আদর্শকে অপমানিত করছেন । অতএব স্ব স্ব অধিকারে থেকে জীবন যাপন করা শ্রেয়স্কর, তুমি এই আদর্শ দেখাও ।'' শ্রীল প্রভু বিবাহ করার জন্য শ্রীল আচার্যদেবের বারবার নির্দেশ পেয়ে কি ভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারবেন চিন্তামগ্ন হলেন ।

শ্রীল প্রভু নন্দিনী মঠে থাকার সময় সারাদিন শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে থাকতেন । এক দিন এক জন অপরিচিত ব্রাহ্মণ হঠাৎ এসে তাঁকে আদেশ করার ভঙ্গীতে বললেন, ''তোকে কে এক জন খুঁজছে, তুই সেখানে চলে যা,'' এই বলে সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ কোথা চলে গেলেন, তাঁকে আর দেখতে পেলেন না । তার পর নন্দিনী মঠে এসে দেখলেন, বস্তার ভক্তিকুটীর থেকে শ্রী হরিচরণ দাস, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের বছর শ্রী হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পত্র দিয়েছেন । পত্রে লিখেছেন - ''*আপনি ওড়িশার সূর্যের মতো, আপনার মতো সুযোগ্য ব্যক্তির সংগলাভ করা পরম সৌভাগ্য । আপনি মঠ ত্যাগ করেছেন জানলাম । আপনি অন্যত্র না থেকে দয়া করে বস্তা ভক্তিকুটীরে এসে থাকুন । আপনার নামে আমার বস্তা স্টেশনের ধারে থাকা ঘর-বাড়ি পুকুর সমেত বড় জায়গাটি জলেশ্বর কাছারিতে দানপত্র করে দিয়েছি......ইত্যাদি ।*''

অযাচিত ভাবে এরকম দানপত্র করে তাঁকে আমন্ত্রণের সঙ্গে অপরিচিত ব্রাহ্মণের আদেশ মিলিয়ে এটি তাঁর প্রতি শ্রী হরির নির্দেশ বলে অনুভব করলেন । তার পরের দিন তিনি বস্তা ভক্তিকুটীরে এলেন ।

আমাদের উপর নানা পরীক্ষা চলছে । আমরা ছাত্র , সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র, প্রশ্ন পত্র হচ্ছে বিঘ্ন সকল । উত্তর দাতা - আমরা সকল আর বুদ্ধিদাতা শ্রী গণেশ । গণ অর্থাৎ জীব, জীবের ঈশ জগন্নাথ বা জগন্নাথের ভক্ত । যত যা কর, বিনা পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে পারবে না ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

বস্তায় ভক্তিকুটীরে অবস্থান

বস্তায় শ্রী হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর ঘরে (ভক্তিকুটীরে) শ্রী গৌর বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর সেবা থাকত । পণ্ডিত মহাশয় শ্রীল প্রভুকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন । তাঁকে অতি আদর যত্ন করে কাছে রাখলেন । তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বস্তা অঞ্চলের তাঁর পরিচিত লোকদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পরিচয় করিয়েদিলেন । শ্রীল প্রভু কিছু দিন ঠাকুরের সেবা করে থাকলেন । বস্তায় অবস্থান কালে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বিশেষ করে মছদা, বালিয়াপাল, জামকুণ্ডা, জগাই, প্রতাপপুর, করঞ্জ, রতেই, বণিয়াডিহা, কইঁনগরী, পণসা, কুণ্ডলি, নাম্পো ইত্যাদি স্থানে শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করেছিলেন । বিভিন্ন গ্রামে বারবার গিয়ে স্থানে স্থানে সভাসমিতি, নগর সংকীর্ত্তন সহ ঘরে ঘরে গৌরবাণী প্রচার করেছিলেন । তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তথা বীর্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন অনাচার ছেড়ে সদাচারপরায়ণ হয়ে ভক্তি মার্গ আশ্রয় করলেন । তবে শ্রীল প্রভু এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না । এঁরা সকলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে গৌড়ীয় ভজনের মধ্যে প্রবেশ করুক ; এ জন্য তিনি খুব যত্ন করছিলেন । তাঁর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি তাঁর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি । তাঁর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গৌড়ীয় ভজন পথে অগ্রসর হতে পারেননি । শ্রীল প্রভু মাদৃশ অধমকে অশেষ কৃপা করে বস্তার ভক্তিকুটীর থেকে মছদা গ্রামস্থ এই অধমের কুটীরে বারবার যাওয়া আসা করে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন ।

পাষণ্ড দলন

৪-৫-৪৬ তে শ্রী নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিনে রতেই গ্রামের শ্রী জগবন্ধু পাঢ়ীর ঘরে 'অলেখ' ধর্মাবলম্বী কয়েক জন বাবাজী বিষ্ণু-তুলসী বিরোধী একটি নাটক অভিনয় করছিলেন । নাটকের পূর্বে কয়েক জন ভক্ত শ্রীল প্রভুকে এ সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে তার প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করলেন । শ্রীল প্রভু নাটক স্থানে পৌঁছে যখন তুলসী ও বিষ্ণুর ঘোর অমর্যাদা তথা বিদ্বেষ দেখলেন,

তখন তিনি প্রচণ্ড ভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে কড়া ভাষায় এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর তেজস্বী মূর্ত্তি ও তীব্র প্রতিবাদে ঐ পাষণ্ডীগণ প্রমাদ গণল, তাঁর অকাট্য যুক্তি ও প্রতিবাদে সর্বসাধারণ সেই বাবাজীদের পাষণ্ডতা সহজে বুঝতে পারলেন এবং তাদিগকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলেন। তা দেখে পাষণ্ডীরা ভয়ভীত হয়ে শ্রীল প্রভু ও সর্বসাধারণের কাছে ভুল স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করল। আর কখনও তারা এরকম বিদ্বেষ করতে সাহস করেনি।

কুণ্ডলি গ্রামে অবস্থান কালে শ্রীল প্রভুর জ্বর হয়েছিল। জ্বর একটু কম হওয়াতে তিনি মছদায় জন্মাষ্টমী পালন করে পরের দিন শরীরে জ্বর থাকলেও বস্তা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। জ্বর অবস্থায় যাবার জন্য সকলে বারণ করলেও তিনি বেরোলেন। তিনি বললেন, "*বস্তা পণ্ডিত মহাশয়ের জনৈক ছাত্র বস্তা আসবে। আমি গেলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সে বাঙ্গালী ওড়িয়া ভেদভাব যুক্ত আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে বৈষ্ণব ধর্মকে বিচার করে যে সমস্ত কুতর্ক উত্থাপন করছে, সে সমস্ত আমাকেই খণ্ডন করতে হবে। সে খুব তার্কিক, কুযুক্তি পরায়ণ ও বৈষ্ণব বিদ্বেষী। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও সিদ্ধান্ত বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আমার প্রতি নির্দেশ।*"

শ্রীগুরুআজ্ঞা পালনের জন্য তিনি কোন বাধাবিঘ্নকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

শ্রীল প্রভু ১৯৪৬ অক্টোবর মাসে রেমুণা শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ নির্মাণের জন্য কিছু দিন সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠ থেকে চিঠি পেলেন। তখন পুরী প্রোগ্রাম বন্ধ করে নারঙ্গাবাজের কালী রাউতের বাড়ী থেকে বাঁশ কেটে রেমুণায় পাঠালেন এবং নিজে গিয়ে সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে রেমুণা মঠ নির্মাণে সাহায্য করলেন। তার পর বালেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে, লঙ্গলেশ্বরে ও রতেইদাণ্ডিতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য গেলেন। রতেইর শ্রী জগবন্ধু পাঢ়ী, তাঁর বোন শ্রীমতী গেড়ী ও শ্রীমতী গঙ্গা তাঁর হরিকথায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের বাড়িতে কিছু দিন অবস্থান করে তিনি নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বিপুল প্রচার করেছিলেন।

রতেইতে অবস্থান করার সময় শ্রীল প্রভু গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী শ্রী সুন্দরানন্দ প্রভুর কাছে একটি পত্র দিয়েছিলেন । অনেক দিন ধরে মঠ থেকে দূরে থাকাতে তাঁর মনে ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল । উক্ত চিঠির প্রত্যুত্তরে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু আমার ঠিকানায় শ্রীল প্রভুকে পত্র পাঠিয়েছিলেন । সেই পত্র নিয়ে আমি দিন ৯ টার সময় রতেইতে পৌঁছলাম । উক্ত পত্রে শ্রী সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুকে গৌড়ীয় মঠে ডেকেছিলেন । ঐ কথা পত্রে পড়ে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন ।

শ্রী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুকে তিনি দর্শন করলেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু ঐ সময় প্রচারের জন্য ঢাকায় বেরিয়েছিলেন । তিনি শ্রীল প্রভুকে দেখে ২৩/২৪ বর্ষ 'গৌড়ীয়' পাঠ করার জন্য বলে প্রচারে চলে গেলেন । ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুকে বিবাহ করতে বললেন । ব্রহ্মচারীরা ত্যাগভাব না দেখিয়ে গৃহস্থ হয়ে ভজন করলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা পাবেন - ইহা বুঝালেন । তার পর সেখান থেকে শ্রীল প্রভু বস্তায় ভক্তিকুটীরে ফিরে এলেন ।

বিবাহ লীলা

শ্রীল প্রভুর বিবাহের জন্য শ্রী হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় তাঁকে এক জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বালেশ্বর জেলার সোরো কেদারপুর গ্রামের শ্রী সতীশচন্দ্র রায় ঘোষের কন্যা দেখতে পাঠালেন । সন্ধ্যার সময়ে এঁরা তাঁদের বাড়িতে পৌঁছলেন । সতীশবাবু রেলওয়েতে চাকরি করতেন। অসুস্থতাবশতঃ চাকরি ছেড়ে ঘরে ছিলেন । তিনি কবিবর রাধানাথ রায়ের বংশধর ছিলেন । তাঁর একটি ছেলে ও চারটি মেয়ে । রাত্রিতে চিড়া ধার করে এনে অতিথি সৎকার করলেন । শ্রীল প্রভু তাঁর বড় মেয়ে 'বেলু'কে দেখলেন - কালোবর্ণ ও রুগ্ণা। তারপর সেই গ্রামের অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার থেকে তাঁদের কন্যা দেখার জন্য প্রস্তাব এল । অনেক যৌতুকও দিবেন বললেন । শ্রীল প্রভু চিন্তা করলেন - "*আমার মতো বিবেকী লোক যদি প্রথমে দেখা কন্যাকে বিয়ে না করে,*

তবে আমার পক্ষে অন্যায় হবে। রূপ ও ধন দেখে ভেসে যাওয়া ঠিক্ হবে না। ইহা পরমার্থের প্রতিকূল হবে।" তখন তিনি প্রথমে দেখা কন্যাকেই বিয়ে করার জন্য মনস্থ করলেন। পণ্ডিত মহাশয় গিয়ে বিবাহের দিন স্থির করে এলেন। ২৮-২-৪৮ তারিখে বস্তায় বালেশ্বরের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শ্রী যোগেন চন্দ্র মুখার্জীর পৌরোহিত্যে সৎক্রিয়াসারদীপিকানুসারে বৈষ্ণব মতে শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী রায়ের (বেলু দেবী) সঙ্গে তাঁর বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। বিবাহের পর তিনি তাঁর নাম 'যমুনা' দিলেন। শ্রীমতী যমুনা দেবী খুব ভক্তিমতী ছিলেন তথা তাঁর কণ্ঠের স্বর খুব মধুর ছিল। তিনি ভাবাবেশে সুন্দর কীর্ত্তন করতেন।

শ্রীল প্রভু বিয়ের পর শ্রীমতী যমুনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে মছদায় এ অধমের কুটীরে কৃপা করে আসতেন এবং কিছু কিছু দিন অবস্থান করতেন। তাঁর অবস্থান কালে পাঠ কীর্ত্তন বিশেষ ভাবে চলত। এমন কি রাত্রি জাগরণ করে গৌর-কৃষ্ণলীলা-সূচক ভাবমূলক কীর্ত্তন শ্রীমতী যমুনাদেবী করতেন। তিনি অধিকাংশ সময়ে একাকী বসে কীর্ত্তন করতে থাকেন। মাঝে মাঝে এ অধম সস্ত্রীক বস্তায় গিয়ে সেখানকার পাঠ কীর্ত্তনে যোগ দিত। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রেমুণা মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে আমরা বার্ষিক উৎসব ও অন্যান্য তিথি ব্রতাদিতে যেতাম। রেমুণায় শ্রী গোপীনাথের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করতাম। শ্রী গর্গেশ্বরের কাছে নীলগিরি পর্বত দূর থেকে খুব সুন্দর দেখা যেত। সেখানকার আম বাগানের মধ্যে নাগেশ্বর ও চম্পা বৃক্ষ আদি এবং কুমুদাদি পুষ্পশোভিত গর্গেশ্বর পুষ্করিণী শ্রীল প্রভুর ভাবের উদ্দীপক ছিল (তুয়া উদ্দীপক হামার পরাণ)। সেই পুষ্করিণীর পাকা ঘাটের ধারে তুলসী বেদীতে তুলসী বিরাজিত থাকেন। শ্রীল প্রভু তুলসীর শুষ্ক মঞ্জরী ছিড়ে ঘাস বেছে জল দিতেন ও ভক্তদের নিয়ে সেখানে বা গাছতলায় বসে অনেক সময় ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকথা আলোচনা করতেন।

বস্তায় ভক্তিকুটীরে সমস্ত সুখ সুবিধা থাকলেও সেখানে হরিকথা শোনার লোক কেউ না থাকায় শ্রীল প্রভুকে ভাল লাগল না। হরিকথা শ্রবণ

কীর্ত্তন ও সজাতীয়াশয় সঙ্গীর অভাবে মঠের মতো প্রিয়স্থান ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন, কিন্তু প্রভুর সে আশা পূরণ হতে পারল না। শ্রী মঠে যে কিছু সুবিধা ছিল, সেই টুকুও ভক্তিকুটীরে না পেয়ে অন্তর্বেদনা অনুভব করলেন। তাঁর হৃদয়ের কথা শুনবার লোক না পেয়ে মাছকে জল থেকে বাইরে কেড়ে নিলে যে অবস্থা হয় সেই রকম অনুভব করলেন। সে জন্য বাধা-বিঘ্নকে ভ্রুক্ষেপ না করে এমন কি শীতের দিন গভীর রাত্রে অথবা গ্রীষ্মের দিন প্রচণ্ড রৌদ্রেও তিনি পাগলের মতো হরিকথা বলার জন্য মছদায় আমার কুটীরে বারবার ছুটে আসতেন। সারা দিন সারা রাত অবিশ্রান্ত ভাবে শ্রী হরিকথা বলতেন।

সেই সময় গৌড়ীয় মঠ ভাগাভাগি হয়ে গেল। মায়াপুর আদি মঠ শ্রী কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ পেলেন। ঐ সংবাদ পেয়ে শ্রীল প্রভু খুবই মর্মাহত হলেন ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশ বাণী যা 'বৈষ্ণব সেবা' প্রবন্ধে বলেছিলেন তা পালন করার জন্য সকলকে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, **"বাহ্য অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা দেখে যে গুরু করেছে সে বাধা এলে ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু যার ব্যক্তিগত টান থাকবে, সে বেঁচে যাবে।"**

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের রেমুণা মঠে শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে শ্রীল প্রভু ৬-৫-৪৮ তারিখে রেমুণায় গিয়েছিলেন। তখন পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব বাহ্য মিশনের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে শ্রী ব্রজধামে ভজনে অভিনিবিষ্ট থাকায় সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালে ফাল্গুন পূর্ণিমায় গৌড়ীয় মিশনের আচার্য প্রেসিডেন্ট হয়ে ১৯৫৩ সালের অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় অপ্রকটাবধি মিশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। শ্রীল প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী যমুনা দেবী শ্রীল তীর্থ মহারাজের কাছ থেকে হরিনাম গ্রহণ করে তাঁর শ্রীচরণাশ্রিতা হয়েছিলেন। কটকের শ্রী সদনুগ্রহ প্রভুর স্ত্রী, পোষ্টমাষ্টার সুরেন বাবু ও মেদিনীপুরের কয়েকজন ভক্ত তাঁর কাছ থেকে হরিনাম গ্রহণ করেছিলেন।

২০ মে, ১৯৪৯ তারিখে শ্রীল প্রভু বস্তা থেকে বালেশ্বরে একটি

প্রেসে থাকার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন । কিন্তু প্রেসের মালিক তাঁকে সমস্ত প্রকার সুবিধা দিলেও দশ বছর যাবৎ চাকরি করার জন্য একটি চুক্তি পত্র লিখিয়ে নিতে চাইলেন । শ্রীল প্রভু ঐ চাকরি প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ফিরে এলেন । এর কারণ তিনি আমাকে পত্রে লিখেছিলেন - ''*কোন মতে জীবন ধারণ করে হরি ভজন আমাদের উদ্দেশ্য । এতে দশ বছর মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ও শ্রীগুরু সেবার সুযোগ হতে পারে, বিচার করে তাকে নিষেধ করে দিলাম ।*'' **শ্রীল প্রভুর মঠবাস ও গৃহবাসের মধ্যে শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, জীবনের সব অবস্থায় এটিই জাগ্রত ছিল ।**

১৯৪৯ সালে কটক মঠে ছাপাখানা কাজ শুরু হল । অগষ্ট মাসের প্রারম্ভে কটক সচ্চিদানন্দ মঠে গিয়ে কিছু দিন থেকে বস্তায় ফিরে এলেন । ৬-৯-১৯৫০ তারিখে শ্রীল প্রভু শ্রীমতী যমুনা দেবীকে Local Board UP School এ শিক্ষয়িত্রী করালেন । তিনি নিজের বেতন থেকে কিছু অংশ শ্রীল তীর্থ মহারাজকে শ্রী গুরুসেবার জন্য দিতেন ।

২০-৬-৫০ তারিখে শ্রীল প্রভুকে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু পুরীতে ডেকে ছিলেন । তখন তিনি মঠ থেকে পৃথক্ অবস্থান করছিলেন ।

বস্তার ভক্তিকুটীর ত্যাগ ও কটকে অবস্থান

শ্রীল প্রভু বস্তায় ভক্তিকুটীরে মাত্র দু বছর অবস্থান করেছিলেন । শ্রী হরিপণ্ডিত মহাশয় তাঁকে হরিনাম মালা দিয়ে লোকজনকে শিষ্য করে ভক্তিকুটীরে ঠাকুর সেবা চালাতে বললেন । কিন্তু তখন মিশনে শ্রীল আচার্যদেব, শ্রীল তীর্থমহারাজ, শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ - এই গুরুবর্গ থাকতে থাকতে শ্রীল প্রভু গুরুর কাজ করার জন্য ইচ্ছা করলেন না । *গুরুগিরি করা অপেক্ষা গৃহে থেকে পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ পূর্বক স্বভজন সঙ্গে শ্রী গুরুসেবা যত টুকু হবে, সেই টুকু মঙ্গলকর বলে মনে করলেন ।* শ্রীল প্রভু শ্রী পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁর জায়গার দানপত্র ফিরিয়ে দিলেন (Deed No. 5880 /Jaleswar) । তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে জানিয়ে ছিলেন, Deed ফিরিয়ে

দিলেও ভক্তিকুটীর প্রতি তাঁর যা কর্ত্তব্য তাতে তিনি ত্রুটি করবেন না, কিন্তু তাঁরা করতে না দিলে তাঁরাই দায়ী।

ইং ১৯৫০ সালের অগষ্ট মাসে শ্রীল প্রভু বস্তার ভক্তিকুটীর ত্যাগ করে কটকে গেলেন ও বাউঁশগলিতে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের কাছে একটি বাসা ঘর (মদনা ঘর) ভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক থাকলেন। তাঁর কাছে তাঁর ভাগিনেয় সতীশ (শ্রী সদনুগ্রহ দাসাধিকারী) ও মুম্বাইর ললিতা মাইজী থাকতেন। অভাবের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আনন্দে দিন কাটাতেন।

মদনার ঘরে ভাড়ায় থাকার কিছু দিনের পর শ্রীল প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী যমুনা দেবী ভীষণ টাইফয়েড় জ্বরে পড়লেন। শেষে ১৩-৪-১৯৫১ তারিখে শ্রীরামনবমী তিথিতে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের মঙ্গলারাত্রিকের শঙ্খধ্বনির সময়ে তিনি অপ্রকট হলেন। তখন কোকিল কুহু কুহু রবে ডাকছিল। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি ছিলনা। মাত্র তিন বছর শ্রীল প্রভুর সহ অবস্থান করলেও স্বভজন নিষ্ঠা, অকৃত্রিম দৈন্য, গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি তথা সর্বোপরি ভাবাবেশে সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তনাদির দ্বারা তিনি শ্রীল প্রভুর খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন।

পত্নীর অপ্রকটের পর শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুকে পুনর্বার মঠে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন গৌড়ীয় মঠে যেরকম নানা উৎপাত তথা অস্থির সিদ্ধান্ত দেখা যাচ্ছিল, তাতে তিনি মঠ জীবন অপেক্ষা পুনর্বার বিয়ে করে থাকা ভক্তির অনুকূল মনে করলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব, মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুরও তাঁর প্রতি এই নির্দেশ ছিল।

তাই শ্রীল প্রভু ২৬-৪-৫২ তারিখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগৎসিংহপুর জেলার বালিকুদা থানার ওগরপুর গ্রামের জমিদার বংশীয় শ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করলেন। বিয়ের পূর্বে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর পিত্রালয়ে এক জন ঋষিতুল্য জ্যোতিষ এসেছিলেন। তখন বিয়ের প্রস্তাব অন্য পাত্রের সঙ্গে চলছিল। ঐ

জ্যোতিষপ্রবর শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীকে দেখে বললেন - "এর গলায় তুলসীর মালা অল্প বয়সে পড়বে। এর বিয়ে এখানে (প্রস্তাবিত স্থানে) হবে না। এ যাকে বিয়ে করবে, তিনি এক জন মহাপুরুষ। তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজ জন।" তাঁর কথা সত্যে পরিণত হল। তাঁর পিত্রালয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ঘটনা ঘটল। সত্যই বিয়ের সময় অল্প বয়সে কন্যার গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দেওয়া হল।

মদনার ঘরে অসুবিধা হওয়াতে ১৩-৯-৫২ তারিখে বাখরাবাদে কুমুদ বাবুর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলেন। ঐ কুমুদ বাবুর বাড়িতে গৌড়ীয় মিশনের অনেক গ্রন্থ ছিলেন। শ্রীল প্রভু তাঁর বাড়ি থেকে অনেক গ্রন্থ পেয়েছিলেন। শ্রীহরির ইচ্ছায় কেবল গ্রন্থের জন্য ঐ বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে শ্রীল প্রভু বলতেন। তার পর ইং ১৯৫৭ সালে গৌড়সাহি ঠাকুর ঘর ভাড়া নিলেন। ঐ ঠাকুর ঘরে তিনি বার বছর ছিলেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভববন্ধছিদ্ প্রভু ঐ ঘরে পদার্পণ করেছিলেন। তারপর শ্রীল গুরুদেবের কৃপানির্দেশে সূতাহাট হরিজনসাহিতে অবস্থিত মঠের এক খানা নীচু জায়গাতে মাটি ফেলে উঁচু করে সে জায়গাটিতে একটি কুটীর নির্মাণ করে ১১-৩-১৯৬৯ তারিখে সপরিবারে ঐ কুটীরে অবস্থান করলেন। তার নাম **'শ্রীভক্তিকেবল পাদপীঠ'** রাখলেন।

শ্রীল প্রভু কটকে আসার পর জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রেসে প্রুফ্‌রিডারের কাজ করতেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী Womens' Training School এ শিক্ষয়িত্রীর কাজ করলেন। কলিঙ্গ প্রেসে বহু বছর কাজ করার পর ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর অনুরোধ ক্রমে ২৩-১১-৭৪ তারিখে বাণীবিহারস্থিত ধরিত্রী প্রেসে কাজ করলেন। ভুবনেশ্বরে কাজ করার সময়ে সকাল থেকে গিয়ে রাত্রিতে ফিরতেন। এর দ্বারা তাঁর মুখ্য সেবা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত হল। কয়েকটি টাকার জন্য তাঁর অমূল্য সময় ব্যয়িত হওয়া তাঁকে তথা তাঁর অনুগত দিগকে খুব ব্যথা দিল। তাই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণসময় Press এবং Platform উভয়

মাধ্যমে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন সেবায় মগ্ন হলেন অপ্রকট পর্যন্ত । শ্রীমতী অন্নপূ দেবী শিক্ষকতা করছিলেন, তাই তাঁর সংসার নির্বাহ ভাল ভাবে চলছিল আবার তিনি কর্মনিপুণা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন । তাঁর উপর সংসারের ভার দি শ্রীল প্রভু অহোরাত্র শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত, বাধাবিঘ্ন নিন্দা সমালোচনাদি উনি বিন্দু মা ভ্রূক্ষেপ করেননি । *তিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকেও গৃহ সংসারের প্রতি সম্পূ অনাসক্ত পরমহংস সাধু ছিলেন ।*

শ্রী গুরুদেব শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের সহ সেবা সম্বন্ধ

শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীল আচার্যদেবে কৃপানির্দেশে তথা শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা প্রেরণায় শ্রীমদ্ ভক্তি কেবল ঔডুলোমি গোস্বামী ঠাকুর ১৯৫৪ ফেব্রুয়ারী ১৬ তারিখে গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হলেন । তিনি ১৯৫৪ অক্টোবর ২৫ তারিখে বাগবাজার শ্রী গৌড়ীয় মঠ থেকে শ্রী নীলাচল ধামে শুভ বিজয় করলেন । শ্রীল প্রভু উনাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সুব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীল প্রভুর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনাদি হয়েছিল। শ্রীল গুরুদেব দীর্ঘ ৫ মাস ব্যাপী শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করে ১৯৫৫ ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন । শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ মিশনের আচার্য হওয়ার প্রথম অবস্থায় শ্রীল আচার্যদেব শ্রীপুরী গোস্বামী ঠাকুরের সম্বন্ধে নীরব থাকতেন । তাঁর স্থাপিত মূল মঠ "শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ" শ্রী গোদ্রুমে স্থাপিত হওয়ার কয়েক বছর পর্যন্ত শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য সিংহাসনে রাখা হয়নি । অন্তরে অন্তরে শ্রীল আচার্যদেবের একান্ত অনুগত হয়েও আচার্য হওয়ার পর শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা মৌখিক কিছু বললেও তা ছাপাতে বারণ করতেন । শ্রীল প্রভু শ্রীগুরুদেবকে শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি বাহ্যতঃ বিরক্তি ভাব দেখিয়ে নানা



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী

কথা বলে কোন নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিতেন না । তখন শ্রীল আচার্যদেব বৃন্দাবনে স্বভজনে নিমগ্ন থাকতেন । দু বছর যাবৎ শ্রীল প্রভু কাউকেও মিশনের শিষ্য করাননি । মঠ থেকে শ্রীল আচার্যদেবের বহু শিষ্য চলে গেলেন । তাঁরা শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি ভক্তিযুক্ত বহু গৃহী শিষ্যকে নিয়ে একটি সংঘ গঠন করলেন । মঠ থেকে চলে যাওয়া শ্রী হরিগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রী দিবাকর মিশ্র ওড়িশার শ্রীল আচার্যদেবের সমস্ত গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যগণকে একত্র করে পুরীর আইতোটাতে সভা করেছিলেন । ঐ সভায় শ্রী হরিগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের হরিমন্দির তিলক মুছে শুধু কপালে তিলক করতে বললেন । শ্রীল প্রভুপাদের তিলককে শ্রীল আচার্যদেব অনুমোদন করছেন না বলে তিনি যুক্তি দেখালেন । শ্রীল প্রভু শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুকে ঐ রকম তিলক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন - "শ্রীল আচার্যদেব এক দিন মাত্র ঐ রকম তিলক করেছিলেন, কিন্তু ঐ রকম তিলক ধারণ করতে অন্য কাউকেও তিনি বলেন নি ।" তদানীন্তন মিশনের সেক্রেটারী শ্রী ভববন্ধছিদ্ প্রভুকেও শ্রীল প্রভু এ বিবরণ জানিয়েছিলেন । তিনিও তদ্রূপ বললেন । দু তিন বছর শ্রী নবদ্বীপ ও পুরী যাতায়াত করে তিনি শ্রীল গুরুদেবকে শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পাননি । শ্রীল গুরুদেব সব সময় বাইরে উদাসীন ভাব দেখাতেন । ১৯৫৭ অগষ্ট মাসে হঠাৎ শ্রীল গুরুদেব কোলকাতা থেকে চার জন নূতন সেবককে শ্রীল প্রভুর কাছে হরিকথা শুনার জন্য পত্র দিয়ে কটক মঠে পাঠালেন । শ্রীল প্রভু তাদিগকে শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা ভাল ভাবে বুঝালেন । তার পরের বছর শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুকে ডেকে বললেন, "**তুমি বারবার শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ । শ্রীল আচার্যদেব যত কাল পর্যন্ত মিশনে ছিলেন, সে যাবৎ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, তা আমরা মানি । তিনি মিশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বহু উর্দ্ধে চলে গেছেন । তাঁর গতি বিধি, তাঁর উপদেশ আমরা অনুশীলন করতে পারছি না ।**" শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবকে বললেন - 'আপনি শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য লিখিত রূপে দিন ।' তার পর শ্রীল গুরুদেব '**উপদেশাবলী**' প্রথম ভাগে '***শ্রীল আচার্যদেবের আচার্যলীলার বৈশিষ্ট্য***

শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ১-৯-৬৫ তারিখে লিখেছিলেন । ঐ প্রবন্ধ পাঠ করে শ্রীল প্রভু বড় আনন্দিত ও আশ্বস্ত হলেন । মিশন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা শ্রীল আচার্যদেবের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যগণকে এ প্রবন্ধ পাঠ করানোর ফলে কতিপয় শিষ্য মঠে ফিরে এসেছিলেন । শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবের মহিমা প্রচার করে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য করাবার জন্য যত্ন করলেন । তাঁর অনুগত অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত করালেন ।

শ্রীল প্রভু ইং ১৯৫৫ সালে মে মাসে কোলকাতায় শ্রীল গুরুদেব ও শ্রী অপ্রমেয় প্রভুকে পত্র লিখে শ্রীল আচার্যদেবের দ্বারা শোধিত মিশনের কিকরে পরিচালনা হবে, ইহা জানতে চেয়েছিলেন । শ্রীল গুরুদেব এর সন্তোষ জনক উত্তর দিয়েছিলেন এবং কটক মঠে ও পুরী মঠে সাক্ষাতে বিশদ আলোচনার জন্য পত্র দিয়েছিলেন । তাই শ্রীল প্রভু স্নানযাত্রা কালে পুরী গেলেন । শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল । শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবের শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি সম্পূর্ণ গুরুবুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর সর্বতোভাবে সন্তোষ বিধান করার জন্য ব্রতী হলেন ।

শ্রীল গুরুদেব পুরী থেকে ফিরে কটকে ৭ দিন থাকলেন । হরিকথা বলে শ্রীল প্রভু সে বছর অনেক শ্রদ্ধালু ভক্তকে শিষ্য করিয়েছিলেন । শ্রীল গুরুদেব তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং ঐ শিষ্যদের দায়িত্ব শ্রীল প্রভুর উপর দিয়ে মঠের বাইরে শ্রবণ কীর্ত্তনের চেষ্টা করতে বললেন । কটক মঠের তৎকালীন মঠরক্ষক শ্রী মন্মথজীর শ্রীল গুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধাভাব ছিল এবং শিষ্য করাবার ব্যাপারে তিনি অনেক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিলেন । শ্রীল প্রভু এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন, যার ফলে তিনি অধিক বিরোধ করতে সাহস করলেন না ।

ইং ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে গভর্ণিং বডির মিটিংএ যোগ দেওয়ার জন্য শ্রী ভববন্ধছিদ্ প্রভুর পত্র পেয়ে শ্রীল প্রভু কোলকাতায় গিয়েছিলেন । সেখানে শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত, শ্রী চৈতন্য ভাগবত

ও শ্রী কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী ছাপানোর জন্য শ্রী ভববন্ধছিদ্ প্রভু শ্রীল প্রভুকে বারবার অনুরোধ করলেন । ১৯৬৭ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীল গুরুদেব শ্রী গৌরধাম পরিক্রমার জন্য শ্রী গোদ্রুমে ভিক্ষা ও যাত্রী পাঠাতে শ্রীল প্রভুকে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু সে বছর বহু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগ দিয়েছিলেন । তিনি পরিক্রমা থেকে ফিরে শ্রীধাম রেমুণায় শ্রী রমণ বিপিন কুটীরে কিছু দিন অবস্থান করলেন । রেমুণায় শুভ বিজয় কালে তিনি রেমুণায় রুদ্রপুরস্থ ব্রাহ্মণ সাহিস্থিত তাঁর ভজন কুটীরে (শ্রী রমণবিপিন কুটীরে) অবস্থান করতেন ।

শ্রী রমণবিপিন কুটীর

শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ইচ্ছা ক্রমে এক জন শ্রদ্ধালু ভক্ত রেমুণা রুদ্রপুরে শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে একটি খড়ের ঘর সমেত পাঁচ ড়েসিমিল জায়গা শ্রীল প্রভুর কিনবার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অর্থানুকূল্যও করলেন । ৩০-৭-৪৮ তারিখে এ জায়গাটি শ্রীল প্রভুর নামে রেজিষ্ট্রি হয়েছিল । ঐ ঘরের ছাউনি ও বেড়া আদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এ অধমের উপর ন্যস্ত হয়েছিল । মাঝে মাঝে শ্রীল প্রভু রেমুণায় গেলে ঐ স্থানেই অবস্থান করতেন । ঐ কুটীরের নাম **'শ্রী রমণবিপিন কুটীর'** রেখেছিলেন । ১৯৫৩ সালে মঠের এক জন সাধু শ্রী যোগযোগেশ্বর প্রভু রাজযক্ষ্মা হেতু মঠে থাকতে পারলেন না, কিন্তু তিনি ধামবাস করার জন্য অভিলাষী হওয়াতে শ্রীল প্রভু ঐ ঘরে তাঁকে খুব আদরপূর্বক রাখলেন । তিনি তাঁর সেবাযত্নের সুব্যবস্থা করেছিলেন । ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর ২৬ তারিখে শ্রী যোগযোগেশ্বর প্রভু যক্ষ্মা রোগে ঐ ঘরে দেহত্যাগ করলেন । রাজযক্ষ্মা এক মারাত্মক সংক্রামক রোগ হেতু স্থানীয় লোকেরা ঘরটিকে পুড়িয়ে দিতে বললেন এবং ঐ ঘরে না থাকার জন্য পরামর্শ দিলেন । কিন্তু *"বৈষ্ণব শরীর অপ্রাকৃত সদা"* - ইহা মুখে নয়, আচরণ করে শ্রীল প্রভু দেখালেন । তিনি বললেন - *"বৈষ্ণবের ভজন ও অপ্রাকট্যের দ্বারা ঐ ঘরের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে গেল ।"*

অতঃপর শ্রীল আচার্যদেবের জনৈক শিষ্য শ্রী বৃন্দাবন দাস প্রভু যিনি

বাহ্য দৃষ্টিতে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন, তিনি ঐ রমণবিপিন কুটীরে অবস্থান করলেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত রেমুণা গ্রামের এক জন মহিলা রত্নমণি(ডাক নাম রতনী) অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রী বৃন্দাবন দাস প্রভুর সেবাযত্ন করতেন। ১৯৬৮তে শ্রী বৃন্দাবন দাস প্রভু কয়েকমাসের জন্য শ্রী বৃন্দাবন গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি ঐ কুটীরে কয়েক দিন থাকার পর অপ্রকট হলেন। তাঁর সমাধি ঐ কুটীরের সম্মুখে দেওয়া হয়েছে। তিনি এক জন মহাভাগবত সাধু ছিলেন। তিনি নিরন্তর হরিনাম ও হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। তাঁর অন্তে শ্রীমতী রতনীদেবী কিছু দিন ঐ কুটীরে থাকার পর অন্যত্র চলে গেলেন।

তার পর শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের এক জন গঞ্জাম অঞ্চলের সত্তর বছর বয়স্ক শিষ্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী দামোদর রথ সস্ত্রীক সেই রমণবিপিন কুটীরে কিছু কাল অবস্থান করে ভজন করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ রেমুণা শুভ বিজয় কালে ঐ কুটীরে সংকীর্ত্তন মণ্ডলী সহ শুভ বিজয় করেছিলেন। শ্রীল প্রভু মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে অবস্থান করে শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয়মঠ ও শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনাদি সহ হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। শ্রী গোপীনাথের প্রতি তথা তাঁর ধাম রেমুণার প্রতি তাঁর সুগভীর প্রীতি ছিল।

রেমুণা বাসের জন্য তাঁর সর্বদা উৎকণ্ঠা থাকত। কটক সূতাহাটস্থ তাঁর বাসভবন 'শ্রী ভক্তি কেবল পাদপীঠে' অবস্থান করলেও মাঝে মাঝে রেমুণায় এসে তিনি কিছু কিছু দিন অবস্থান করে বালেশ্বর অঞ্চলের ভক্তদিগকে হরিকথা বলে ভজন পথে অগ্রসর করাতেন।

- *কৃষ্ণবসতি বসতি বলি পরম আদরে বরি।....*
- *তুয়া ধাম-মাহে,*
  তুয়া নাম গাওত
  গোঁয়ায়বুঁ দিবা নিশি আশ।

- শ্রী ভক্তিবিনোদ

শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠ

কটক সচ্চিদানন্দ মঠের উত্তরে সূতাহাট হরিজন সাহির ভিতরে একটি নীচু আবর্জনাময় স্থান ছিল । এটি ওড়িশার দেবোত্তর বিভাগের অধীন হলেও সচ্চিদানন্দ মঠের দখলে ছিল । সেখানে বস্তির সর্বসাধারণের জন্য পায়খানা তৈরি হওয়ার জন্য যোজনা চলছিল । ঐ জায়গাটি মঠের দখলের বাইরে চলে যেত । মঠবাসীরা ঐ জায়গার প্রতি উদাসীন ছিলেন । শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুকে সপরিবারে সেখানে অবস্থান করে ঐ স্থানটিকে রক্ষা করার জন্য কৃপা নির্দেশ দিলেন । ঐ জায়গার উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করে অগ্রীম অর্থ নিয়ে শ্রীল প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর নামে মিশন রেজিষ্টার্ড এগ্রিমেণ্ট করেছিলেন । সেই খানে শ্রীল প্রভু বহু কষ্ট করে এই নীচু জায়গাটা ভর্ত্তি করে কোনক্রমে থাকার উপযোগী একটি খড়ের ঘর নির্মাণ করলেন । শ্রীল গুরুদেবের কৃপা নির্দেশে ১১-৩-১৯৬৯ তারিখে শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীল প্রভু সংকীর্ত্তন সহ সপরিবারে গিয়ে ঐ স্থানে অবস্থান করলেন । শ্রীল গুরুদেব স্বেচছায় বৈষ্ণব গণের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করে ঐ স্থানে চার বার পদার্পণ করেছেন । (২৩-৪-৭১ তারিখে, ১৯৭৪ সালের রথযাত্রা থেকে ফিরে, ১৯৭৭ সালে রথযাত্রা থেকে ফিরে এবং ১৯-৭-৭৮ তারিখে রথযাত্রার পর ফিরে) ।

সেস্থানে ভক্ত মণ্ডলী সহ শ্রীল গুরুদেব অপূর্ব নৃত্য কীর্ত্তন, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও প্রসাদ সেবন করে ঐ স্থানটিকে মহিমান্বিত করেছেন । শ্রীল গুরুদেব ঐ কুটীরকে **'শ্রীধর কুটীর'** বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীল প্রভু ঐ স্থানটিকে **'শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠ'** নামে অভিহিত করে ঐ স্থানের অপূর্ব মহিমা গান করেছেন । স্বরচিত 'শ্রী গুরুগৌর গীতি'তে শ্রীল প্রভু লিখেছেন -

"জয় জয় গুরুদেব শ্রী ভক্তি কেবল
তব পূত পাদপীঠ ভুবন মঙ্গল ।
শুদ্ধ ভক্ত নত শিরে বন্দে যে চরণ
সেহি পাদপীঠে নম ভাগ্যবন্ত জন ।"......

'শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠ' ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। সেখানে শ্রীল গুরুদেবের পাদুকা যুগল পূজিত হয়ে আসছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথা দেশ বিদেশ হতে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ এসে ঐ কুটীরে শ্রীল প্রভুর সান্নিধ্যে তাঁর শ্রীমুখ থেকে অপূর্ব হরিকথা শ্রবণ করে ধন্যাতিধন্য হয়েছেন।

শ্রীল প্রভু অপ্রকটাবধি ঐ কুটীরে অবস্থান করেছিলেন। বর্ত্তমান তাঁর পরিবার বর্গ সেখানে অবস্থান করছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

কটক জেলার তিগিরিয়ার শ্রদ্ধালু ভক্তগণের আমন্ত্রণ ক্রমে শ্রীল প্রভু ১৯৭০ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বরে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দু দিন অবস্থান করে সেখানকার অফিসার মহল, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বানে শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার আরম্ভে ও শেষে সে অঞ্চলের শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য শ্রী নারায়ণ প্রসাদ দাস (শ্রী নিমাইঁ চাঁদ দাসজী), শ্রী ব্রজবন্ধু মহাপাত্র প্রমুখ ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করেছিলেন। তিগিরিয়া অঞ্চলে নিজগড়, গোপীনাথপুর, বিন্দাণিমা, পাইকিআরা, বালিপুট, নুয়াপাটণা, নুয়াসড়ক, তেন্তুলিরগড়ি আদি গ্রামে শ্রীল প্রভু বিপুল প্রচার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিপাতে তথা উদ্যোগে সে অঞ্চলের বহু ভক্ত শ্রীল গুরুদেবের শিষ্যত্ব লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তদ্ ব্যতীত শত শত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীহরি উন্মুখতা লাভ করেছেন।

শ্রীল প্রভু ১৯৭১ সালের স্নান পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে স্নান যাত্রার ইতিবৃত্ত ও গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও প্রেসিডেণ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের মহিমা 'আকাশবাণী কটক' থেকে পরিবেশন করেছিলেন।

ইং ২৬-৩-৭১ তারিখে শ্রীল প্রভু বালেশ্বর এসে প্রতাপপুর, লঙ্গলেশ্বর, ছয়ালিয়া, কইনগরী, মছদা আদি গ্রামে হরিকথা কীর্ত্তন করে বহু

ব্যক্তিকে শ্রী গুরুদেবের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করেছিলেন । শ্রী অরণ্য মহারাজের অনুরোধ ক্রমে জুলাই মাসে মেদিনীপুরের চিরুলিয়া মঠে গিয়ে হরিকথা কীর্ত্তন ও আলোচনা করেছিলেন । স্থানীয় বহু ভক্ত ইহা শ্রবণ করে আনন্দিত হয়েছিলেন । শ্রীল গুরুদেবের অন্তরঙ্গ তথা বিশ্রম্ভ সেবা কি করে করতে হবে, সে সমস্ত বিষয় শ্রী অরণ্য মহারাজকে শ্রীল প্রভু প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়েছিলেন । শ্রী অরণ্য মহারাজ এ সমস্ত শ্রবণ করে শ্রীল প্রভুর নির্দেশ মতে শ্রীল গুরুদেবের সেবা করার জন্য যত্ন করেছিলেন ।

বৃন্দাবন গমন

শ্রীল প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আমন্ত্রণ পেয়ে ১-১০-৭২ তারিখে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন । তখন শ্রীল গুরুদেব কিশোরপুরাস্থিত শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মঠে ভক্তগণের সহ অবস্থান করছিলেন । তিনি মথুরা স্টেশনে শ্রীল প্রভুকে নিয়ে আসার জন্য বৈষ্ণব দিগকে পাঠিয়েছিলেন । ৩-১০-৭২ তে শ্রীল প্রভু পৌঁছে বৈষ্ণব গণের সঙ্গে বৃন্দাবনে শ্রীল গুরুদেবের দর্শন করলেন । শ্রীল গুরুদেব তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । মঠে স্থানাভাব হেতু এক জন ব্রজবাসীর ঘরে শ্রীল প্রভুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল । শ্রী ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান কখনও শ্রীল গুরুদেবের সহ, কখনও বা পরিক্রমা যাত্রীদের সহ দর্শন করে শ্রীল প্রভু ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন । কখনও আনন্দাতিশয্যে চক্ষু থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ত । কখনও বা স্ব প্রাণকোটিসর্বস্ব শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের বিরহ বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করতেন । শ্রী বৃন্দাবন গমন তাঁর এই প্রথম হলেও বৃন্দাবন তথা অন্য স্থানের নূতন অলিগলিতে ঢুকে যেতেন । যেন ঐ সব স্থান তাঁর অতি পরিচিত । তিনি দয়া করে এ অধমকে প্রায় সঙ্গে রাখতেন । নিধুবনে একটি পাথর দেখিয়ে বললেন - ''ঐ পাথরে বসে শ্রী রাধারাণী আলতা পরেছিলেন ।'' বৃন্দাবনে অন্যত্র শ্রী কৃষ্ণের গোচারণ করতে করতে লাঠি হারানোর স্থান ও শ্রী সুবলের খুঁজে আনার স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন । সব যেন তাঁর নিত্য পরিচিত । তিনি এ অধমকে বললেন -

"বুঝলে দামোদর, এ সব স্থান আমার খুব পরিচিত লাগছে।" আমি বললাম - "আপনি তো নিত্য ব্রজবাসী, এখানকার নিত্য বাসিন্দা।" এ কথা শুনে শ্রীল প্রভু ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করে নীরব থাকলেন। তিনি নিত্য ব্রজবাসী, শ্রী যুগল কিশোরের নিজজন।

এক দিন শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রী রাধারমণ ঘেরায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সমাধি পীঠে প্রণাম করে সেখানে উপবেশন করলেন। তিনি এ অধমকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত 'শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ.......' কীর্ত্তনটি গান করতে নির্দেশ দিলেন। আমি কীর্ত্তনটি গান করলাম। ইহা শ্রবণ করে শ্রীল প্রভুর বিরহার্ত্তি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। তিনি এ রকম ভাবে ক্রন্দন করলেন ও এত অশ্রুমোচন করলেন যে সকলে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁর অপূর্ব ভাবাবেশ ও বিপ্রলম্ভ ভাব যাঁরা দর্শন করেছেন, তাঁরা অনুভব করেছেন যে তিনি ছিলেন বাস্তব রূপানুগ, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর কোটি-প্রাণ-সর্বস্ব।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ
শ্রীমদ্ রূপ পদাম্ভোজ ধূলিং স্যাম্ জন্মজন্মনি।"

ইহা তিনি অনেক সময় ভাব গদ গদ কণ্ঠে বলতেন। শ্রী গোবর্দ্ধন পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভু অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে যুবসুলভ উৎসাহে দ্রুত বেগে চলছিলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁর ঐরূপ চলার শক্তি দেখে সকলে বিস্মিত হতেন। পরিক্রমার সময় তিনি নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করে চলতে থাকেন। তিনি বললেন-"**শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধনকে আমরা বদ্ধ চক্ষুতে শিলা রূপে** দর্শন **করছি, কিন্তু প্রতিটি শিলায় শ্রী রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিস্ফুট।**" একটি বৃক্ষের মূল হতে তিনি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গিরিরাজ শিলা তুলে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "দেখতে পাচ্ছ, এই শিলায় যুগল মূর্ত্তি ?" আমি ভাল ভাবে লক্ষ্য করে শ্রীল প্রভুর কৃপাক্রমে ঐ শিলায় যুগল মূর্ত্তি স্পষ্ট ভাবে দর্শন করলাম। শ্রীল প্রভু আমাকে ঐ শিলা প্রদান করে নিত্য অর্চনের জন্য কৃপা নির্দেশ দিলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থান কালে একদিন অন্যদের প্ররোচনায় পড়ে শ্রীল প্রভুর গোষ্ঠীর কয়েক জন মহিলা ভক্ত রাসলীলা দেখতে গিয়েছিলেন।

ইহা জেনে শ্রীল প্রভু ভীষণ বিরক্ত হলেন এবং বললেন — "ইহা ভক্তির বিরোধী।" যদ্যপি রাসলীলা শ্রী রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের লীলা, ব্রাহ্মণ বালকগণের দ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিনীত হচ্ছে; তথাপি এদের ভাব তো অপ্রাকৃত নয়, এরা তো উন্নত উজ্জ্বল রসের অধিকারী নয়। তথা এরা যে রাসলীলা অভিনয় করছে, তা শ্রী রাধাকৃষ্ণ বা প্রকৃত ব্রজবাসীর সুখ বিধানের জন্য তো নয়; এদের অভিনয়ের উদ্দেশ্য গণতোষণ ও অর্থ উপার্জন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কোন কিছু যদি অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে তা ভীষণ অপরাধ। প্রাকৃত ব্যক্তিদের প্রাকৃত ভাব দ্বারা অভিনীত অপ্রাকৃত লীলা দর্শনকারীর হৃদয়ে প্রাকৃত ভাবই আনয়ন করে, এদের অভিনীত রাসলীলা হৃদয়ে জড়ীয় কামেরই উদ্দীপন করাবে। তাই ইহা দেখা ভক্তিবিরুদ্ধ।" এই রকম ভাবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের অনুগত দিগকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করে নানা অপসিদ্ধান্ত হতে রক্ষা করেছেন।

তিনি শ্রী ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে শ্রীল গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ২২-১০-৭২ তারিখে শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে সগোষ্ঠী কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে হরিকথা কীর্ত্তন

শ্রীল প্রভু প্রতি বছর শ্রী গৌরজয়ন্তীর সময়ে শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় এবং প্রায়ই পৌষী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব মহোৎসবে যোগদান করতেন। সমাগত ভক্তদের মধ্যে বাস্তব ভজনেচ্ছুদের কাছে তিনি অহর্নিশ শ্রী গুরুবর্গের তথা শ্রী গৌরগোবিন্দের মহিমা কীর্ত্তন করতেন। মঠ মিশনে যে কিছু ভক্তির বাহ্য আকার চলছে, তাতে আবদ্ধ না হয়ে অন্তর্মনা হয়ে শ্রী গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি করে তাঁর সুখকরী প্রীতিকরী সেবা করতে সকলকে শিক্ষা তথা প্রেরণা দিতেন। তাঁর বীর্যবতী বাণী শ্রবণ করে বহু অন্তর্মনা ভক্ত ভজনের উন্নততর সোপানে আরোহণ করতে পেরেছেন।

২৭-১২-৭৩ তে শ্রী ধাম থেকে ফিরে শ্রীল প্রভু দুবলাগড়ি অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার শ্রী রামকৃষ্ণ দাসাধিকারীর ঘরে হরিকথা কীর্ত্তন করেছিলেন।

ঐ সময়ে তিনি বালেশ্বর ও তিগিরিয়া অঞ্চলে অধিক প্রচার করেছেন।

৫-৪-৭৬ ও ২৫-১২-৭৭ তারিখে তিনি খোর্দ্ধা অঞ্চলে গিয়ে শ্রী গুরুবাণী কীর্ত্তন করেছিলেন। তার ফলে সে অঞ্চলের বহু ব্যক্তি শ্রী গুরুপাদ পদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

২২-৯-৭৮ এ শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ ও শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠকে সংযোগকারী কাঠের পুলটিকে মিশনের সেক্রেটারীর নির্দেশে মঠবাসীগণ উঠিয়ে দিলেন ও সোজা রাস্তাকে বন্ধ করে দিলেন। তার ফলে বাজার হয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে মঠে যেতে পড়ল। শ্রীল প্রভু এটি ভগবদ্ ইচ্ছা মনে করে নীরবে সহ্য করে গেলেন।

১৫-১০-৭৮ ও ১৬-১০-৭৮ এ নয়াপাটণায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে দু দিন ধরে শ্রী দামোদর কটুয়ালের উদ্যোগে একটি বিরাট ধর্মসভা ও নগর সংকীর্ত্তন হয়েছিল। শ্রীল প্রভু সেখানে শ্রী জগন্নাথ ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। ১৯৭৯ তে শ্রীল প্রভু ডমরপড়া, ধামরা, বাঙ্কী আদি অঞ্চলে শ্রী হরিকথা কীর্ত্তন করতে গিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভু ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সভা সমিতিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণীর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারা তথা প্রকটাচার্য শ্রীল গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের মহিমা কীর্ত্তন করে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য করিয়েছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর জেনে তাঁর মনোঽভীষ্ট পূরণ করার জন্য শ্রীল প্রভু ব্রতী হয়েছিলেন। যে শিষ্যা শিষ্যাগণ অর্থাভাব বশতঃ শ্রীল গুরুদেবের নিকটে যেতে পারতেন না, তথা শ্রীল গুরুদেব যাদিগকে চাচ্ছিলেন; তাদিগকে শ্রীল প্রভু নিজের হাত থেকে টাকা দিয়ে শ্রীল গুরুদেবের কাছে পাঠাতেন। আবার সেখানে কিছু দিন থাকার ব্যবস্থাও করতেন। *তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা থেকে বহু দূরে থেকে অন্তরালে শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।* ৮-৪-১৯৮০ তারিখে শ্রীল গুরুদেব পুরী যাওয়ার পথে রেমুণায় শুভবিজয় করলেন। শ্রীল প্রভু পূর্বের থেকে রেমুণা গিয়ে শ্রীল গুরুদেবের সংবর্ধনা,

তাঁর থাকাদির ব্যবস্থা ভাল ভাবে করেছিলেন ।

১৩-৩-৮১ তে শ্রীল প্রভু ওড়িশার বহু ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার জন্য শ্রীধাম গোদ্রুম গিয়েছিলেন । শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে এটিই ছিল তাঁর শেষ পরিক্রমা ।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু তিগিরিয়ার ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে সেখানে ১৯-৫-৮১ তারিখে গিয়েছিলেন । সেখানে শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য শ্রী নিমাইচাঁদ দাসাধিকারী (শ্রী নারায়ণ প্রসাদ দাসজী) র ঘরে প্রথম দিন পাঠ কীর্ত্তন করেছিলেন । সেখানে তিগিরিয়া অঞ্চলের শ্রীল গুরুদেবের শিষ্যশিষ্যা তথা শতাধিক বৈষ্ণব ও শ্রদ্ধালু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন । শ্রীল প্রভু হরিকথা প্রসঙ্গে বললেন — *"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে, তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিলু তোমারে ।' — শ্রী নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রী গুরুদেবের (মহান্ত দীক্ষাগুরু ও মহান্ত শিক্ষাগুরু) প্রতি ঐ রূপ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হলে গৌড়ীয় হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হবে । শ্রী গুরু বৈষ্ণবের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হয়ে মর্ত্ত্য বুদ্ধি হলে 'নারকী সঃ' অর্থাৎ সে ভক্তি লাভ করতে পারবে না ।"*

শ্রীল প্রভু দ্বিতীয় দিন গৌড়ীয় সংপ্রদায়ের সর্বোৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন । তৃতীয় দিন শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য শ্রী বৃন্দাবন দাসাধিকারী (ব্রজবাবু) র ঘরে পাঠ কীর্ত্তন করেছিলেন ।

"ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল, ভক্ত ভুক্তশেষ তিন সাধনের বল ।" এই কথা প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়েছিলেন । শ্রী ঝড়ুদাস ঠাকুরের উচিছষ্ট ভক্ষণকারী শ্রী কালিদাস বিপ্রের প্রতি শ্রী মন্মহাপ্রভুর কৃপার বিষয় উল্লেখ করে ভক্তের পদরেণু, পদজল ও উচিছষ্ট খুব যত্নপূর্বক সংগ্রহ করে সেবন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন ।

তৃতীয় দিন গোপীনাথপুর শাসনে শ্রী প্রিয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রী পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র) র ঘরে পাঠ কীর্ত্তন হয়েছিল । আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভু

গৌড়ীয় মিশনের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্ বাণী করেছিলেন - *"শ্রীল গুরুদেব লীলা সঙ্গোপন শীঘ্র করবেন এবং তাঁর পর তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্যগণ মিশনে অনাদৃত তথা নির্যাতিত হবেন। মিশনের বিভিন্ন মঠে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে ঠিক মার্গে রাখার জন্য গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ও তাঁর বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সৎসাহস আবশ্যক।" 'বপু ও বাণী' র মধ্য থেকে 'বাণী'র আশ্রয় করতে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন।*

তিগিরিয়া অঞ্চলে এক সপ্তাহ অবস্থান করে ভক্তবৃন্দকে ভজনে উৎসাহিত করে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

২১-৬-৮১ তে শ্রীল প্রভু পুরী গিয়েছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সে বছর অসুস্থ লীলা অভিনয় করছিলেন, তাই পুরী আসেননি। শ্রীল প্রভু মঠে অবস্থান করে মঠবাসী তথা গৃহী ভক্তদের কাছে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারা ও শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করে শুদ্ধ ভক্তি ও ছল ভক্তির পার্থক্য বুঝিয়ে ছিলেন।

অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন

গৌড়ীয় মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রী ভাগবত মহারাজ কোলকাতা শ্রী গৌড়ীয় মঠে প্রকটাচার্য শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও শ্রী পুরী গোস্বামীর জয়দান না দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে অন্য গুরুবর্গের জয় দিচ্ছিলেন, যা গুরুপরম্পরার জয় দানের ক্রম নয়। মিশনের অনেক সত্যানুরাগী, ত্যাগী ও গৃহী শিষ্য এরকম গুর্ববজ্ঞামূলক জয়দানে ব্যথিত হয়েও এতে আপত্তি করতে ভয় করতেন। কয়েক জন শ্রীল প্রভুকে এই কথা জানালেন। তাঁরা জানতেন যে, *শ্রীল প্রভুই এক মাত্র ব্যক্তি, যিনি সত্য বলতে জগতের কাউকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। আবার অসৎ নিরসন করে সত্যের উপস্থাপন করাতে তিনি প্রবীণ।* শ্রীল প্রভু কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রী ভাগবত মহারাজকে পত্র দিয়ে কোন উত্তর

পেলেন না। তাই তিনি 'গৌড়ীয়' থেকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধের অনুসরণে পরমার্থী ৩৫ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮১ তে বাংলা ভাষায় **'পরিক্রমণ ও জয় দানের ক্রম কি ?'** প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও ঐটি শ্রী ভাগবত মহারাজের কাছে কোলকাতা পাঠিয়েছিলেন। পরে শ্রী গোদ্রুমে গিয়ে শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাত করে **'জয় দানের ক্রম'** সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তখন শ্রীল গুরুদেব শ্রী গোদ্রুমে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী'তে প্রকাশিত 'জয় দান' প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত আলোচনা করে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভাবে স্থাপন করলেন। তাঁর অকাট্য সিদ্ধান্তের আগে শ্রী ভাগবত মহারাজ মস্তক নত করলেন এবং তাঁর অনুগতদিগকে জয়দানের ঠিক ক্রম অনুযায়ী অর্থাৎ প্রকট গুরুর থেকে জয় দিতে বললেন। তখন থেকে শ্রী গৌড়ীয় মঠে জয়দান ঠিক ক্রম অনুযায়ী দেওয়া হল। শ্রীল প্রভু জয়যুক্ত হলেন। শ্রী শ্রীল গুরুদেব এটি জেনে বিশেষ আনন্দিত হলেন।

শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে শ্রীল প্রভুর **'চৈত্ত গুরু ও মহান্ত গুরু'**র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছিল। শ্রী ভাগবত মহারাজ অনেক সময় নিজের মতকে 'চৈত্ত গুরু'র প্রেরণা বলে বলতেন এবং 'মহান্ত গুরু' অর্থাৎ প্রকট গুরুদেবের আনুগত্যহীন ভাবে অনেক কাজ করে যেতেন। যার ফলে তাঁর অনেক পদক্ষেপে শ্রীল গুরুদেব অসন্তুষ্ট হতেন। শ্রীল প্রভু শ্রী ভাগবত মহারাজকে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের রচিত 'চৈত্ত গুরু ও মহান্ত গুরু' প্রবন্ধ দেখিয়ে মহান্ত গুরু যে চৈত্ত গুরু থেকে বড়, তা সরল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে শ্রী ভাগবত মহারাজ সেটি হৃদয়ঙ্গম করে নিজের ভুল স্বীকার করলেন।

শ্রীল গুরুদেবের প্রাকট্য আর বেশী দিন নেই, শ্রীল প্রভু দিব্য দৃষ্টিতে ইহা জানতে পেরে শ্রীল গুরুদেবকে বিনম্রভাবে তাঁর অধস্তন আচার্য মনোনয়ন করে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রী ভারতী মহারাজকে উপযুক্ত ভেবে থাকলেও তাঁর অনিচ্ছা জেনে বললেন, 'Devils rush in where angels fear to tread' (যেখানে দেবদূতগণ পা ফেলতে ভয় করেন,

সেখানে শয়তানরা দম্ভপূর্বক প্রবেশ করেন) । ইহা তিনি গুরুগিরি করতে অভিলাষী ব্যক্তি দিগকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ।

শ্রীধাম গোদ্রুমে শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে শেষ আলাপ

শ্রীল প্রভু দিব্য দূরদ্রষ্টা সাধু ছিলেন । শ্রীল গুরুদেবের এ বৎসর গুরু পূজা যে শেষ গুরু পূজা - ইহা জানতে পেরে ৩৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা পরমার্থীতে লিখেছিলেন - "**এ বর্ষের গুরুপূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।**" ঐ ইঙ্গিত বুঝে তাঁর অনুগত অনেক ভক্ত শ্রীধাম গোদ্রুম যাত্রা করেছিলেন । ১৭-১২-৮১ তে শ্রীল প্রভু কটক হতে শ্রীধাম গোদ্রুম গিয়েছিলেন শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে যোগ দেওয়ার জন্য ।

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুদেব বহু সংখ্যক উৎকলবাসী ভক্তদের সহিত শ্রীল প্রভুকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন । সে বছর গুরু পূজা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছিল । শ্রী গুরুপূজার পর শ্রীল প্রভু ভক্তগণ সহ শ্রী গোদ্রুম মঠে কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন ।

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ তাঁর শুভআবির্ভাব তিথির পর ডিসেম্বর ২৩ তারিখ (১৯৮১) সকাল বেলা সমবেত ভক্তগণের উপস্থিতিতে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে হার্দ্দিক আলাপ করেছিলেন । শ্রীল গুরুদেব তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান তাঁর প্রিয়তম শিষ্য গুরুগতপ্রাণ শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজকে বললেন - "*এবার গুরু পূজায় বিশেষ ভাবে উৎকলবাসী ভক্তগণ উপস্থিত হয়ে এবং বহু সংখ্যায় গুরু মহিমা পাঠ করে আমার হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ দিয়েছেন । ওড়িশাবাসীদের প্রাণ আছে । আমার প্রতি যথেষ্ট টান তাদের আছে । তা দিগকে দেখলে আনন্দ লাগে ।*" তখন শ্রী রমাবিলাসজী, শ্রী রাসমণ্ডলেশ্বরজী, শ্রীনিধিজী, শ্রী কঞ্জাক্ষজী, শ্রী মদন মোহনজী, শ্রী উত্তমশ্লোকজী, শ্রী প্রিয়কৃষ্ণজী, শ্রী নিমাই চাঁদজী, শ্রী ধরণীধরজী, শ্রী বৃন্দাবনজী, শ্রী কৃষ্ণানুগ্রহজী তথা মহিলা ভক্তদের মধ্যে শ্রীমতী অনসূয়া, সত্যবতী, লীলাবতী, লক্ষ্মীমতী, শেফালী, পুষ্পাঞ্জলী, ঊর্মিলা, প্রতিভা ইত্যাদি

উপস্থিত ছিলেন । শ্রীল গুরুদেব সকলের মুখের দিকে সহাস্য বদনে তাকালেন । তার পর কিছু ক্ষণ চিন্তা করে কিছু বলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে হঠাৎ বললেন - ''ওড়িশা অঞ্চলের ভক্তগণ এবার অনেক এসেছেন, এ সকলের মূল হলেন শ্রী যতিশেখর । এই বলে তাঁর দু পাশে দাঁড়ানো শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও শ্রীল যতিশেখর প্রভুর দিকে তাকিয়ে বললেন - ''যতিশেখর! তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করার জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় । তুমি কত বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী চরণাশ্রয় করেছ ?'' শ্রীল প্রভু বললেন - ''আমি ১৭ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেছি ।'' শ্রীল গুরুদেব বললেন আমিও ১৭ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী চরণাশ্রয় করেছি । এখন তোমার বয়স কত ?'' শ্রীল প্রভু বললেন - ''৭৩ বৎসর ।'' সেখানে উপস্থিত ওড়িশার যে ভক্তগণ বিদায় নিচিছলেন, তার মধ্যে কেউ কেউ শ্রী গুরুদেবের বাৎসল্য গুণে কেঁদে ফেললেন । শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন - ''এখানে উপস্থিত সকলে বিশেষতঃ এই মেয়েরা কাঁদছেন কেন ? শ্রীল প্রভু উত্তরে বললেন - ''কেবল এঁরা কাঁদছেন তা নয়, দেখুন এখানকার বৃক্ষলতা সকলে আপনার বাৎসল্য গুণে অভিভূত হয়ে কাঁদছেন ।'' শ্রীল গুরুদেব আবার বললেন - ''এবার গুরুপূজার হরিকথা বুঝতে পারলে তো ? কীর্ত্তন ও অচর্চন করে শ্রী হরিতোষণ করবে ।'' শ্রীল প্রভু উত্তরে বললেন - ''আমি হরিতোষণ কি জানি না । আমি জানি - 'গুরুতোষণ' ।'' শ্রীল গুরুদেব শ্রীল ভারতী মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন - ''এটা তো বড় দামী কথা ।''

শ্রীল প্রভু স্মরণ করিয়ে দিলেন - ''আমি আপনাকে আপনার পর কে গুরু হবেন এ সম্বন্ধে পত্রে নিবেদন করেছিলাম ।'' শ্রীল গুরুদেব সেদিন তাঁর বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান শ্রীল ভারতী মহারাজের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করে বললেন - ''তুমি কি বলছ ?'' তখন শ্রীল ভারতী মহারাজ ও উপস্থিত সকলে চোখের জলে ভেসে গেলেন এবং শ্রীল গুরুদেবও অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকলেন ।

শ্রীল প্রভু দৃঢ় ভাবে বললেন - ''যদি শ্রীল ভারতী মহারাজ সহায় হন তবে আপনার কথা সকলে শুনবে।'' তখন ঊর্দ্ধে বাহু তুলে শ্রীল গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁর গলা থেকে প্রসাদী মালা খুলে শ্রীল প্রভুর গলায় পরিয়ে দিলেন। আর বললেন - ''তুমি ত চার গুরুর সেবা করলে ও দেখলে। তোমার অভিজ্ঞতা সকলের চেয়ে বেশী আছে। তোমার সঙ্গে আমি একমত। ওড়িশা বাসীকে তুমি হরিকথা বলে শিষ্য করিয়েছ। এ বৎসর ওড়িশা বাসীদের গুরুপূজা হল। এতে তুমি বিশেষ ভাগ নিয়েছ।'' শ্রীল প্রভু বললেন - ''শুনলাম, আপনাকে কে প্রতিবাদরূপ গুলি দেখিয়ে ভয় দেখাচেছ, কিন্তু আমার কাছে শ্রী গুরুবর্গের যে বাণী রূপী শক্তিশালী গুলি আছে তার দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিনাশ করব, যদি শ্রী ভারতী মহারাজ সহায় হন। আমি পারমার্থিক মিলিটারী।'' তাঁর কথা শুনে শ্রীল গুরুদেবের চোখে জল ভরে গেল। তাঁর শ্রীল প্রভুর প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল। শ্রীল প্রভু সহায় হলে শ্রীল ভারতী মহারাজ ধারা সংরক্ষণ করতে পারবেন, এ কথা জেনে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকট লীলা পূর্ব থেকে জানতে পেরে পরমার্থীতে ''বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুরু পূজা'' বলে প্রকাশ করেছিলেন। আবার শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামীর সুযোগ্য অধস্তন রূপে শ্রীল ভারতী মহারাজকে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করার জন্য ধারা সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে শ্রীল গুরুদেবের ইঙ্গিত (শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি) সকলকে জানালেন। পুনশ্চ পূর্ব থেকে তাঁর অনুগত শ্রী প্রিয়কৃষ্ণ দাসাধিকারীকে প্রেরণা দিয়ে তাঁর দ্বারা '*মহাদাতা শিষ্যদেব*' নামে একটি প্রবন্ধ যাতে শ্রী ভারতী মহারাজকে শ্রীল গুরুদেবের অধস্তন রূপে উপস্থাপিত করে বন্দনা করা হয়েছে, তা শ্রীল গুরুদেবকে শোনালেন। সেটি শুনে শ্রীল গুরুদেব খুব আনন্দিত হলেন এবং পরমার্থী পত্রিকায় ছাপাতে কৃপা নির্দেশ দিলেন। ঐ প্রবন্ধটি পরমার্থী ৩৫ বর্ষ ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গলা ভাষায় তার সারমর্ম এখানে প্রদত্ত হল -

মহাদাতা - শিষ্যদেব

নমঃ ওঁ শ্রী গুরু-প্রিয়ানুগায় ভক্তিভূষণ ভারতিনে
শ্রী ভক্তিকেবল ধারা-করুণা-শক্তি-মূর্ত্তয়ে
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত সিদ্ধায় গুরু কীর্ত্তন কারকায়
হে ঔড়ুলোমি ভাগবতী-বাণী বিশ্রম্ভধারক
ভূমাবিশ্বে গুরুবাণী -'হরিকথা'- প্রচারক
জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন দীন-হীন-সহায়ক ॥

হে শ্রী গুরুগতপ্রাণ শ্রী শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ!

আপনি পতিতপাবন শ্রী গুরুদেব শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামীর প্রিয় এবং একান্ত অনুগত শিষ্যদেব। আপনাকে এই দীন হীন অধম অকিঞ্চন পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি নিবেদন করছে। এখানে প্রিয়ানুগ অর্থ - কেউ কেউ শ্রী গুরুদেবের সেবক হয়ে থাকেন, মাত্র সংপূর্ণ আনুগত্যে থাকতে পারে না। আবার কেউ কেউ আনুগত্যে থাকতে ইচ্ছা করেন, মাত্র শ্রী গুরুদেবের মনোঃভীষ্ট বা ইঙ্গিৎ জানতে না পেরে প্রিয় হতে পারেন না। যে বৈষ্ণব শ্রী গুরুদেবের প্রতি অকপট প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি আমার আরাধ্য। আপনার ভূলোকে আবির্ভাব অত্যাশ্চর্য, অতি গম্ভীর, অতি গুপ্ত। আপনি গৌরপ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহা গুরুদেব পতিতপাবন শ্রী ভক্তিকেবলের ব্যাস-বাণী বিশ্রম্ভ ভাবে প্রকাশ করেছেন।

শ্রী হরিকীর্ত্তন, শ্রী গৌর-নিত্যানন্দের কীর্ত্তন এ জগতে গোস্বামী বৃন্দ বিপুল ভাবে শুনিয়ে গিয়েছেন। আপনি শ্রী গুরু মহিমা তথা নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের কীর্ত্তনে জগতের জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির পথ উন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখকরী সেবা করেছেন। শ্রী শ্রীল গুরুদেব প্রিয়শ্রবা। তাঁর প্রিয় কথা কীর্ত্তনে তাঁর শ্রীহরিতোষণপর সেবা বিশেষ ভাবে হচ্ছে।

''তনু মন প্রাণ করিয়াছি দান তোমার চরণ তলে।'' ঐ সংকীর্ত্তন আপনার জীবনের গাথা ; যেহেতু আপনি মহা বদান্যের হৃদয় স্বরূপ।

'তব শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ ভাসানু জীবন তরি'- শ্রীল ঔডুলোমি গোস্বামীর শ্রীচরণ কমলে একান্ত আশ্রিতের এই অভিব্যক্তি । শ্রীল ঔডুলোমি গোস্বামীর বাণী সম্পূর্ণ ভাগবতী বাণী তথা চরম ও পরম সত্য । শ্রী গৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছায় ও শক্তি দানে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ সমুদ্র মন্থন করে নিধি স্বরূপ 'হরিকথা' বের করলেন ; তা' ভাগবতী বাণী। সেই বাণীকে আপনি বিশ্রস্ত ভাবে, নিরবচ্ছিন্ন রূপে, সর্বতোভাবে ধারণ করেছেন । শুধু ধারণ করেছেন তা নয়, বিশ্বকে প্রীতিভরে দান করেছেন শ্রী শ্রীল গুরুদেবের একান্ত প্রিয় এবং অনুগত হয়ে । ইহা ধন্য-কলি জাত জীবদের পক্ষে মহা সৌভাগ্য । এ অধম দীন, হীন, অকিঞ্চন যা বলছে ; তা আপনার তথা আপনার প্রিয় ভক্তবৃন্দের অহৈতুকী করুণায় হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গাথা। শ্রী শ্রীল গুরুদেব আপনাকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করে নাম রেখেছেন - শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভারতী** । ঐ নাম করণের মাধ্যমেই তিনি আপনার স্বরূপ পরিস্ফুট করেছেন । আপনি ভক্তিস্বরূপিণী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভূষণ । ভারতী অর্থে আপনি উন্নতোজ্জ্বলা সরস্বতীর বাণী বীণা । ভক্তি অর্থে সুখকরী ও প্রীতিকরী সেবায় আপনি সতত নিমজ্জিত হয়ে আছেন । আপনি শ্রী ভক্তিকেবলের করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ ।

শ্রী শ্রীল গুরুদেব 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' । তিনি শ্রী হরির যুগলচরণ। যুগলচরণের দয়া ও ক্ষমা দুটি রূপ যদি শ্রী গুরুপাদপদ্ম প্রদর্শন না করেন, তাহলে শুদ্ধভক্তি লাভ করার কারও সাধ্য নেই । আপনিই পতিতপাবন শ্রীভক্তিকেবলের শ্রী পাদপদ্ম । পতিতপাবন শ্রী শ্রীল গুরুদেব আপনাকে শ্রী ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস নাম দিয়ে আপনি যে শ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দনের আপনজন, ব্রজজনের সূচনা দিয়েছেন । আমি বৈশিষ্ট্যলিপ্সু নই ; মাত্র যাঁরা শ্রী গুরুদেবের ইঙ্গিৎ বোঝেন আপনি তাঁদের প্রাণ । আমি অতি দীন, হীন, পতিত, অধম। আমি আপনার অভয় শ্রীচরণ কমলে শরণ নিলাম । আমার অন্য গতি নেই নেই নেই । আপনি শ্রী গুরুদেবের অনুসরণ করার মার্গ নির্দেশ করুন, এই মাত্র নিবেদন । আপনি ঐ দীনকে অমায়ায় শ্রী গুরুপাদপদ্মে আকর্ষণ করে কৃপা করুন । x x x x x x x

শ্রীল প্রভু পরের দিন উৎকল প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শ্রীল গুরুদেবের কাছ থেকে বিরহার্ত্ত হৃদয়ে বিদায় নিতে গেলেন। উভয় গোলোকের জন জানেন -'ইহা শেষ সাক্ষাৎ', অতএব ভক্ত বিরহ দুঃখ যাকে শ্রী রায় রামানন্দ সবচেয়ে বড় দুঃখ বলে অভিহিত করেছেন, তা উভয়ের হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সংগোপন করার জন্য শত চেষ্টা করলেও অশ্রু আদি লক্ষণ দ্বারা তা প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। শ্রীল গুরুদেব সাশ্রু নয়নে সগণ শ্রীল প্রভুকে বিদায় দিয়ে তিনি গেটের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেই রকম নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন। গেটের বাইরে যাওয়ার পর শ্রীল প্রভু হৃদয়ের শোক বহু কষ্টে সম্বরণ করে দুই বাহু তুলে বললেন - "*জয় শ্রী গুরুদেব ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ কী জয়। এই শেষ দেখা, আর নয়।*" শ্রীল গুরুদেব যে স্বল্প দিনের মধ্যে অপ্রকট লীলা করবেন, সকলকে তা জানিয়ে শোকাকুল হৃদয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীধাম গোদ্রুমে ৬-১-১৯৮২ তারিখ বুধবার পুত্রদা একাদশীর দিন শিষ্য শিষ্যাগণকে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রী গঙ্গাদর্শন ও শ্রী গোদ্রুম পরিক্রমা করিয়ে সকলকে পুষ্পমাল্য দিলেন। দুপুরে কয়েক জন ভক্তের পত্রের উত্তর দিলেন ও স্তব পাঠ করলেন। রাত্রি দশটায় সামান্য অসুস্থ লীলা করলেন। সেবকগণ তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। রাত্রি বারটার সময় জিজ্ঞাসা করলেন "আমার কাছে কে কে আছেন?" তখন শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ, শ্রী জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রী কঞ্জাক্ষজী, শ্রী রেবতী জী, শ্রী শ্রীনিধিজী, শ্রী গোরাচাঁদজী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের উপস্থিতির কথা বলা হল। তিনি বললেন, "আমাকে ছেড়ে দাও।" সকলে একপাশে দাঁড়ালেন। শ্রীল গুরুদেব তখন বললেন - "এখন মহামন্ত্র গাও।" সকলে মহামন্ত্র গান করলেন। শ্রী শ্রীল গুরুদেব শ্রী জগন্নাথদেবের আলেখ্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট স্বরে 'হরে কৃষ্ণ' বলে শ্রী রাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকুঞ্জ লীলায় প্রবেশ করলেন। সেই রাত্রে ঠিক সেই সময়ে কটকে শ্রীল প্রভু বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ শোকাভিভূত হয়ে বলে উঠলেন - "**শ্রী গুরুদেব আমা দিগকে ভাসিয়ে দিলেন।**" কাছে উপস্থিত শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী তথা অন্যেরা

এ কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন । পরের দিন টেলিগ্রাম পেয়ে শ্রীল প্রভুর সর্বজ্ঞতা সকলে অনুভব করলেন ।

শ্রীল গুরুদেবের বিরহে শ্রীল প্রভু অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তবুও শ্রী গুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য ধৈর্য ধারণ করে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারা তথা শ্রীল প্রভুপাদের মিশন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে গেলেন । তাঁর আশঙ্কা ছিল,-" মিশনের নিয়মানুসারে যদি শ্রী গুরুদেব কাউকে লিখিত মনোনয়ন পত্র না দিয়ে অপ্রকট লীলা করেন, তা হলে ভোটের সংখ্যাধিক্যে গুরু নির্বাচিত হবেন । যদিও শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত শিষ্যদেব এবং পরবর্ত্তী আচার্য হবার জন্য যোগ্যতম, তবুও তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকাল থেকে বহু সদস্যকে নিজের হাত করে রেখেছেন। বহু অন্যাভিলাষী শিষ্য তাঁকে তোষামোদ করে তাঁর পক্ষে আছেন । এমন অবস্থায় শ্রী ভাগবত মহারাজ গুরু হওয়ার সম্ভাবনা অধিক..... ।"

১৪-২-৮২ তারিখে রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় কোলকাতাস্থ শ্রী গৌড়ীয় মঠে মিশনের মন্ত্রণা সভায় ও সাধারণ সভ্যদের বিশেষ অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে, "মিশনের পূর্বতন প্রেসিডেণ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের অপ্রকটের পর মিশনের সুযোগ্য পাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত হলেন ।"

- *বৈষ্ণবাপরাধ হয় দেহাভিমান থেকে । কামুকের দেহ স্মৃতি থাকে না । সে নিজের সুখের আশায় এত মুগ্ধ যে, সুখভোগ কি তা বোঝে না । ভোগীর চেয়ে ত্যাগী বেশী ভোগ করতে জানে । ত্যাগী বড় ভোগী হয়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে সমান বা শ্রেষ্ঠ হতে চায় । এটি মস্ত বড় অপরাধ । একে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলা হয় ।*
- *বৈষ্ণবাপরাধবিহীন ব্যভিচার-জীবন বৈষ্ণবাপরাধযুক্ত বৈধ জীবনের চেয়ে অনেক ভাল । বৈধজীবন যদি বৈষ্ণব অমর্যাদার কারণ হয়, ঐ জীবন থেকে নীতিহীন জীবন ভাল । ইহা 'পাপ' মাত্র ।* - শ্রী ভক্তিকুমুদ

চতুর্থ তরঙ্গ

মিশনের পরবর্ত্তী প্রেসিডেণ্ট শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক

শ্রীল প্রভু মিশনের কাউন্‌সিলের একজন সদস্য ছিলেন । তাঁকে উক্ত বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য Notice এসেছিল, কিন্তু তাতে লেখা ছিল - "After the passing away of His Holiness Shri Shrimad Bhakti Kebal Audulomi Maharaj.......।" শ্রীল গুরুদেবের প্রতি এরকম অমর্যাদাপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ দেখে তিনি মর্মাহত হলেন ।

শ্রীল প্রভু বললেন - শ্রী গুরুবর্গের পূর্বে 'His Divine grace Paramahansa 108 Srj.............' কথাটি প্রযোজ্য । এটি প্রয়োগ না করে সামান্য সন্ন্যাস আশ্রমোচিত সম্মান 'His Holiness Srimad' শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত অসম্মানজনক ও অমর্যাদাপূর্ণ । পুনশ্চ শ্রী গুরুবর্গের কাছে disappeared (অপ্রকট হলেন) শব্দ প্রয়োগ না করে passing away (মৃত্যু) শব্দ প্রয়োগ ঘোর অমর্যাদাপূর্ণ। শ্রীল গুরুদেবের প্রতি মিশন কর্ত্তৃপক্ষের প্রাকৃত বুদ্ধি তথা মৎসরতার এটি পরিপ্রকাশ ।

শ্রীল প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের মিশনের হিত তথা জগজ্জীবের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করে শ্রী ভাগবত মহারাজকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে - তিনি মিশনের প্রেসিডেণ্ট হয়ে থাকুন, কিন্তু শ্রী হরিনাম দীক্ষা শ্রীল ভারতী মহারাজ দিন । রেজিষ্ট্রী ডাকে বার বার অনুনয় বিনয় করে বহু পত্র শ্রী ভাগবত মহারাজকে দিয়েছিলেন । উপরোক্ত প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতে তিনি আবার প্রস্তাব দিলেন — ‘‘যদি শ্রী ভাগবত মহারাজ প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য হলেন, শ্রী হরিনাম দিয়ে শিষ্য করলেন, অন্ততঃ তাঁর শিষ্যগণকে শ্রীল ভারতী মহারাজের নিকট কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্তি তথা ভজন শিক্ষার জন্য পাঠান ।’’ তাও হল না, বরং শ্রী ভাগবত মহারাজের শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি

কটাক্ষাদি বাড়তে লাগল । এসব লক্ষ্য করে শ্রীল প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং শ্রী ভাগবত মহারাজের প্রতি শ্রীল গুরুদেবের পূর্ব উক্তি . '*পোড়াকপাল....* 'আদি স্মরণ করে নিরাশ হলেন ।

মিশনের শিষ্যশিষ্যাদের মঙ্গল চিন্তা

শ্রীল প্রভুর আনুগত্যে বহু ভক্ত ভজন সাধন করতেন । তাঁরা মিশনের ঐ সন্ধিক্ষণে অসুবিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন, 'একে বন্দে আরে নিন্দে', আবার 'কেহ ভাল নন' বা 'সকলে ভাল' - এই বিষম সঙ্কটে পড়ে ভজন দৃষ্টিতে অসুবিধায় পড়বেন ; তাই শ্রীল প্রভু সত্যানুসন্ধিৎসু বাস্তব ভজনেচ্ছুদের উদ্দেশ্যে একটি আচরণ বিধি লিখে আলোচনা করতে কৃপা নির্দেশ দিয়ে ছিলেন । তা নিম্নে অবিকল প্রকাশ করা হল ।

শ্রীল গুরুদেবের মুষ্টিমেয় শিষ্যের আলোচ্য

পরমারাধ্যতম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের প্রকট কালে মুষ্টিমেয় ত্যাগী ও গৃহস্থ শিষ্য শ্রী শ্রীল গুরুদেবের সেবা করে যা অনুভব করেছেন, তার দ্বারা তাঁরা বর্তমান মিশনের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক রাখবেন ; তা তাঁদের চিন্তনীয় বিষয় হয়েছে । গুরুগতপ্রাণ পরমপূজ্য শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের প্রকট কালে শ্রীল গুরুদেবের দ্বারা তাঁর শিষ্যদের সমস্ত কথা বুঝবার ভার পেয়েছিলেন । শ্রী ভাগবত মহারাজ মিশনের অনেক সেবা করেছেন । তবুও শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীল ভারতী মহারাজের মতো আন্তরিকতা তাঁর ছিলনা । এটি মুষ্টিমেয় শিষ্য অনুভব করেছেন । শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে শ্রী ভারতী মহারাজ ও শ্রী ভাগবত মহারাজের সম্বন্ধে যা মন্তব্য তাঁরা শ্রবণ করেছেন,তাতে তাঁরা পূর্ব থেকে শ্রী ভাগবত মহারাজের প্রতি সতর্ক ছিলেন । শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পর pre-arrangement হয়ে যে রকম গুরু নির্ব্বাচন করা হল, তাতে এই মুষ্টিমেয় শিষ্য আশ্চর্য হয়ে গেলেন । মিশনে গুরুগতপ্রাণ শ্রীল ভারতী মহারাজকে গুরু রূপে স্থাপন করতে অনুরোধ ও

লিখিত পত্রে নিবেদন প্রভৃতি সব ব্যর্থ হয়ে গেল । শ্রীল ভারতী মহারাজ গুরুগত প্রাণ । তিনি সকল শিষ্যদের থেকে শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট ভাল করে জানেন । তিনি শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে মিশতে পারলেন না, আগেও পারবেন না । তিনি অনেক সহ্য করে এক বছর থাকার পর শ্রীল গুরুদেবের বার্ষিক তিরোভাব তিথি অন্তে মিশন ত্যাগ না করেও মিশনের মধ্যে থেকে শ্রীল গুরুদেবের অদম্য প্রেরণায় কয়েক জন লোককে হরিনাম দীক্ষা প্রদান করলেন । তাঁরা অদ্যাপি শ্রীল ভারতী মহারাজের জয় বন্দনা দিয়ে তাঁর আলেখ্য রেখে তাঁকে শ্রী গুরুদেব রূপে পূজা করছেন । মিশনও সেই শিষ্যদিগকে মিশনের বিরোধী বলে তাঁ দিগকে জানাননি কিম্বা তাঁ দিগকে শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রদত্ত শ্রী হরিনাম মালা ত্যাগ করে বর্ত্তমান মিশনের গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজের কাছ থেকে মালা নিতে জানাননি । এতে মিশনে শ্রীল ভারতী মহারাজ থেকে তাঁর একটা ধারা রেখে গেলেন । এর দ্বারা মিশনে দুটি গুরুধারা থাকল । সে জন্য প্রথম থেকে শ্রীল ভারতী মহারাজকে গুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল ।

শ্রী ভাগবত মহারাজের নিকট এখন শ্রীল ভারতী মহারাজ আর শিষ্য করবেন না বলে জানিয়ে মিশনে বাস করছেন, কিন্তু শ্রীল ভারতী মহারাজের আন্তরিকতা মিশনের সঙ্গে বাহ্যতঃ দেখা গেলেও অন্তরে তিনি মিশন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে কৌশলে গুরুসেবা করে যাচেছন - ইহাই শ্রীল ভক্তি সুধাকর প্রভুর নীতি ও উপদেশ ছিল ।

এই মুষ্টিমেয় শিষ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকট কাল থেকে গুরুদেবের অপ্রকটের পর প্রায় দু বছর যাবৎ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যা অনুভব করলেন, তাতে স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে বর্ত্তমান মিশন শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজ তথা শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণের দিকে গতি না করে মুখে সিদ্ধান্ত বললেও কার্যে অপসিদ্ধান্ত করছেন । এই মুষ্টিমেয় শিষ্যদের এখন কি কর্ত্তব্য আলোচনীয় । হয়তো তাঁরা মিশনের মধ্যে ত্যাগী রূপে থেকে শ্রী ভারতী মহারাজের তুল্য মিশনের সঙ্গে বাহ্যতঃ সম্পর্ক রেখে সুদিনের জন্য প্রতীক্ষা

করবেন অথবা দুর্দিনের মধ্যে পড়ে যাবেন । গৃহস্থদেরও সেই গতি । এ রকম পরিস্থিতিতে বিশেষ করে গৃহস্থদের পক্ষে নীরব থাকাই একমাত্র উপায় হবে। এই মুষ্টিমেয় শিষ্য সংঘবদ্ধ হয়ে মিশনের মধ্যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে শ্রীল গুরুদেবের মর্যাদা, শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হলে ভাল হত । কিন্তু যা দেখা যাচেছ, সে রকম সেবোন্মুখ শিষ্য এই মুষ্টিমেয় শিষ্যের মধ্যে নেই । যদি এঁরা সেবোন্মুখ হয়ে শ্রী গুরুশক্তি লাভ করেন, তবে এঁদের মুখে 'স্বয়মেব স্ফূরত্যাদঃ' সিদ্ধান্ত অনুসারে এরকম বীর্যবতী ও ওজস্বিনী বাণী প্রকাশ পাবে ; যার দ্বারা আইন, কোর্ট-কাছারি বা ভোট বা সংঘশক্তি - সব পরাস্ত হয়ে যাবে, শ্রী গুরুধারা শোধিত হবে । যে শিষ্য শ্রীল গুরুদেবের ধারা দূষিত হওয়া দেখে বা গুরু নিন্দায় ব্যাপৃত মিশন থেকে পৃথক হয়ে নীরব থাকবেন ও স্বভজনে মন দিবেন বা সমতুল্য সজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে গোষ্ঠী করে থাকবেন, সে বরং ভাল । কিন্তু গুরু নিন্দা, গুরু সেবার বিরোধী কার্যে প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ উচিত নয় । এখন এই মুষ্টিমেয় ত্যাগী ও গৃহী শিষ্য হৃদয়ে যদি সত্য সত্য শ্রী গুরুদেবের প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তা হলে বাহ্যতঃ মিশনের সঙ্গে মিশে মিশনের গুরুকে পরমহংস সম্মান দিয়ে বা না দিয়ে তাঁর বন্দনা জয়দানাদি করে বা না করে বিনম্র ভাবে শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা মিশন হতে এরূপ গুরু বিরোধী চিন্তাধারা দূরীভূত করার জন্য অনুরোধ করবেন । নচেৎ এই গুরু যদি তা না শুনেন বা সেই দুষ্ট আচরণের জন্য মিশনে বাধা না দেন, তা হলে ঐ মুষ্টিমেয় শিষ্যের মধ্য থেকে কেউ শ্রী গুরুদেবের মর্যাদা রক্ষার জন্য শ্রী গুরুদেবের প্রেরণায় নিজে মূক হয়েও সৎসিদ্ধান্তে বাচাল হয়ে মিশন তুল্য গিরিকে লঙ্ঘন করে যাবে । যাঁরা ঘরে নীরব থাকবেন বা মঠে বন্দনা করতে থাকবেন, তাঁরা ঐ সময়ে উনার সঙ্গে সহযোগ করবেন । উনি শ্রী গুরুর মহিমা ত্রিভুবনে ঘোষণা করতে পারবেন । ''এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন' - ইহা সার্থক করতে পারবেন । অতএব সে জন্য প্রার্থনা ''হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া'' - এই অন্তর্দাহ করে নিম্নলিখিত কাজ করুন । তাঁরা মূক হলেও, পঙ্গু হলেও ঐ কাজ দ্বারা শ্রী গুরুদেবের মর্যাদা সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং মিশনের মধ্যে ঐ আদর্শও সুরক্ষিত হবে ।

—শ্রী হরিনাম আর্ত্তি সহ্ মালায় করবো । গোষ্ঠীগত ভাবে বা ব্যক্তিগত রূপে পূর্বের মতো শ্রীল ভারতী মহারাজের বন্দনাদি করে শ্রীল গুরুদেবের বাণী 'হরিকথা' পাঠ করে তার থেকে সিদ্ধান্ত বল লাভ করবো ও প্রতি বছর গুরুবাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবো — ঐ টুকু এখন আচরণীয় ।

বাহ্যতঃ মিশনে সংশ্লিষ্ট থেকেও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নীতি অনুসারে মিশনে অধিক মিশার মতো মিশনের আচার্যের জয় বন্দনাদি দিয়ে ঐ মুষ্টিমেয় শিষ্য মিশনে গুরুসেবা সুযোগ লাভ করুন । তাঁরা তাঁদের ঘরে, গ্রামে বা মিশনের বাইরে যে সব স্বভজন বা গোষ্ঠীগত ভজন করবেন, তা তাঁরা পূর্বের মতো করুন । মিশনে এসে মিশনের মতো জয়দানাদি সমস্ত করে মিশন সেবায় ব্রতী থাকুন অথবা স্বভজনে গৃহে থাকুন । তা হলে শ্রীল গুরুদেব তাঁদের অন্তর্নিষ্ঠা জেনে অচিরাৎ তাঁ দিগকে শক্তি সঞ্চার করবেন, - ইহাই এ অধমের অনুভূতি ।

মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগহীন হয়ে অথবা মিশন হতে পৃথক হয়ে থাকলে কালক্রমে সহজিয়া, স্মার্ত্ত হওয়া স্বাভাবিক ।

এ অধম সিদ্ধান্ত বাণী লিখে এ যাবৎ মিশনের সেবা করে এসেছে । এখন জীবনের শেষ পর্যন্ত লিখে যাবে । যাঁরা গুরুশক্তি পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় সিদ্ধান্তযুক্ত বাণীর সেবা করবে, তাঁকেও এ অধম সর্বতোভাবে সহায়তা করবে ।

একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্ত্তনে,
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণনাম ধনে ।
সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহ নাথ যথাযথ,
তবে ত গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত ॥

x x x x x x x

আবার মিশন তথা প্রেসিডেন্টের গতিবিধি লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে আর একটি খোলা পত্রে শ্রীল প্রভু ভক্তগণকে নিবেদন করেছেন, তা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল —

আপনাদিগকে কয়েকটি বিষয় লিখছি । যাঁরা পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের বাণী ও পরিচর্যায় সামান্য শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তাঁরা ইহা শ্রবণ করে এ অধমকে কৃপা করলে আমার বাণীসেবা সার্থক হবে ।

(১) কলি যুগ, একেত' ইন্দ্রিয় বৈরী হয়ে বিপথে টানছে, আবার ভক্তি পথ কোটি কন্টকরুদ্ধ হয়েছে । ভক্তি পথে চলতে সাবধান হতে হবে । বিকল হয়ে শ্রী পঞ্চতত্ত্বের কৃপা পাওয়ার জন্য শ্রী গৌরভক্তবৃন্দকে ডাকতে হবে । ঐ ডাক শ্রীল গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন ও পরিক্রমা কীর্ত্তনের মধ্যে আপনারা পাবেন । 'শ্রী হরিকথা' পাঠ করবেন ।

(২) শ্রী শ্রীল গুরুদেব আমাদের শাসন করে ও শুভদৃষ্টির মধ্যে রেখে পত্রাদি দিয়ে শোধন করছিলেন । ভক্তি না থাকলেও তাঁর অসন্তোষের ভয় আমাদিগকে জাগ্রত রেখেছিল । তাঁর প্রকট দৃষ্টি সর্বত্র সকলের প্রতি ছিল । এখন অপ্রকটে আমাদের সে ভাব শিথিল হয়ে যাচ্ছে । আমরা দুষ্ট ছেলে, মার না খেলে কিছুই করবো না । এখন সাক্ষাত মার কে মারবে ? ''কাহার নিকটে গেলে দুঃখ দুরে যায়, এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ।''

(৩) রেমুণা, কটক, পুরী, আলালনাথে দীর্ঘ দিন শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে থাকলাম । সভায় বক্তৃতা দিয়ে, পাঠ করে ও সাক্ষাতে বহু অনুনয় বিনয় পূর্বক শ্রী ভাগবত মহারাজকে আমার ক্ষুদ্র নিবেদন জানালাম । শ্রীল প্রভুপাদ থেকে এ যাবৎ গৌড়ীয় মিশন কেবল গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধের দরুণ অভিশপ্ত হয়েছে । আমরাও তাতে ভাগী হচ্ছি । আমি বুঝিয়ে দুটি কথা বললাম । আপনারা কেউ যাননি । যাঁরা ছিলেন শুনেছেন । সমস্ত মঠের সেবক ও সন্ন্যাসী বৃন্দ আমার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করে আনন্দিত হয়েছেন ও ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্ত লাভ করেছেন । দুটি কথা হল —

(ক) শ্রী ভাগবত মহারাজকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি করবো, যেহেতু তিনি শ্রীমঠ রক্ষা করছেন ।

(খ) শ্রী ভাগবত মহারাজ শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল আচার্যদেব প্রমুখ শ্রী গুরুবর্গের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রীহরিকথা গ্রন্থ স্ব মুখে বর্ণন করুন ও তাঁদের লীলাবলী ছাপান। ইহা হলে সর্ব অধিকারী ভক্তগণ উল্লসিত হবেন। সাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ বললাম। শ্রী পর্বত মহারাজ কটক থেকে কোলকাতা গেলেন। তাঁর হাতে বিস্তৃত পত্র এই মর্মে লিখলাম। এর ফলাফল জানা পড়েনি বা পড়বে না। তিনি লীলাবলী প্রকাশ না করে বরং সভার মধ্যে প্রকারান্তরে কটাক্ষ করে গুরুবর্গকে দুঃখ দিচেছন। তাই আমার শেষ অনুরোধও ব্যর্থ হল। তিনি 'শ্রী হরিকথা ৭ম খণ্ড' পাঠ করলেন না।

(৪) এত বড় মঙ্গলের স্থান গৌড়ীয় মিশন ৫০ বছর মধ্যে পর্বত থেকে পাহাড় হয়ে এখন ক্রমশঃ পাথর খণ্ডের মতো হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি ভূষণ্ডী কাকের মতো সবদেখে কি করে কিছু না বলে থাকব ? তাই শেষ চেষ্টা করব। পরমপূজ্য গুরুগতপ্রাণ শ্রীল ভারতী মহারাজ দুঃখে বড় কাতর হয়ে পড়েছেন। আমি ধৈর্য উৎসাহ দিয়ে রেখেছি। তাঁর ভবিষ্যৎ শ্রীল গুরুদেব জানেন। ওড়িশা ও মেদিনীপুরের অনেক ভক্তও হতাশ হয়ে পড়েছেন। মঠবাসীগণ এখন মুখ খুলতে পারছেন না। অন্তরে অনেকে দুঃখিত দেখলাম। অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠবে।

(৫) যাঁরা ওড়িশায় শ্রী শ্রীল গুরুদেবের স্নিগ্ধ সেবক, তাঁ দিগকে আমি যথার্থ সিদ্ধান্ত আলোক শ্রীল গুরুদেবের কৃপায় যা লাভ করেছি তা প্রদান করব। যাঁরা শ্রীল গুরুদেবের সিদ্ধান্ত আলোক পাবেন, তাঁরা সেই বাণীর মধ্যে শ্রীল গুরুদেবের দর্শন পাবেন। সেই শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-পুরী-তীর্থ-কেবল বাণীই আমাদের একমাত্র বিপদের বন্ধু ও অন্ধকারে পথ দেখাবে। 'শ্রী হরিকথা গ্রন্থ' পর্যালোচনা হোক।

(৬) পত্র মাধ্যমে আমি কত লিখব ? তবে 'পরমার্থী'তে নির্ভীক ভাবে সম্পাদকীয় লিখছি। যাঁরা আমাকে পরিপ্রশ্ন ব্যক্তিগত ভাবে বা

'পরমার্থী'তে জিজ্ঞাসা করবেন, স্পষ্ট ভাবে উত্তর পাবেন। পত্র মাধ্যমে এখন ইষ্টগোষ্ঠী করতে আমি ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি যে কুটীরে শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে আছি, এটি অতি সেঁতসেঁতে জায়গা, এখানে ঘরের অভাব। তাই এখানে এলে থাকার জায়গা না থাকাতে আমি কাউকে ডাকতে পারছি না। মঠে এসে সেখানে থেকে আমার সঙ্গে সময় নষ্ট করলে মঠের সেবা না করলে মঠসেবকগণ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই পত্র দিয়ে যার যা ভজনের প্রতিকূল এখন ও ভবিষ্যতের জন্য জানালে সমাধানের উপায় বলতে পারতাম। আমি এইটুকু সেবা করতে পারতাম।

(৭) আমাকে সভার মধ্যে বক্তৃতা দিতে হবে সত্য কথা ছাপিয়ে বিতরণ করতে হবে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায়। এর জন্য আপনারা সাহায্য ও সহানুভূতি করবেন। শ্রী গোদ্রুম ও ওড়িশায় এই টুকু সেবা করব। সকলে শ্রী গুরুদেবের বিরহসন্তপ্ত। তাঁরা শ্রী শ্রীল গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করে যদি উৎসাহিত না হন, তবে অসহায় হয়ে যাবেন। আমি গুরুবাণী ছাপিয়ে অপসিদ্ধান্তের খণ্ডন করব।

(৮) আমরা শ্রী গুরুপীঠের উৎসব পরিক্রমাদিতে অবশ্য যোগদান করবো - বহু সংখ্যায় করবো। সেখানে আমরা কর্তাভজা ত্যাগী ও গৃহীদের সঙ্গে মিশবো না। শ্রী ভাগবত মহারাজকে প্রণাম মাত্র করে মঠের ভিক্ষা দিবো। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলবো - আপনি সব কথায় যে রকম সরল, সেই রকম সরল গুরুবর্গের নাম - রূপ-গুণ-মহিমা বলা ও লিখাতে নন। তাই আপনার সঙ্গে আমরা মিশতে পারছিনা। ইহা আমাদিগকে কেউ শেখায়নি, ইহা আমাদের অনুভূতি। কারণ আপনি শ্রীল গুরুদেব প্রকট থাকতে থাকতে যা সব করেছেন, তা আমরা ভুলতে পারছিনা অথবা ভুলার উপায় আপনি করছেন না, তাই এই টুকু মাত্র।

(৯) শ্রী ভাগবত মহারাজ পুরীতে সভায় বলেছিলেন - ''আমি শ্রীল

গুরুদেবকে শ্রদ্ধা থেকে অধিক করি, তা হল প্রেম । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই প্রেম নির্বিশেষ না সবিশেষ ? এই প্রেমের প্রকাশ করুন । আপনার হরিকথা, ভাগবত কথার মধ্যে আমাদের মতো অধমেরা শ্রী গুরুদেবের সম্বন্ধ দেখতে পাচ্ছে না ।" সব কথা সত্ত্বেও 'অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' - অবস্থা ।

(১০) তাই নিজের নিজত্ব রক্ষা করে শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে দেখা, নমস্কার, ভিক্ষাদি মাত্র দিয়ে যদি মঠের উৎসবে যোগ দান করা থেকে অধিক তোষামোদ করি বা তাঁকে প্রীতি দেখাই ; তবে শ্রীল গুরুদেবের প্রতি কটাক্ষ শ্রবণে অপরাধী হতেই হবে । সাবধান ।"....

প্রণাম

অধম-শ্রী **যতিশেখর দাস**

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু এইরূপ ভাবে অন্ধকার যুগে সকলকে শুদ্ধভক্তি পথে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছিলেন । শ্রী শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ '*রাহু কবলে ইন্দু*'র মতো মিশনে নিজের ভজন নিয়ে দৈন্য পূর্বক আত্মসংগোপন করে থাকতেন । শ্রীল গুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য শিষ্যাগণ অন্তরে তাঁকে প্রকট গুরুরূপে হৃদয়ে বসিয়েছিলেন । শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের প্রকট কাল থেকে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রী ভাগবত মহারাজের সম্বন্ধে নানা খেদপূর্ণ মন্তব্য শুনেছিলেন । শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পর তিনি শ্রী ভাগবত মহারাজের আচার বিচারে পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের প্রতি অনাদর লক্ষ্য করে খুব দুঃখিত ছিলেন । তিনি মিশনের অবস্থা দেখে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন । মিশনে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে মিশন ছেড়ে রেমুণায় থাকার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন । শ্রীল মহারাজকে বহু ধৈর্য দিয়ে শ্রীল প্রভু বললেন - "*হে মহারাজ, আপনি নিষ্ঠা করে শ্রী গোদ্রুমে শ্রী হরিনাম ও সেবা করুন । দেখবেন, কে আপনাকে টলাবে ? আপনি নিষ্ঠা করে বসলে অনেকে ঘেউ ঘেউ করবে,*

কিন্তু আপনি শ্রীল গুরুদেবের কৃপায় সুরক্ষিত থাকবেন ; কেননা শ্রীল গুরুদেবের আপনার প্রতি ইহা শেষ আদেশ ছিল । আমি আপনার পিছনে আছি, ভক্তবৃন্দও আছেন ।"

শ্রীল প্রভুর উদ্দেশ্য ছিল — শ্রীল ভারতী মহারাজ মিশনের মধ্যে শ্রী গোদ্রুমে স্বীয় নিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকলে মিশনের বহু সরল ভজনেচ্ছু ত্যাগী তথা গৃহী শিষ্যদের তাঁর প্রতি সমর্থন ও সম্পর্ক থাকবে, তাঁরা ভজন সাধন সম্পর্কীয় সাহায্য পেতে পারবেন ; আবার মিশনে তাঁর স্থানও সুদৃঢ় হবে। শ্রীল ভারতী মহারাজের ভজন তেজের সামনে শ্রী ভাগবত মহারাজ স্বাভাবিক ভাবে মলিন হয়ে পড়বেন ও শ্রীল ভারতী মহারাজের স্বভাবসিদ্ধ গুরুত্ব মিশনের মধ্যে স্বতঃ প্রতিভাত হবে । মিশনে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার অনন্য আচার্য রূপে সকলে তাঁকে স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে স্বীকার করবেন । এই দূরদৃষ্টি নিয়ে শ্রীল প্রভু শ্রীল ভারতী মহারাজকে মিশন ত্যাগ না করার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রীল ভারতী মহারাজও অনেক সহ্য করে মিশনে পড়ে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন ।

বালিমেলায় প্রচার

শ্রীল প্রভু ওড়িশার কোরাপুট জেলায় অবস্থিত বালিমেলায় শ্রী মন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত প্রচার করতে গিয়েছিলেন । সেখানে তাঁর অনুগত শ্রী প্রবীর কৃষ্ণ পাত্র (দীক্ষানাম - শ্রীপদ্মনয়ন দাস) সেখানকার সরকারী উচচ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন । তাঁর গুরুবাণী অনুকীর্ত্তনে উদ্‌বুদ্ধ কয়েকটি ভক্ত পরিবার শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু শ্রীমান পদ্মনয়নকে সঙ্গে করে ২৭-৬-৮৩ তারিখে বালিমেলা শুভ বিজয় করে তাঁর Qr. No. 2RA-C 132 তে ১২ দিন অবস্থান করে শ্রী মন্মহাপ্রভুর বাণী সেখানকার শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে, শ্রী আখণ্ডলমণি মন্দিরে তথা ভক্তদের ঘরে ঘরে প্রচার করেছিলেন । তাঁর বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সেখানকার বহু ভক্ত সদাচার পালন করে সদ্‌গুরু চরণ আশ্রয় করেছিলেন ।

শ্রীল প্রভু দ্বিতীয় বার ২৩-৭-৮৪ তারিখে বালিমেলায় শ্রী গুরুবাণী প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন । ২৪-৭-৮৪ তারিখে কোরাপুট শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তাঁকে দর্শন করে তাঁর শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করে মন্দিরের সেবায়তগণ তথা সেখানকার কয়েকজন শ্রদ্ধালু সজ্জন আপ্যায়িত হলেন ।শ্রীল প্রভু ২৫-৭-৮৪ তারিখে বালিমেলায় পৌঁছে Qr. No. 2RA-C 132 তে অবস্থান করে বালিমেলা ও তার কাছাকাছি বিভিন্ন অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করলেন। বালিমেলার বহু উচচ শিক্ষিত উচচ পদাসীন সজ্জনবৃন্দ তাঁর কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ করে শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ।

এবার শ্রীল প্রভু বালিমেলায় দীর্ঘ দু মাস অবস্থান করে সেখানকার সদ্গুরু চরণাশ্রিত ভক্তদিগকে শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়ে তাঁদিগকে ভজন পথে উন্নীত করার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন ।

গৌড়ীয় মিশনে গুর্ববজ্ঞা

শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ শ্রীল আচার্যদেব শ্রী পুরী গোস্বামীর কয়েকটি হরিকথা, যা তিনি তাঁর আচার্যত্ব কালে উপদেশ দিয়েছিলেন সে সমস্ত সঞ্চয়ন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য মিশনকে অনুরোধ করেছিলেন। মৌখিক তথা পত্রের মাধ্যমেও ঐ শ্রী আচার্যদেবের হরিকথা গ্রন্থ ছাপাবার জন্য যা অর্থ আবশ্যাক তা দিবেন বলে জানিয়েছিলেন । এর উত্তরে মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ ২-৪-৮৬ তারিখে শ্রীল ভারতী মহারাজকে যা লিখলেন, তা পড়ে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন তথা মিশনের প্রেসিডেন্ট (গুরু) ও সেক্রেটারী আদির মধ্যে এরূপ শ্রী আচার্যদেবের প্রতি বিদ্বেষরূপী বিষ ভরে আছে জেনে তিনি মর্মাহত হলেন এবং এরকম সংগ ত্যাগ করা উচিত বলে চিন্তা করলেন ।

শ্রী হৃষীকেশ মহারাজের পত্রের নকল

শ্রী গৌড়ীয় মঠ
কোলকাতা
২-৪-৮৬

শ্রী শ্রী বৈষ্ণব চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্বিকেয়ম্

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ,

আপনি আমার দণ্ডবত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীমান্ পরমার্থী মহারাজের নিকট আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম।

আপনি এখানে শ্রীল আচার্যদেবের গ্রন্থ ছাপাইতে চান, জানিতে পারলাম। মিশনের নামে না ছাপাইয়া ব্যক্তিগত ভাবে কাহারো নামে ছাপানো ভাল। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজ ২৮ বর্ষ আচার্যলীলা কালীন এ বিষয়ে কোন ঝোঁক দেন নাই। এখন আমার উপরে সমস্ত দোষ পড়ছে। শ্রীল আচার্যদেব মিশন ও শ্রীল প্রভুপাদকে পরিত্যাগ করার সময় মিশনের তিলকাদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ও সংপূর্ণ আলাদা ভাবে ভজন করিয়াছিলেন, এ জন্য শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁহার বাণী আদি প্রচারে তখন আগ্রহ দেখান নাই। এ বিষয়ে শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও কৃষ্ণ প্রসাদ প্রভু আদি পুরাতন সেবকরা ভাল ভাবে জানেন। পত্রে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখা যায়না।

x x x x x x x x

অত্রস্থ অন্যান্য কুশল।

ইতি

শ্রী বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ,
সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন

মিশনের নামে ঐ গ্রন্থ ছাপাবেন না বলে সেক্রেটারী জানালেন, তার ফলে তিনি উক্ত গ্রন্থ অন্যত্র প্রেসে ছাপিয়েছিলেন।

শ্রীল ভারতী মহারাজ এ সম্বন্ধে সমস্ত শ্রীল প্রভুকে অবগত করিয়েছিলেন এবং মিশনের সেক্রেটারীর পত্রও দেখিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভু মিশনে এরকম বিষ লুক্কায়িত তথা সক্রিয় আছে জেনে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলেন। শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি এমন ভ্রান্ত ধারণা এদের হৃদয় থেকে দূর করে মিশনকে ঠিক পথে আনার জন্য তিনি মৌখিক তথা লিখিত বাণী ও পরমার্থী পত্রিকায় প্রবন্ধাদির মাধ্যমে বহু চেষ্টা করলেন। শ্রী ভাগবত মহারাজকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁকে বহু পত্রের মাধ্যমে ও সাক্ষাতে বারবার নিবেদন করেছেন - "আপনি পূর্ব গুরুবর্গের বিশেষতঃ শ্রীল আচার্যদেবের তথা শ্রীল গুরুদেবের সবিশেষ মহিমা, লীলাবলী প্রকাশ করুন, যার দ্বারা শ্রীগুরু বর্গের কৃপাশীর্বাদ পাবেন তথা গুরুদাসদাসী গণের শ্রদ্ধাভাজন হবেন।"

শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা পুস্তকের সমালোচনা

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে 'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা' নামক একটি পুস্তক গৌড়ীয় মিশনের তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে মিশনের গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজের শ্রীহস্তে অর্পিত হল। শ্রীল প্রভু উক্ত পুস্তক পাঠ করে গৌড়ীয় মিশনের পূর্বাচার্য পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর সম্বন্ধীয় তথ্য ও পারমার্থিক ইতিহাস গোপন ও বিকৃত হয়েছে দেখলেন। যথা -

(১) লেখক শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ তাঁর লিখিত শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা পুস্তকে শিক্ষাগুরুগণের মধ্যে তাঁর আদি শিক্ষাগুরু পরমহংস শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেবের নাম বাদ দিয়েছেন।

(২) বন্দনা পৃষ্ঠায় শ্রীল আচার্যদেবের নাম বাদ দিয়েছেন।

(৩) ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় পরমারাধ্যতম পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁর অধস্তন শ্রীল আচার্যদেবের সঙ্গে দীর্ঘ কাল বাস করে সেবা করার কথা গোপন করেছেন।

(৪) শ্রী নবদ্বীপ পরিক্রমা যে শ্রীল আচার্যদেব দশবর্ষ কাল পরিচালনা করেছিলেন, সে তথ্যও গোপন করেছেন (১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৫) শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বাণীতে 'আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে' - এই কথা বিকৃত করেছেন। (১২৭ পৃষ্ঠা) ...... ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের মিশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকে শ্রীল আচার্যদেবের এ রকম অবমাননা দেখে মর্মাহত হলেন এবং এর দ্বারা মিশন দূষিত হয়ে যাবে - এই চিন্তা করে তিনি সেক্রেটারীকে অনেক পত্র প্রেরণ ও সাক্ষাতে বহু প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কোন সমাধান পেলেন না। পুনঃ কটক সচ্চিদানন্দ মঠে সেক্রেটারী ও গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজকে সাক্ষাতে অনেক বুঝিয়ে এরকম ভ্রমপূর্ণ পুস্তকে ভ্রমসংশোধন দিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা উক্ত নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না। পরন্তু শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ ১১-৬-৮৬ তারিখের পত্রে শ্রীল প্রভুকে লিখলেন - "....*পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্যদেব পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আম্নায় ধারা পরিত্যাগ করার জন্য অনেকেই মর্মাহত.....*"

x x x x x x x x

তাই মিশনের মঙ্গলের জন্য শ্রীল প্রভু বাধ্য হয়ে 'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা পুস্তক পর্যালোচনা' 'পরমার্থী' ১৯৮৬ সাল ৪০বর্ষ ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা প্রকাশ করলেন । ঐ পরিপ্রেক্ষীতে কএকটি প্রবন্ধ উক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করে মিশনের তদানীন্তন গুরুর স্বরূপ জানালেন । ঐ প্রবন্ধ গুলি -(১) স্পষ্টীকরণ (২) ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ (৩) ইহা কি বৈশিষ্ট্য ? .... ইত্যাদি।

তাঁর লিখিত মিশনের গুরু ও সেক্রেটারীকে সমালোচনাত্মক এই প্রবন্ধ গুলি পাঠ করে খোর্ধা অঞ্চলের কয়েক জন অর্বাচীন শিষ্য মর্ম বুঝতে না পেরে প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়ে পরে তাঁদের ভ্রম বুঝতে পেরেছিলেন । এটি ৪০বর্ষ 'পরমার্থী' ৮ম সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে ।

'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা পুস্তকের পর্যালোচনা' তথা অন্যান্য সমালোচনাত্মক প্রবন্ধাদি পাঠ করে মিশনের সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ অবশেষে শ্রীল প্রভু যে ভ্রম গুলি দেখিয়েছিলেন, সেই গুলি সংশোধন করে চারি পৃষ্ঠা শুদ্ধিপত্র উক্ত পুস্তকে সংযোগ করেছিলেন; যা পরমার্থী ৪০ বর্ষ

৭ম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ৮৬) তে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ তাঁর লিখিত ১৮-১২-৮৬ তারিখের একটি পত্র পরমার্থীতে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যা ৪০ বর্ষ ১১ সংখ্যা (২৫ জানুয়ারী ১৯৮৭) তে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হল -

ওড়িশার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'পরমার্থী'র স্বনামধন্য সংপাদক শ্রীপাদ যতিশেখর দাস, ভক্তি কুমুদ, ভক্তি শাস্ত্রীজী 'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা' গ্রন্থ খানি বিশেষ মনোযোগের সহ পাঠ করে যে অপূর্ব সমালোচনা লিখিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট জ্ঞাপন করার জন্য অদ্য পরমার্থী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পাঠাইলাম।

পরম পূজনীয় শ্রীপাদ যতিশেখর প্রভু প্রায় ৪০ বর্ষ যাবত ঐ পত্রিকার সম্পাদক রূপে সেবা করিয়া সমগ্র ওড়িশায় বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। 'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা' গ্রন্থ খানিতে কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের গুরুধারায় আগত পরমভাগবত শ্রী ভক্তিবিনোদ - সরস্বতী -পুরী -ভক্তিপ্রদীপ-ঔডুলোমি ... মহান আচার্যগণের শিক্ষা অনুসরণে যে ৪৬ টি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সমালোচনা অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদরেণু প্রার্থী
প্রণত সেবকাধম
শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ
তা - ১৮-১২-৮৬

শ্রীল প্রভু জয়যুক্ত হলেন। শ্রী গুরুবর্গের বাণীরূপী অস্ত্রের দ্বারা সমস্ত অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনে তিনি পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। ' The pen is mightier than the sword ' — এ কথা তিনি প্রমাণ করেদিলেন। শ্রী গুরুবর্গের অবমাননা তিনি কখনও সহ্য করতেন না। অবমাননাকারীর প্রতি তিনি বজ্রাদপি কঠোর, আবার তাঁর মধ্যে পরে শ্রী গুরুবর্গের প্রতি সামান্য আদর লক্ষ্য করে কুসুমাদপি কোমল হয়ে যেতেন। প্রতিষ্ঠাদির জন্য অসতের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করেননি।

পূর্বাচার্য অবমাননার প্রতিবাদ

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের পূর্বাচার্য অবমাননার আর একটি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হল —

শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্য ভুবনেশ্বরস্থ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি পুরী গিয়ে সেখানে শ্রী পুরুষোত্তম মঠে গৌড়ীয় মিশনের তদানীন্তন গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজকে সাক্ষাৎ করে গুরু পরম্পরায় স্থিত শ্রীল আচার্যদেব শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর তৈল চিত্র শ্রী পুরুষোত্তম মঠের নাট্যমন্দিরে এবং শ্রী গোদ্রুমের নাট্যমন্দিরে স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানালেন । প্রত্যুত্তরে তাঁর মুখ থেকে শ্রীল আচার্যদেবের অবমাননা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন । তিনি তাঁর শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল যতিশেখর প্রভুকে তাঁর সেই দুঃখ পত্রের দ্বারা জানিয়েছিলেন । শ্রী পুরী ও শ্রী গোদ্রুমে শ্রীল আচার্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুকে ঐ পত্রে অনুরোধ করেছিলেন । শ্রীল প্রভু ও শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ কটক মঠে সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ ও প্রেসিডেন্ট শ্রী ভাগবত মহারাজের সঙ্গে পুরী ও গোদ্রুমের নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য স্থাপনের জন্য আলোচনা করেছিলেন । তাঁরা পরে এটি বিচার করবেন বললেন । শ্রীল প্রভু আবার সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজকে গৌড়ীয় মিশনের প্রত্যেক মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্যদেবের তৈলচিত্র স্থাপনের জন্য পত্র দিয়েছিলেন । পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভারতী মহারাজও এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন । সেক্রেটারী শ্রী হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীল প্রভু ও শ্রীল ভারতী মহারাজকে পত্র দিয়ে মঠাদির নাট্যমন্দিরে তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়ে স্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন ।

শ্রীল প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহান্তিকে এ কথা জানিয়েছিলেন । তৎপরে কটক মঠের মঠরক্ষক শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ তাঁর কাছ থেকে আলেখ্য নির্মাণের জন্য দু হাজার টাকা এনে কটকে শ্রীল আচার্যদেবের তৈল চিত্র নির্মাণ করিয়ে পুরী মঠের উৎসবের সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নাট্যমন্দিরে স্থাপন করার জন্য

তিগিরিয়ার শ্রীপাদ নিমাইচাঁদ দাসাধিকারী ও শ্রীপদ্মনেত্রজীর হাতে পাঠালেন। সে দুজন শ্রীল আচার্যদেবের তৈলচিত্র নিয়ে গৌড়ীয় মিশনের গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজকে দেখালেন। সেক্রেটারীর অনুমতি পত্রও দেখিয়ে সেই তৈলচিত্র শ্রী পুরুষোত্তম মঠের নাট্যমন্দিরে স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রী ভাগবত মহারাজ বললেন - "*শ্রী গুরুদেব ঔড়ুলোমি মহারাজ যেহেতু আচার্যদেবের আলেখ্য নাটামন্দিরাদিতে রাখেননি, তাই আমি ইহা নাটামন্দিরে স্থাপন করব না। আচার্যদেব তো প্রচার করেননি, তাই তাঁর আলেখ্য ভজনগৃহে রাখ, তিনি প্রচার্য নহেন।*" তাঁর ঐরূপ অবজ্ঞাসূচক কথায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ খুবই দুঃখিত হলেন। তাঁরা শ্রীল আচার্যদেবের তৈল চিত্র রথযাত্রার পরের দিন কটকে ফিরিয়ে এনে আলেখ্যপ্রেরক শ্রীপদ্মনাভ মহারাজকে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে দিলেন। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি তথা শ্রীল প্রভু এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শ্রীল প্রভু শ্রী ভাগবত মহারাজকে কটক থেকে পত্র দিয়ে এ বিষয়ে পুনঃ বিচার করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

গুরুগতপ্রাণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ সে সময়ে পুরী শ্রী পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্যের অবমাননা দেখে মর্মাহত হয়ে তিনি মিশন ত্যাগ করলেন।

'পরমার্থী'র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ

শ্রী ভাগবত মহারাজ 'পরমার্থী'র প্রাচীন সম্পাদক শ্রীল প্রভুকে সম্পাদক পদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অপচেষ্টা করলেন। কারণ, এক বৎসরের পূর্বে তাঁর প্রকাশিত 'শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা' পুস্তকের যে সমালোচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা মিশনকে বিব্রত করে দিয়েছিল। শ্রীল আচার্যদেব শ্রী পুরী গোস্বামীর আলেখ্য এখন পুরী মঠের নাট্য মন্দিরে না রাখার দরুণ শ্রীল প্রভু নিশ্চয়ই তীব্র সমালোচনা করবেন, তিনি এই আশঙ্কা করলেন।

শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী'র জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পরমার্থী প্রেসে ছাপানোর জন্য দেওয়াতে সহসম্পাদক শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ জানালেন -

''মিশনের গুরু ও সেক্রেটারী বারণ করে গিয়েছেন, আপনার কোন প্রবন্ধ পরমার্থীতে ছাপানো যাবে না ।''একথা শুনে শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী'র সম্পাদকত্ব সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগ করলেন ও পরিত্যাগপত্র মিশনের গুরুর নিকট সহসম্পাদকের হাতে পাঠালেন । তাতে তিনি লিখেছিলেন -''....... **পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য অপমানিত হয়ে পুরী রথযাত্রার দিন কটকে ফিরে আসাতে আমি মর্মাহত হলাম । সেই কারণে আমি 'পরমার্থী'র ৪২ বর্ষ ৫ম সংখ্যা থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করলাম । আমি 'পরমার্থী'তে নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশনেও বাধাপ্রাপ্ত হলাম ।''**

সত্যের কণ্ঠরোধ করার জন্য মিশনের গুরুর এতাদৃশী অপচেষ্টাকে 'পরমার্থী'র সুধী গ্রাহকবৃন্দ তথা সত্যানুরাগী জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সমাজ, প্রজাতন্ত্র, মাতৃভূমি আদি সমাচারপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন ।

শ্রী শ্রীল প্রভুকে তাঁর দীক্ষাগুরুদেব শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, শ্রী গুরুবৈষ্ণবের প্রতি টান, আবার সত্যপ্রকাশে অপূর্ব নির্ভীকতা লক্ষ্য করে **'পরমার্থী'** পত্রিকার সম্পাদকত্ব প্রদান করেছিলেন । সম্পাদক সূত্রে তাঁর উপর বিশেষ দায়িত্ব তিনি ন্যস্ত করে গিয়েছেন । মিশনের অর্বাচীন প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্পাদক রূপে মানুক বা না মানুক, মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন ।

''**পারমার্থিক সাময়িক পত্রের সম্পাদকের আদর্শ ও নীতি**''কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হল —

'' অন্যাভিলাষ দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমার্থিক পত্র অসমর্থ । সাধুর বেশে অনেকে সাধু বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজে নিজে হরিবিমুখ বিষয়ের পুষ্টি

সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রী পত্রিকা পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগদ্বেষের বশবর্তী হইয়া সাধু নিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয়না । পারমার্থিক সাময়িক পত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগ ভাজন হইতে পারেন । "বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান্ " - শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই বাক্য অবশ্যই কপটীগণের পক্ষে বজ্র সদৃশ। যাঁহারা বলেন, শ্রী পত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সংগবর্জন করার পরামর্শ দিবেন না, কেননা তাহাতে পরচর্চ্চা হয় । তদুত্তরে শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন -

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ ॥"

(ভা: ১১-২৬-২৬)

অসাধুদিগের বিচারে 'পরচর্চ্চা' বলিয়া স্থির হইলেও অসৎ নিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না । দুঃসঙ্গবর্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না । বৈষ্ণবাপরাধী গণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব গুরুবৃন্দের অসম্মান দেখিয়া পারমার্থিক পত্রের সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ গুরুসেবায় ব্যাঘাত হয় ।

ভাগবত মাত্রেই পরম সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্ ভক্ত কখনই সেই দুঃসংগকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না । বৈষ্ণবের ভৃত্য সূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবল মাত্র পাপ নহে, আত্মার অধঃপাত কারক অপরাধ । ইহাতে সমগ্র জগত আমাদের বিরোধী হইয়া যায় যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব ।"

(গৌ:১৫ খণ্ড ৩৫, ৩৬ সংখ্যা)

শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের অবমাননা তথা নিরপেক্ষ সত্যপ্রকাশনে বাধা দেখে শ্রীল প্রভু মিশনের ঐরূপ দুর্গতি লক্ষ্য করে বিশেষতঃ সরলপ্রাণ গৃহী বা ত্যাগী শিষ্যদের মঙ্গল চিন্তা করে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন । যদি সংঘের মধ্যে মহৎ নিন্দা বা মহৎ অবজ্ঞা ঢুকল, তবে এই সংঘ ধূলিসাত্‌ হয়ে যাবে । শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় - ''জাহান্নামে যাক'' (নরকে যাবে) । ''তোমা স্থানে অপরাধে নাহিঁ পরিত্রাণ'' । আবার শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বলেছেন, ''সাধু নিন্দা থেকে গুর্ববজ্ঞা অধিক মারাত্মক অপরাধ'' ।

সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরু, সত্‌সংপ্রদায় ভেবে শ্রী কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করতে আসছেন, কিন্তু ভক্তি ত দূরের কথা, গুরুবর্গের নিন্দা শুনে বা পারস্পরিক অপরাধগ্রস্ত হয়ে অধিক দুর্গতি লাভ করছেন ।

'' ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে ।
সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভাল মতে ॥''

(চৈঃভাঃ মধ্য ২০-১৪৩)

সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয় ।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয় ॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এই জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে ॥

(চৈঃভাঃ মধ্য ২০-১৪৪,১৪৫)

অতএব সকলের মঙ্গল চিন্তা করে এবং শ্রীল প্রভুপাদের গ্যালন গ্যালন চিদ্‌ রক্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনকে এই বাটোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীল প্রভু বিশেষ চিন্তিত হলেন ।

কোথায় ব্রজে বা ভক্তহৃদয় রূপ ব্রজকুঞ্জে রাসমাধুর্য উদ্দীপনা-হাস্য-লাস্য-সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা, সর্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় সেবা করে সুশীতল হওয়া ! আর কোথায় প্রাকৃত কাম -জড়ীয় অপস্বার্থ, কৃষ্ণ বিদ্বেষের ইন্ধন !

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের সাহচর্য

শ্রীল প্রভু শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজকে আম্নায় পরম্পরার প্রকটাচার্য রূপে ঘোষণা করেছিলেন । তখন শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রী গোদ্রুম মঠে ছিলেন । মঠ মিশনের পরিস্থিতি দেখে তিনি খুব দুঃখিত ছিলেন। ২২-১২-৮৬ তারিখে শ্রীল প্রভু শ্রীধাম গোদ্রুমে শ্রীগুরুপূজায় যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুর সঙ্গে বহু সূক্ষ্ম ও গভীর বিচার আলোচনা করে শ্রী গুরুপূজার পর ২৬-১২-৮৬ তারিখে সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভুর সঙ্গে শ্রীল মহারাজ সেবকগণকে নিয়ে মিশন থেকে বেরিয়ে এসে রেমুণায় পৌঁছলেন । তাঁর আপাত থাকার জন্য রেমুণায় শ্রীমান পদ্মনয়নের জায়গায় শ্রীল প্রভুর নির্দেশে একটি কুটীর নির্মাণ করা হয়েছিল । এই কুটীরে তিনি শুভপদার্পণ করলেন । সেখানে সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রেমুণায় কিছু দিন অবস্থান করে শ্রীল মহারাজ বালেশ্বরের শ্রীল গুরুদেবের শিষ্যগণের বিশেষ আগ্রহে তাঁদের অঞ্চলে গিয়ে শ্রী গুরুবাণী প্রচার করেছিলেন । আবার কটক ও পুরীর দিকে গিয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে ভক্তদিগকে উৎসাহিত করতেন এবং শ্রীল ভারতী মহারাজ যে গুরুগতপ্রাণ, গুরুশ্রেষ্ঠ এবং প্রকটাচার্য - ইহা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকেন । ১৯৮৭ সালে এপ্রিল-মে মাসে শ্রীল প্রভু শ্রীল ভারতী মহারাজের সঙ্গে বালেশ্বর জেলার প্রতাপপুর, জগাই, বালিকুটী, বালিয়াপাল আদি অঞ্চলে শ্রীগুরুবাণী বিপুল ভাবে প্রচার করেছিলেন ।

লঙ্গলেশ্বর নিকটবর্ত্তী বালিকুটী গ্রামের শ্রী গোলোক বিহারী দাসাধীকারীর ভজন কুটীর 'শ্রী ভক্তিকেবল পাদপরাগে' স্নিগ্ধ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীল প্রভু শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীরূপানুগ ভজনদর্পণ' আলোচনা করেছিলেন । তিনি বললেন - ''শ্রী গৌড়ীয় সংপ্রদায় স্বরূপ-রূপানুগ সংপ্রদায় । আমাদের গুরুবর্গ সকলেই শ্রীরূপানুগ । তাঁরা রূপানুগ ভক্তি প্রদান করার জন্য জগতে এসেছেন, বৈধীভক্তি নয় । মিশনে বৈধীভক্তির অনুশীলন যথা তথা হচ্ছে । রূপানুগ গুরুর (দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু) শ্রীচরণে পূর্ণ রূপে আত্মনিবেদন করে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করতে পারলে

রূপানুগ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হবে, অন্যথা নয় । মিশনারী পাঁচমিশালী ভজন সাধনের দ্বারা বৈধীভক্তি মাত্র লাভ হবে, তাতে আবার বৈষ্ণবাপরাধ হলে বৈধীভক্তিও লাভ হবে না....... ।”

বালিকুটীতে কিছু দিন অবস্থান করে শ্রীল প্রভু কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন । শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রী ভক্তিকেবল পাদপরাগে কয়েক মাস অবস্থান কালে স্বভজনে মগ্ন ছিলেন । সে সময়ে শ্রীল প্রভু শ্রী গোলোক বিহারীজীকে একটি পত্র দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন - “*....লঙ্গলেশ্বরের আকর্ষণে তথাকার মহাপুরুষের লাঙ্গল অর্থাৎ শ্রীহরিকথা প্রকাশিনী লেখনীকে প্রণাম । লঙ্গলেশ্বর ‘ষোলশাপাঠে’ (একটি বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের নাম) জমি চষেছিলেন । এই ভারতীর কলম বিশ্বে জনহৃদয়কে বাণীর দ্বারা আকর্ষণ করবে । ঐ বাণীর সুযোগ নিতে যাঁরা প্রয়াসী, তাঁদিগকে এ অধম অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম জানাচেছ । শুধু উৎসবের কৌতূহলের দিন আর নেই । মিশনের চোখ ঝলসানো Morphology র দিন শেষ হয়ে গেছে এবং এর কুপরিণাম সকলে অনুভব করছেন । শ্রীল ভারতী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বৈভব । অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন.....* ।”

তদানীন্তন মিশনের গুরুর আচার বিচার লক্ষ্য করে শ্রীল প্রভু সুনিশ্চিত হলেন যে তাঁর কাছ থেকে শ্রী হরিনাম গ্রহণ করলে শুদ্ধভক্তি লাভ হবে না । তাই সত্যানুরাগী সরলপ্রাণ ভক্তগণের শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য একটি ব্যবস্থা আবশ্যক । যদিও শ্রীল ভারতী মহারাজ কোন কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শিষ্য করছেন, কিন্তু এর দ্বারা অধিক লোক উপকৃত হতে পারছেন না, অনেকে জানেনও না । আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর আচার্য অভিষেক হলে বহু ব্যক্তি জানতে পারবে তথা বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি তাঁর আশ্রয়লাভ করে কৃতার্থ হতে পারবে । তাই শ্রীল প্রভু আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীল ভারতী মহারাজকে রূপানুগ আম্নায় ধারার প্রকটাচার্য রূপে অভিষেক করার জন্য সুব্যবস্থা করলেন । শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথির পরদিবস পৌষী কৃষ্ণনবমী শ্রীল ভারতী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি ইং ১৫-১২-৮৭ তারিখে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়েছিল ।

এর জন্য রেমুণার শ্রী ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি সেবাশ্রম (BKAS) থেকে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হয়ে অভিষেক-উসৎবের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল । ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল । কিন্তু ভগবদ্ ইচ্ছা ক্রমে শ্রীল ভারতী মহারাজ এতে অসম্মত হয়ে শ্রী গুরুপূজার পূর্বে শ্রী বৃন্দাবন গমন করে শ্রী রাধাকুণ্ড তটে ভজনে মগ্ন হলেন । তাঁর এরকম আচরণে শ্রীল প্রভু তথা ভক্তগণ নিরাশ হলেন ।

এ সম্বন্ধে শ্রী গোলোক বিহারীজীর পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভু শ্রীল ভারতী মহারাজের সম্বন্ধে যে কৃপালিপি দিয়েছিলেন (১০-১২-৮৭ তারিখে), তা নিম্নে প্রদত্ত হল -

পরমপূজনীয় মহাভাগবত শ্রী শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি শ্রী শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালীন সময় থেকে আমার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে । তিনি গুরুগতপ্রাণ সুনিশ্চিত । তবে,

'আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার' ॥
'আচার' 'প্রচার' নামে করহ দুই কার্য ।
তুমি - সর্বগুরু, তুমি - জগতের আর্য ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪-১০২,১০৩)

আমি শ্রীল ভারতী মহারাজকে আচারে প্রতিষ্ঠিত জেনেছি ; কিন্তু প্রচার কি করে তিনি করবেন, সেই অনুকূলে আমি অনেক যত্ন ও সময় দিয়েছি । এখন দেখছি তিনি যখন Divine Inspiration পেয়ে কার্য করছেন তখন তিনি জয়যুক্ত হবেন । তবে আমার সেবা ছিল তাঁর অনুকূল চিন্তা । এই সেবা আমি করার জন্য এবার বিশেষ চেষ্টিত ছিলাম । শ্রীল মহারাজ আমার বিচার ধারা চাইছেন না । আমি তাতে দুঃখিত না হয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টিত ছিলাম । এমন অবস্থায় শ্রী গুরুপূজা ও শ্রীল মহারাজের অভিষেকের জন্য ১৫-১১-৮৭ তারিখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবার সময় কিছু কিছু প্রতিকূল লক্ষণ দেখে রেমুণা যাওয়ার স্থগিত করলাম এবং তিগিরিয়া এলাম । আমি শ্রীল ভারতী মহারাজের

উদ্দেশ্যে অভিনন্দনটি লেখা শুরু করার সময় light off হল । পুনঃ পুনঃ কলম ধরে আবার রেখে দিলাম । এ সমস্ত সংকেত থেকে জানলাম, শ্রীল মহারাজ Divine Inspiration চালিত হয়ে স্বাধীন ভাবে চলুন । আমি আর এখন বাধ্য করব না । তাই আমি আর জনসমাগমে যাব না । তাঁর কাছ থেকে একান্তে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ হলে পরে যা হবার হবে ।

বই ছাপানো দরকার নেই । আপনারা এখন আমাকে বাধ্য করতে আসবেন না বা অনুরোধ করবেন না । বঙ্গ ও উৎকলবাসী ভক্তদিগকে ইহা জানিয়ে দিবেন, এই পত্র শুনিয়ে দিবেন । ইতি

বৈষ্ণব দাসানুদাসাধম

শ্রী যতিশেখর দাস

ভক্তদের লালন পালন

শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রী রাধাকুণ্ডে বাস করে শ্রীনামভজনে মগ্ন ছিলেন । তিনি সেখান থেকে শ্রীল প্রভুকে দুখানা পত্র লিখে জানিয়েছিলেন - "*....আমি রাধাকুণ্ডে ভজন করিব । আপনি শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের, শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের, শ্রীল তীর্থ মহারাজের, শ্রীল গুরুদেবের অতি অন্তরঙ্গ নিজ জন । আচার প্রচার দুই কাজ আপনি সুষ্ঠুভাবে করে আসছেন । বর্ত্তমান আপনি কৃপা করে গুরুর কার্য করুন .....।*"

শ্রীল প্রভু শিক্ষাগুরু রূপে বহু ভক্তকে ভজনশিক্ষা দিয়ে আসছেন, কিন্তু তিনি আচার্য কাজ করতে রাজি হলেন না । তিনি সর্বদা নিজেকে শ্রী গুরুবর্গের বাণীর পিয়ন বলে অভিমান পোষণ করতেন ।

"হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয় ।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয় ॥"

(শ্রী ভক্তিবিনোদ গীতিসংগ্রহ)

শ্রীল প্রভু ঐ বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন । যদ্যপি তিনি হরিনামাদি দিয়ে শিষ্য করেননি, তথাপি তিনি জগতের শিক্ষাগুরু ছিলেন । তিনি বর্ত্তমান

অবস্থায় অসহায় শ্রী গুরুদাসদাসী দিগকে তথা শ্রদ্ধালু জনগণকে লালন পালন করছিলেন। বার্দ্ধক্য অবস্থায় কষ্ট হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে শ্রী হরিকথা বলে, দূরদূরান্তে পত্রাদি প্রেরণ করে, মধ্যে মধ্যে রেমুণা, পুরী, কটক, তিগিরিয়া আদি স্থানে ভক্ত সম্মেলন করে, আবার কোন কোন অঞ্চলে নিজের অনুগত দিগকে পাঠিয়ে ভক্তদিগকে উৎসাহিত করে ভজন পথে অগ্রসর করিয়ে ছিলেন।

ব্রহ্মপুরস্থ চতুর্ভুজ ধর্মশালায় এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সুপ্রিমকোটের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি শ্রী রঙ্গনাথ মিশ্রকে মুখ্য অতিথি রূপে ও শ্রীল প্রভুকে প্রধান বক্তা রূপে আমন্ত্রণ করেছিলেন। উক্ত সভায় যোগদানের জন্য শ্রীল প্রভু ২১-৬-৮৭ তারিখে ব্রহ্মপুর যাত্রা করলেন। ২১ ও ২২ দু দিন সেখানে সভা হয়েছিল। শ্রীল প্রভু এই সভায় ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন -

"পৃথিবীতে ধর্ম নামে যাহা কিছু চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

ইহা তিনি শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা স্থাপন করে **'শুদ্ধ ভক্তিধর্মই পরমধর্ম এবং কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়'** - ইহা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উনার বীর্যবতী বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ও ব্যক্তিগত ভাবে এসে তাঁর নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে ব্রহ্মপুরের হরিড়াখণ্ডিস্থিত শ্রী ভক্তি বিনোদ আশ্রমে গিয়ে সেখানে তাঁর পুরাতন বন্ধু শ্রী নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ওড়িয়া ভক্তদের সুখকর পঠনের জন্য ওড়িয়া লিপি তথা ওড়িয়া ভাষায় অনেক গোস্বামী গ্রন্থ ছাপিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভু সেখান থেকে ২৩-৬-৮৭ তে বড়খণ্ডিস্থিত তাঁর অনুগত শ্রী নরসিংহ মহারণার ভবনে গিয়ে তার পরিবার তথা সেই গ্রামের কয়েকজন শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে বহু উপদেশ দিয়ে ভজনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেখানে দু দিন অবস্থান করে ২৫-৩-৮৭ তারিখে তিনি কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রীল প্রভু ১৫-৫-৮৮ তে ভদ্রখের কোঠার গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে হরিকথা প্রচারাদি করে ১৭-৫-৮৮তে রেমুণায় শুভবিজয় করলেন। সেখানে শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করে সেখানকার ভক্তদিগকে ভজনোপদেশ দিয়ে ১৮-৫-৮৮তে মছদাষ্পিতে এ অধমের বাসভবনে শুভবিজয় করলেন। এখান থেকে ২১-৫-৮৮ তে বালিকুটি ও ২২-৫-৮৮তে প্রতাপপুর গিয়ে সেখানকার ভক্তগণকে ভজনে উৎসাহিত করে রেমুণা হয়ে ২৫-৫-৮৮ তে কটকে ফিরে গেলেন। ২৯-৫-৮৮ তারিখে তিগিরিয়া গিয়ে সেদিকে বিপুল প্রচার করেছিলেন। বার্দ্ধক্য অবস্থায়ও দুঃখ কষ্টকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সকলকে শ্রী গুরুবর্গের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শন

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল ধামে অবস্থান করে স্বীয় ভক্তগণের সঙ্গে শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করে শ্রী জগন্নাথদেবকে উল্লসিত করতেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রধামে এসে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থান করে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রী জগন্নাথ দর্শন ও নৃত্যসংকীর্ত্তনাদি করতেন। ঐ পরম্পরাকে বজায় রেখে পরবর্ত্তী আচার্যগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে অবস্থান করে শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা, শ্রী জগন্নাথ দর্শন, শ্রী গৌরলীলাস্থলী দর্শন, রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করে আসছেন।

পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রী শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ চন্দন যাত্রা থেকে বাহুড়া যাত্রা পর্যন্ত পুরীতে অবস্থান করে শ্রী ক্ষেত্র পরিক্রমা, শ্রীগৌরলীলাস্থলী দর্শন, নৃত্যসংকীর্ত্তনাদি করে সেই গৌড়ীয় পরম্পরা বজায় রেখেছিলেন। তাই শ্রীল প্রভু ঐ গৌড়ীয় পরম্পরা রক্ষা করে স্বীয় অনুগত স্নিগ্ধ ভক্তগণকে নিয়ে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে রথযাত্রা কালে অবস্থান করতেন।

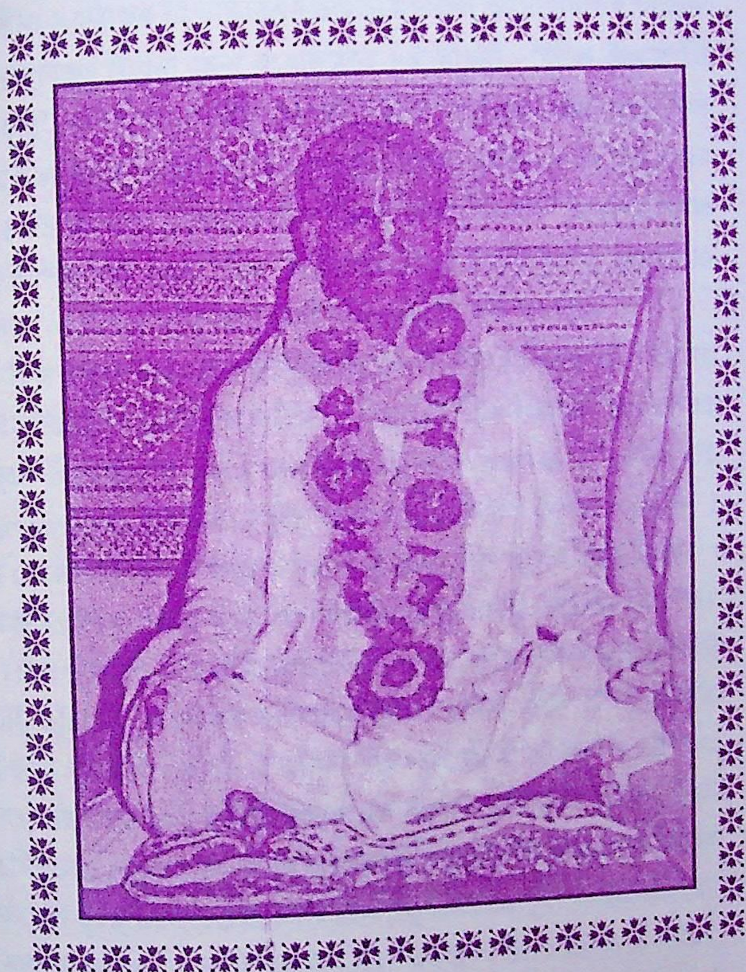
এই বছর ২৫-৬-৮৮তে পুরী মাটিমণ্ডপসাহির শ্রী সনাতন মুদিরথের ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখানে সপরিকর শ্রীল প্রভু শুভবিজয় করে প্রত্যহ শ্রী জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা দর্শন, বিভিন্ন গৌরলীলাস্থলী ভ্রমণ,

সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীগুরুবর্গের বাণী আলোচনা, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনাদি করতেন।। বহু ভক্ত সপরিবারে এসে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে অপূর্ব দর্শন ও সংকীর্ত্তনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন । ঐ বছর শ্রীল প্রভু স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন ।

শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের আচার্যাভিষেক

শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রী রাধাকুণ্ডে ভজনে ব্যাপৃত থাকা কালে শ্রী রাধারাণীর থেকে 'আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ' - এই কৃপাদেশ লাভ করে শ্রী ভক্তিকেবল ধারা সংরক্ষণের জন্য শ্রী রাধাকুণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন । শ্রীধাম গোদ্রুম, মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান, রেমুণা তথা উৎকলের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে শ্রী গুরুবাণী প্রচার করতে লাগলেন । তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনে 'শ্রী ভক্তিকেবল ধারা সংরক্ষণ হবে' - এই আশায় শ্রীল প্রভু তাঁকে অধিক উৎসাহিত করার জন্য প্রচারাদিতে সহায়তা করলেন । গত বৎসর আনুষ্ঠানিক ভাবে আচার্যাভিষেক হতে পারেনি । এ বৎসর আচার্যাভিষেক উৎসব মহাসমারোহে পালন করার জন্য শ্রীল প্রভু ভক্তগণকে প্রেরণা দিলেন । ঐ গুরুপূজার আয়োজন রেমুণার নবনির্মিত কুটীরে করা হল । ভক্তদের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল ভারতী মহারাজ রেমুণা শুভবিজয় করে সেই কুটীরে অবস্থান করলেন এবং গুপ্তবৃন্দাবন শ্রীধাম রেমুণায় শ্রী শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দর্শন, আরতি, নৃত্যকীর্ত্তনাদি করে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রাণধন শ্রী গোপীনাথজীউর আনন্দবর্ধন করলেন । শ্রীল প্রভু ২৫-১২-৮৮ তারিখে শ্রীল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শ্রী গুরুপূজায় যোগদানের জন্য রেমুণায় শুভবিজয় করলেন । সেখানে বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিতে (২৭-১২-৮৮ তে) শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাকীর্ত্তনের সঙ্গে তাঁর ধারার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করলেন এবং শ্রীল ভারতী মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদের ধারার প্রকটাচার্য রূপে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন । তত্ সঙ্গে সঙ্গে

শ্রীল ভারতী মহারাজের সরলতা, দৈন্য ও আপনভোলা স্বভাবের কথা বললেন। ভবিষ্যতে সংঘ কি করে নির্মল থাকতে পারবে, এ নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করলেন ও বিভিন্ন পরামর্শ দিলেন। ৩০-১২-৮৮ তে শ্রী রেমুণা ধামে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন হয়েছিল। তাতে শ্রীল প্রভু ও শ্রীল ভারতী মহারাজ যোগ দিয়েছিলেন। ৩১-১২-৮৮ পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথি মহাসমারোহে পালিত হয়েছিল। তৎপর দিবস ১-১-৮৯ পৌষী কৃষ্ণনবমী শ্রীল ভারতী মহারাজের শুভআবির্ভাব তিথি। এই তিথিতে শ্রীল মহারাজের আচার্যাভিষেক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীল প্রভুর অধ্যক্ষতায় শ্রীল মহারাজের আচার্যাভিষেক গোলোকীয় পরিবেশের মধ্যে হয়েছিল। ঐ অভিষেক উৎসবে শ্রী ভক্তিঅমল অরণ্য মহারাজ ও শ্রী বলরাম ব্রহ্মচারী অভিষেক যজ্ঞে বৈষ্ণব হোম করলেন। উৎসবে ওড়িশা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ্ শ্রী যুগল কিশোর মহাপাত্র, ইংলণ্ড থেকে আগত ইস্কনের শ্রী ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ অযাচিত ভাবে পৌঁছে এই তিথির বন্দনা করলেন। এই উৎসবে শ্রী সদোপাস্য প্রভু, শ্রী গোলোক বিহারী দাসজী, শ্রী নবীনমাধব দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রী প্রিয়কৃষ্ণদাসজী, শ্রী নিমাইঁচাঁদ দাসজী, বাংলা থেকে অধ্যাপক শ্রী ননীগোপাল মাইতি ও অধ্যাপক শ্রী রাধাপদ সাসমল, বালিমেলা থেকে শ্রী পদ্মনয়ন দাসাধিকারী তথা বালেশ্বর অঞ্চলের বহু ভক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভু শ্রীল ভারতী মহারাজকে এই গুরুপূজা মহোৎসবে "**শ্রী গুরুঠাকুর**" বলে সম্বোধিত করলেন ও এই নামে তাঁকে সম্বোধন করতে ভক্তগণকে নির্দেশ দিলেন। শ্রী গুরুপূজা মহোৎসবের পর শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রী ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুর সঙ্গে কটকে শুভবিজয় করলেন। কটকে শ্রীল প্রভুর ভজন কুটীর শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে অবস্থান করে শ্রীল গুরুঠাকুর কটক চৌধুরীবাজারস্থিত শ্রী গোপালজীউ মঠে এক সপ্তাহ কাল শ্রী হরিকথা কীর্ত্তন করলেন। শ্রীল প্রভুর উদ্‌যোগে কটক নগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়মিত তাঁর শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করে আত্মমঙ্গল লাভ করেছিলেন।



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী গোস্বামী

শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে প্রেস্ স্থাপন

শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুদেবের সুবিস্তৃত জীবনী রচনা করেছিলেন । ঐ জীবনী - 'শ্রীল ঔডুলোমি লীলা মাধুরী' বাংলা ভাষা, বাংলা অক্ষরে ছাপানোর কথা চিন্তা করে শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রীল প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী মাধবানন্দজীকে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করলেন । তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে 'শ্রীবিনোদবাণী প্রিন্টর্স' শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে স্থাপিত হল এবং 'শ্রীল ঔডুলোমি লীলা মাধুরী'গ্রন্থের ছাপানোর কাজ চলল । ঐ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন শ্রীল প্রভু নিজেই করতেন ।

শ্রীল প্রভুর ভজনস্থান শ্রীভক্তিকেবল পাদপীঠের জায়গাটি আগের থেকে শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের দখলে ছিল । ঐ স্থানটি শ্রীল গুরুদেব স্নেহবশতঃ শ্রীল প্রভুকে দিয়েছিলেন । এর জন্য মিশনের সঙ্গে ১৯৭৮ ও ১৯৮২ তে দুটো Agreementও হয়েছিল । মূল্য বাবদ অগ্রিম টাকাও দেওয়া হয়েছিল । মিশনের সেক্রেটারী শ্রী ভাগবত মহারাজ দলিলে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন । পরে সরকারী রেকর্ড় থেকে জানা গেল স্থানটির স্বত্ত্বাধিকারী ওড়িশার দেবোত্তর বিভাগ । শ্রীল প্রভু মিশনকে জানিয়েছিলেন মিশনের নামে রেকর্ড় হলে রেজিষ্ট্রি হবে, তাই তাঁরা আগে রেকর্ড় সংশোধন করুন । কিন্তু তাঁরা তা না করাতে রেজিষ্ট্রি হতে পারেনি । তখন ঐ স্থানটি নীচু পুকুরের মতো ছিল । পরে বহু শ্রম ও বহু ব্যয় করে যখন স্থানটি উজ্জ্বল হল আবার প্রেস স্থাপিত হল, তখন গৌড়ীয় মিশনের তরফ থেকে কটক সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রী দীনতারণ দাস কয়েক জন স্বার্থান্বেষী গৃহস্থ ভক্তের প্ররোচনায় শ্রীল প্রভুর বিরুদ্ধে দুটি মিথ্যা মোকদ্দমা কোর্টে দায়ের করলেন । দাবী করলেন যে 'এই স্থান শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের, ঘর গুলি মিশন তৈরি করেছে ; এরা বেআইন ভাবে দখল করে থাকছে ....।'

এ সম্পর্কে শ্রীল প্রভু এ অধমের কাছে তাঁর ২৯-৪-৮৯ তারিখের পত্রে লিখেছেন - " *আমি আশি বর্ষ বয়সে মোকদ্দমায় পড়লাম । সাধু সঙ্গে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমি অগুরুকে গুরু না বলাতে আমার প্রতি* এরকম *মিথ্যা অভিযোগ !*"মোকদ্দমা চলল । গৌড়ীয় মিশন কোটিপতি,

আবার প্রভাবশালী, কিন্তু শ্রীল প্রভু নিষ্কিঞ্চন। তথাপি শ্রীল প্রভু বিচলিত হলেন না। তাঁর কাছে থাকা সত্য রেকর্ড় পত্রের দ্বারা তিনি মোকদ্দমার সম্মুখীন হলেন এবং বিপক্ষীয় সমস্ত মিথ্যা যুক্তিকে খণ্ডন করলেন, যার দ্বারা তাঁরা হতপ্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ মোকদ্দমা অদ্যাবধি চলছে।

শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের সঙ্গে প্রচার

শ্রীল প্রভুর প্রেরণায় শ্রী নারায়ণ প্রসাদ দাস, শ্রী ব্রজবন্ধু মহাপাত্র প্রমুখ তিগিরিয়ার কতিপয় ভক্তের উদ্যোগে তিগিরিয়াতে মুণ্ডিয়া (পাহাড়) র উপর একটি বিস্তীর্ণ রমণীয় স্থান শ্রীল গুরুঠাকুরের মঠের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল এবং সেখানে মঠ স্থাপন করা হল। ঐ স্থান দিয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড পথে যাওয়ার সময় সেখানে শুভবিজয় করে বিশ্রামাদি করায় তা 'মহাপ্রভু মুণ্ডিয়া' বলে প্রসিদ্ধ। ঐ গৌরপদাঙ্কপূত স্থানটির পরিবেশ অপূর্ব। সেখানে সে বছর শ্রীল প্রভু ও শ্রীল গুরুঠাকুর শুভবিজয় করে শ্রী গৌর জয়ন্তী মহোৎসব পালন করেছিলেন। ২০-১২-৮৯ ও ২১-১২-৮৯ তারিখে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীল গুরুঠাকুরের গুরুপূজা মহোৎসবে যোগদান করলেন। তাতে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তিনি বললেন - "*শ্রীল গুরুঠাকুর সমস্ত গুরুবর্গের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি আম্নায় গুরু পরম্পরার প্রকটাচার্য। তিনি পরমহংস অবধূত সাধু..... ।*"

ঐ তিথিতে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপিয়ে বিতরণ করেছিলেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হল —

শ্রী ভারতী-আরতি

মাধবেন্দ্র ধারা আসিয়া জগতে
বিরহ প্রেমের বার্ত্তা কয়।
আচরণ মুখে প্রচারি নিয়ত
ঘোষে ভকতিকেবল জয়॥

গোলোক হইতে এ করুণা ধারা
ভারতী রূপে নামিয়া আসে ।
গুরুগতপ্রাণ শ্রী ঔডুলোমি প্রিয়
বিরহ ব্যথিত বাতুল পাশে ॥
কথা রসময় দৈন্য - শ্রীমূরতি
অদোষদরশী আপন জন ।
মৈশালী গ্রামে মশাল জ্বালিলে
শ্রী বিশ্বম্ভর - তনয় ধন ॥
দাতৃ শিরোমণি ঔডুলোমির
অনবদ্য হরি বচন রাশি ।
মহাযতনে চয়ন করিলে
তারিতে এই ভুবন বাসী ॥
পরম রসের খোঁজ রাখে কেবা
লোকধর্ম শুধু সকলে চায় ।
কেবলা ভকতি ব্রজের পীরিতি
মরম কথা ভারতী গায় ॥
পর দুঃখে দুঃখী দয়াল দরদী
এমন কেবা কোথায় আছে ?
সরস্বতী-পুরী-শ্রীতীর্থ-কেবল
-সিদ্ধান্ত বাণী বিনয়ে যাচে ॥
করুণা-আকর হে গুরুঠাকুর
শোনালে তুমি অপূর্ব তান ।
জীবন্মৃতে দিলে মৃত সংজীবনী
গুরু পরম্পরা অমিয় গান ॥
তিলার্ধেক দ্বেষ শ্রীপুরী চরণে
যে দুর্ভাগার হৃদয়ে রহে ।

সর্ব গুণে গুণী হইলেও তিনি
গুরু আচার্য কদাপি নহে ॥
মহামিলনের এ মহাক্ষেত্রে
শ্রীভক্তিকেবল সংঘারামে ।
শ্রীগুরু কীর্ত্তনে শ্রীগুরু অর্চনে
যুক্ত সবাই শ্রীগুরু-কামে ॥
মাগশীর্ষে কৃষ্ণনবমীতে
তব আবির্ভাব চিন্ময় লীলা ।
ভকতিকুমুদ হৃদয়ে জাগাও
সেবন প্রগতি ছন্দ শীলা ॥

শ্রীল গুরুঠাকুর তাঁর প্রত্যভিভাষণে বললেন - **"আমার গুরুর কাজ করার ইচ্ছা ছিলনা । পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিকুমুদ প্রভু আমাকে Push করেছেন, এ কাজ করার জন্য । তাঁর ভিতরে সমস্ত গুরুবর্গের অবস্থান আমি অনুভব করছি । তিনি কেবল উৎকলের শিক্ষাগুরু নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাগুরু.... ।"**

x x x x x x x x

২৪-১২-৮৯ তে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে আগমন করলেন । পরে তিনি রেমুণা হয়ে বাজকুল গমন করলেন । ১০-৩-৯০তে শ্রীল প্রভু তিগিরিয়া গিয়ে শ্রীল গুরুঠাকুরের সঙ্গে মুণ্ডিয়া মঠে শ্রী গৌরজয়ন্তী মহোৎসব পালন করেছিলেন । সেখানে সে অঞ্চলের সমস্ত ভক্ত সমেত ওড়িশা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ভক্ত একত্রিত হয়েছিলেন ।

২৮-৪-৯০ তারিখে শ্রীল প্রভু '*শ্রী ভক্তিকেবল ধারা কোথায়*' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি শ্রীল গুরুঠাকুর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভারতী মহারাজকে শ্রী ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী -পুরী-তীর্থ-ঔড়ুলোমি ধারার যোগ্য অধস্তন রূপে স্থাপন করেছিলেন ।

শ্রী জগন্নাথদেবের স্নেহ প্রদর্শন

৮-৬-৯০ তারিখে শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব ছিল। শ্রীল প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা মহোৎসব প্রতি বছর অপতিত ভাবে দর্শন করতেন। এ বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন। পূর্ব রাত্র পর্যন্ত ঐ রকম অসুস্থ অবস্থায় যাওয়া সম্ভব নয় ভেবে দুঃখিত হয়ে শয়ন করলেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রী জগন্নাথদেবের কৃপা প্রেরণা লাভ করে একটু সুস্থ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য খুব ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। সকালে শ্রীমান্ পদ্মনয়নকে সঙ্গে নিয়ে বাস যোগে পুরীতে পৌঁছে বড়দাণ্ডে প্রণামান্তে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠ দর্শন করলেন। তারপর সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে স্নান মণ্ডপের উপর বিরাজমান তিন ঠাকুরকে দর্শন করে শ্রীল প্রভু আনন্দে আত্মহারা হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম, আর্ত্তিনিবেদন, স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। বড়দাণ্ডের বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে একটি জায়গায় অকিঞ্চন ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলভদ্র, শ্রী সুভদ্রাকে দর্শন করছিলেন। শ্রী জগন্নাথদেবের মহাস্নান দুপুর ১.৩০ মিনিটের সময়ে হল। বড়দাণ্ড হরিবোল ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীল প্রভু প্রাণের ঠাকুরের এই স্নানলীলা মহোৎসব দর্শন করে অশ্রুপুলকে গদ্ গদ্ হয়ে প্রীতি নিবেদন করতে থাকেন। শ্রী পুরুষোত্তম মঠের সংকীর্ত্তন দল সামনে নৃত্যকীর্ত্তন করছিলেন। অসংখ্য ভক্ত বড়দাণ্ডে দাঁড়িয়ে দর্শন করছিলেন।

শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানান্তে তাঁর অপ্রাকৃত স্নানজল স্নানবেদী থেকে সোজা নিয়ে এসে শ্রী গোপাল মুদিরথ (যিনি শ্রীল গুরুদেবকে খুব্ ভক্তি করতেন তথা শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানজল, প্রসাদীমালা, তুলসী, বস্ত্র, ঝণ্ডা আদি নিয়মিত রূপে এনে প্রথমেই শ্রীল গুরুদেবকে অর্পণ করতেন) রাস্তায় শত শত লোক চাইলেও কারও কথা কিছু না মেনে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে শ্রীল প্রভুর কাছে এসে তাঁকে আনন্দে স্নানজল অর্পণ করলেন। শ্রীমান্ পদ্মনয়ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন - "আপনি সোজা এখানে কি করে আসলেন এবং শ্রীল প্রভু এসেছেন বলে কি করে জানলেন?" তিনি বললেন - "*বড় ঠাকুর*

শ্রী জগন্নাথ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন । শ্রীল প্রভু তাঁর নিজের লোক ।" শ্রী জগন্নাথই তাঁর ভক্তের মহিমা জানান । শ্রীল প্রভু প্রাণের ঠাকুরের ঐ করুণা অনুভব করে প্রেমানন্দে পুলকিত হলেন । এর পর আনন্দ বাজারে গিয়ে মহাপ্রসাদ সেবন করে কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন ।

গৌরাঙ্গ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা

শ্রীল গুরুঠাকুর তিগিরিয়ার মুণ্ডিয়া মঠ থেকে কটকস্থ শ্রীল প্রভুর ভজন কুটীরে ভক্তিকেবল পাদপীঠে পদার্পণ করেছিলেন । সেখান থেকে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে ১৪-৯-৯০ তারিখে রেমুণায় শুভ বিজয় করলেন । তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে বহু ভক্ত সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু সেখানে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত **'শ্রী গৌরাঙ্গ সমাজ'** প্রবন্ধ গৌড়ীয় ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে পাঠ ও আলোচনা করেছিলেন । তিনি বললেন, "এটি একটি চমৎকার প্রবন্ধ - 'Scheme of Goudiya Mission' । এর উপরই গৌড়ীয় মিশন তৈরী হয়েছে ।" এই প্রবন্ধের অনুসরণে শ্রীল প্রভু বললেন - "এই প্রবন্ধ পাঠ করে শ্রীল ভারতী মহারাজের বৈশিষ্ট্য আপনারা বুঝতে পারবেন । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন - "ভজনানন্দী গুরুগণের একটি বৈষ্ণব সমাজ আবশ্যক । এই বৈষ্ণব সমাজের সদস্যগণ প্রতিষ্ঠাশূন্য, কপটতাশূন্য ও স্বার্থপরতাশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় । এই তিনটি দোষ থাকলে সমাজ হতে পারবে না, গৌরাঙ্গ সমাজের উদ্দেশ্য বিফল হবে । এখন আমরা একটি বৈষ্ণব সমাজ রাখলে শ্রীল ভারতী মহারাজকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো । জীব মঙ্গলের জন্য এই গৌরাঙ্গ সমাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রেত, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভিপ্রেত । আমরা শ্রীল ভারতী মহারাজের সেবা ঐ প্রবন্ধ অনুসারে করব । শ্রীল ভারতী মহারাজ মহাসাধু, ভজনশীল ব্যক্তি ; বর্ত্তমান শ্রী ভক্তি বিনোদ ধারার সংরক্ষক । তাঁকে যে চেনেনা, সে ভক্তিবিনোদ ধারাকেই জানে না । কিন্তু তিনি নীরব সাধু, অতি সরল । যে যা বলে তিনি সে কথার উপর কথা বলতে যান না, তিনি অতি নম্র ব্যক্তি । শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন - 'যে ভজনানন্দী গুরু, যিনি কৃষ্ণ কথা, গৌরকথায় আবিষ্ট থাকেন,

যদি দয়া করে বৈষ্ণব সমাজে আসেন, সভা সমিতিতে যোগ দান করেন, হরিকথা লিখেন, তা' হলে অতি আনন্দের কথা। যদি না আসেন, তবে তাঁকে বাধ্য কর না। তিনি ভজনে থাকুন। আমরা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবো। তাঁর প্রচারে সহায়তা করার জন্য একটি বৈষ্ণব সমাজ আবশ্যক হয়ে পড়ছে। আমাদের কাজ Press and Platform - গ্রন্থ প্রকাশন ও সভাসমিতির আয়োজন। সমস্ত ভক্তগণ এসে গৌরাঙ্গ সমাজের মধ্যে এসব কাজ করবেন।

'গৌরাঙ্গ সমাজ' সম্বন্ধে আলোচনার পর শ্রীল প্রভু গুরুদেব শ্রীল ঊড়ুলোমি মহারাজের মনোঽভীষ্ট পূরণ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। রেমুণায় পাঁচ দিন থেকে শ্রীল প্রভু কটক প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রীল ভারতী মহারাজের আনুগত্যে শ্রী গুরুপূজা এ বৎসর ২৪ পরগণার কালীনগরস্থিত শ্রী মূরতি বাবু (শ্রী মধুসূদন দাসাধিকারী) র ঘরে আয়োজিত হয়েছিল। শ্রীল প্রভুকে সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রী মূরতি বাবু বহু আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বার্দ্ধক্য অবস্থায় অত দূর যাওয়া কষ্টকর হলেও শ্রী মূরতি বাবু পাঁচ বছর ধরে তাঁকে খুব্ আগ্রহ করে ডাকছিলেন, তথা শ্রীল ভারতী মহারাজ বিশেষ অনুরোধ করাতে শ্রীল প্রভু ৭-১২-৯০ তারিখে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে কালীনগর যাত্রা করলেন। শ্রীল প্রভু পৌঁছাতে শ্রীল গুরুঠাকুর অত্যন্ত উল্লসিত হলেন এবং তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন। ৯-১২-৯০ তারিখে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তথা ১০ তারিখে প্রকটগুরু শ্রীল গুরুঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহু ভক্ত সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুঠাকুরের মহিমা গান করলেন।

x x x x x x x x

শ্রী গুরুপূজার পরের দিন ১১-১২-৯০ তারিখ সকালে শ্রীল গুরুঠাকুর, শ্রী অরণ্য মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল প্রভু বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে সপরিকর বিদায় হয়ে রেমুণায় এলেন। শ্রী গোপীনাথের ধামে একাদশী ব্রত করে প্রাণের ঠাকুর শ্রী ক্ষীরচোরা

গোপীনাথকে দর্শন করলেন। পরের দিন ১৩-১২-৯০ দ্বাদশীতে পারণ করে শ্রীল প্রভু কটক ফিরে গেলেন।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রী জগন্নাথদেবের দর্শন

শ্রীল প্রভু ২৭-৬-৯১ তারিখে শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করতে পুরী গিয়েছিলেন। সেখানে বড়দাণ্ডে শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব দর্শন করে তিন ঠাকুরকে প্রাণের আর্ত্তি বিজ্ঞপ্তি জানালেন। তখন তিনি এক অপূর্ব ভাবে বিভাবিত হয়েছিলেন। পূর্ব বছরের মত শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানজল শ্রী জগন্নাথদেবের সেবক শ্রী গোপাল মুদিরথ নিয়ে এসে প্রথমে শ্রীল প্রভুকে দিলেন। তার পর শ্রীল প্রভু আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ সেবন করলেন। এ বছর রথযাত্রার সময় ভক্তদের সঙ্গে পুরীতে ঘর ভাড়া নিয়ে কিছু দিন অবস্থান করার জন্য শ্রীল প্রভু ইচ্ছা করেছিলেন ও উপযুক্ত ঘর দেখতে শ্রীমান পদ্মনয়নকে কৃপা নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর 'মণিরাম কাপুড়িয়া মঠ' তিনি ঠিক করেছিলেন। শ্রীল প্রভু এই ঘর দেখে পছন্দ করলেন। একেত এটি বড়দাণ্ডের পাশে। তা'ছাড়া শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীর বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীতে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় ঐ 'মণিরাম কাপুড়িয়া মঠে' যাতায়াত করতেন। ঐ মঠের পূর্ব মহান্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপ ভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা হেতু শ্রীল প্রভু স্থানটিকে খুব পছন্দ করলেন। এর পর শ্রীল প্রভু কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তিগিরিয়ার শ্রী নিমাই চাঁদ দাসাধিকারী শ্রীল প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবেরও খুব প্রিয় সেবক ছিলেন। শ্রীল প্রভুর শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠের প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। ঐ পীঠের উন্নতির জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি শ্রী সারঙ্গ মুরারি ঠাকুরের তিথিতে (যে দিন পুরী ধামে শ্রীল গুরুদেবের গুরুপূজা হত, সেই দিন) ১০-৭-৯১ তারিখে শ্রী পাদপীঠে পৌঁছে কীর্ত্তনাদি করে শ্রীল প্রভুর কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ করে ঐ পাদপীঠে হরিস্মৃতি সহ স্বধামগমন করেন। তাঁর বিচ্ছেদে শ্রীল প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত

হয়েছিলেন। তিনি পুরীতে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের বাইশ পাহাচে মহাপ্রসাদের দ্বারা তাঁর শ্রাদ্ধ প্রদান করেছিলেন।

১২-৭-৯১ তারিখে শ্রীল প্রভু সপরিকর পুরী যাত্রা করলেন। পূর্ব নির্ধারিত 'মণিরাম কাপুড়িয়া মঠে' অবস্থান করলেন। সে দিন শ্রী জগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। রাত্রে সমবেত ভক্তগণকে শ্রী জগন্নাথদেবের মহিমা তথা রথযাত্রার তত্ত্ব বললেন। পরের দিন ১৩-৭-৯১ তারিখে শ্রী রথযাত্রা মহোৎসব। শ্রীল প্রভু প্রাতঃকালে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে শ্রী গৌরসুন্দরের রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ পাঠ করলেন। তার পর প্রসাদ পেয়ে ভক্তগণকে নিয়ে শ্রী জগন্নাথদেবের শ্রী মন্দির থেকে রথের উপর পহণ্ডি (পাণ্ডু বিজয়) উৎসব দর্শন করলেন। শ্রী জগন্নাথদেবের ঐ লীলা দর্শন করে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। তার পরে ভক্তগণকে নিয়ে শ্রী জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বসে সংকীর্ত্তন করলেন। সেখানে শ্রী গৌরসুন্দরের রথাগ্রে নর্ত্তন সম্পর্কীয় কীর্ত্তন গান করা হল। শ্রীল প্রভু সেই গৌরস্মৃতিতে অপূর্ব ভাবে আবিষ্ট হলেন। পরে রথ টানা আরম্ভ হওয়াতে 'শ্রী জগন্নাথ বল্লভ' উদ্যানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রী রথযাত্রা দর্শন করলেন। ভক্তগণ 'সুভদ্রা মাঈজী জয় প্রভু বলরাম, জয় জয় জগন্নাথ কমলনয়ন। দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম জয় ঘনশ্যাম, সর্ব লোক ত্রাণ প্রভু করুণা প্রধান....', 'শ্রী জগন্নাথ নীলাদ্রি শিরোমুকুটরত্ন হে....' - প্রভৃতি কীর্ত্তন করে নৃত্য করলেন। শ্রীল প্রভুও মৃদু অঙ্গভঙ্গী করে অপূর্ব ভাব প্রকাশ করলেন। শ্রী বলদেবের তালধ্বজ রথ এসে বেশ কিছু সময় সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। শ্রীল প্রভুকে দর্শন দান করে তাঁর প্রীতি গ্রহণ করে আবার আগে চললেন। শ্রীরথ অগ্রসর হওয়ার সময় শ্রী বলদেবের রথের উপর থেকে তাঁর সেবকের নিক্ষিপ্ত প্রসাদী পুষ্পতুলসী গুচ্ছ শ্রীল প্রভুর মস্তকে নিপতিত হল। শ্রী বলদেবের ঐ স্নেহ করুণা অনুভব করে শ্রীল প্রভু অশ্রু গদ্ গদ্ হলেন। বেশী ভিড় হয়ে গেলে শ্রীল প্রভু শ্রী জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের মধ্যে ঢুকে যেতেন আবার ঐ রথ অতিক্রম করে যাবার পর বড়দাণ্ডে এসে রথ দর্শন, নৃত্য কীর্ত্তন করতেন। শ্রী বলদেবের রথের পর শ্রী সুভদ্রাদেবীর রথ এসে সেইখানেই

থাকল । শ্রীল প্রভু বললেন - ‘‘শ্রী বলদেব নিত্যানন্দ বা সমষ্টি গুরুতত্ত্ব, শ্রী সুভদ্রা দেবী ভক্তি তত্ত্ব । গুরুদেবের কৃপা হলে ভক্তি লাভ, ভক্তি লাভ হলে ‘যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ’ প্রাপ্তি । শ্রী সুভদ্রা দেবী অভিন্ন ভক্তি দেবী ...।’’ শ্রীল প্রভু সেই ভাবে তাঁকে স্তুতি নতি ভক্তি জ্ঞাপন করলেন । কিছু সময়ের পর দেবদলন রথ এগিয়ে চলল । সবার পিছনে স্বয়ং ভগবান দারুব্রহ্ম শ্রী জগন্নাথদেব দুলে দুলে সমবেত ঘণ্টার তালে তালে ‘ডাহুকের’ বেত্র দোলনের সাথে সাথে সমবেত লক্ষ লক্ষ ভক্তগণের ‘জয় জগন্নাথ’ ‘হরিবোল’ ধ্বনি, মহিলাদের উলুধ্বনি ও মহা আনন্দ কলরবের মধ্যে এগিয়ে এলেন । শ্রী গৌরহরির রথাগ্রে নর্ত্তন স্মৃতি নিয়ে সগণ শ্রীল প্রভু বহু প্রতীক্ষিত বৃন্দাবন যাত্রায় স্বীয় পাণপ্রিয় ঠাকুরকে হর্ষোৎফুল্ল দেখে অশ্রু পুলকে গদ্ গদ্ হয়ে উঠলেন । নির্নিমেষ নয়নে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য, অপূর্ব লীলা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তনে মত্ত হলেন । বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে শ্রী জগন্নাথদেব স্বীয় নিজজনের প্রাণ ভরে দর্শন, প্রেম বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করার জন্য অল্প দূরে আটকে থাকলেন । শ্রীল প্রভু ঠাকুরের ঐ মহা করুণা অনুভব করে আনন্দে গদ্ গদ্ হয়ে গেলেন । ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি, কাকুবাদ, স্তবস্তুতি, প্রেম বিজ্ঞপ্তি আদি করতে লাগলেন । স্নিগ্ধ ভক্তগণ শ্রীল প্রভু ও ঠাকুরের ঐ প্রীতি বিনিময়ের অপূর্ব লীলা অনুভব করে কৃতার্থ হলেন । শ্রী জগন্নাথদেব বেশ কিছু সময় অবস্থান করে আবার ঘণ্টনিনাদ তথা আনন্দ কোলাহলের মধ্যে এগিয়ে চললেন । শ্রীল প্রভু সেখান থেকে প্রণাম করে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন । সেদিন তিন ঠাকুর বড়দাণ্ডেই আটকে থাকলেন ।

পরের দিন শ্রীল প্রভু প্রাতঃ কালে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে তিন ঠাকুরকে দর্শন, প্রণাম, প্রেম নিবেদন করে ফিরে এলেন । তিন ঠাকুর সেই দিন শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছলেন । পরের দিন ভক্তগণ সহ শ্রীল প্রভু শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যে তিন ঠাকুরকে দর্শন করলেন । বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপী গণের প্রীতিতে আকর্ষিত হয়ে এসেছেন - এই স্মৃতিতে তিনি বিভোর হয়ে দর্শন ও পরিক্রমা করে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন । শ্রী গুণ্ডিচা মন্দির থেকে সেদিন অপূর্ব মহাপ্রসাদ আনা হয়েছিল । শ্রীল প্রভু চিন্ময় মহাপ্রসাদের মহিমা

গান করতে করতে সেবন করলেন। ভক্তগণ মহা মহাপ্রসাদ পেলেন। প্রত্যহ মঠে প্রাতঃ ও সায়ং কালে শ্রীল প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করে ভক্তগণকে গৌড়ীয় ভজন শিক্ষা দিতেন। সংকীর্ত্তন সহ শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহ, শ্বেত গঙ্গা, শ্রী গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুল, মহোদধি, স্বর্গদ্বার, শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ভক্তি কুটীর, শ্রী হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, সাতাসন মঠ, শ্রী রঘুনাথ দাস ও শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রী পুরুষোত্তম মঠ, শ্রী তোটা গোপীনাথ, শ্রী যমেশ্বর - কপাল মোচন - মার্কণ্ডপাবন-নীলকণ্ঠ -লোকনাথ, শ্রী পরমানন্দ পুরীর কূপ প্রভৃতি স্থান দর্শন করতেন। আবার বিকাল বেলা শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রী জগন্নাথ দর্শন প্রত্যহ করতেন। শ্রী বাহুড়া দশমীর দিন রথ টানা দর্শন করলেন। তার পর দিবস একাদশীতে রথের উপর তিন ঠাকুরের সোনার বেশ দর্শন করে দ্বাদশীর দিন শ্রীল প্রভু সগণ শ্রী ক্ষেত্রধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে শ্রী গুরুপূজা মহোৎসব

শ্রীল গুরুঠাকুর রেমুণা হয়ে ২৮-১১-৯১ তারিখে শ্রীল প্রভুর ভজন কুটীর শ্রী পাদপীঠে পৌঁছলেন। সেখানে দু তিন দিন অবস্থান করে তিগিরিয়া শুভ বিজয় করলেন। শ্রী পাদপীঠে অবস্থান কালে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে তাঁর কৃষ্ণ আলাপন সহ শ্রী গুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট পূরণ আদি বিষয়ে নানা আলোচনা হয়েছিল।

এই বছর (১৯৯১) শ্রী গুরুপূজার আয়োজন মেদিনীপুর জেলার বাজকুলে হয়েছিল। শ্রীল প্রভু যেতে পারেননি। তাঁর উপস্থিতিতে ও আনুগত্যে শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে শ্রী গুরুপূজা উৎসব পালনের জন্য তাঁর অনুগত উৎকলবাসী বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শ্রীল প্রভু শ্রী গুরুদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমা গান করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে শুনিয়েছিলেন। পরের দিন শ্রীল গুরুঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীল প্রভু তাঁর মহিমা গান করে বললেন-

"শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রীল গুরুদেবের প্রপক্ক ফল, তিনি শিষ্যদেব। তিনি শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার সংরক্ষক, তিনি সদ্‌গুরু। তিনি শ্রীল তীর্থমহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর মতো সাধু। তবে শ্রীল গুরু ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত একজন মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভজন শিক্ষা করবে, নচেৎ ঠকে যাবে....... ।"

২৮-৩-৯২ তারিখে শ্রীল প্রভু রেমুণায় শুভ বিজয় করেছিলেন প্রাণের দেবতা শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দর্শনের জন্য। শ্রী গোপীনাথের দর্শন মধ্যে মধ্যে না করলে তিনি থাকতে পারতেন না। তিনি সেখানে এক সপ্তাহ থেকে প্রাণের ঠাকুরকে দর্শন করে ৪-৪-৯২ তারিখে কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সুন্দরগড় জেলার বিরিকালডিহি আশ্রম স্কুলে শ্রীল প্রভুর তৃতীয় পুত্র শ্রী কেশবানন্দজী শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁর গুরুবাণী কীর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরল প্রাণ অনেক আদিবাসী ছাত্র সদাচার পালন পূর্বক পরমার্থ পথে পথিক হয়েছিলেন।

চিঠি পত্র মাধ্যমে ও সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীল প্রভুর কৃপালাভ করে তাঁদের মধ্যে কয়েক জন শ্রীল গুরুঠাকুরের কাছ থেকে শ্রী হরিনাম আশ্রয় করে ভক্তিপথে অগ্রসর হয়ে ধন্য হয়েছেন।

মিশনের তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক

মিশনের তদানীন্তন (গুরু) শ্রী ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ১২-২-৯৩ তারিখে বম্বে মঠে স্বধামগমন করলেন। স্বধামগমনের পূর্বে তিনি উইলনামা করে দিয়েছিলেন যে তাঁর অন্তে শ্রী ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ মিশনের প্রেসিডেন্ট আচার্য হবেন। শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের শিষ্য। তিনি শ্রী ভাগবত মহারাজের নিকট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। শ্রী ভাগবত মহারাজের অন্তে

শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ মিশনের প্রেসিডেন্ট আচার্য হলেন । তিনি গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের শিষ্য হওয়াতে শ্রীল প্রভু আশান্বিত হলেন যে তিনি পূর্ব গুরুর মতো শ্রীল আচার্যদেবের বিরোধ করবেন না । তা ছাড়া শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ ব্যাবহারিক সম্পর্কে তাঁর মামাতো ভাই, শিক্ষক তথা বর্ত্ম প্রদর্শক শিক্ষাগুরু হওয়াতে তাঁর প্রতি মৎসর না হয়ে সুসম্পর্ক রেখে চলবেন ।

শ্রীল প্রভু রেমুণার শ্রীমান পদ্মনয়নকে খামে শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রী অনন্তনারায়ণ প্রভুর উদ্দেশ্যে লিখিত দুখানি পত্র তথা শ্রী হৃষীকেশ মহারাজের পত্রের নকল (পুরী নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য রাখা সম্বন্ধে) পাঠিয়েছিলেন । মিশনে আচার্যদেব শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর মর্যাদাস্থাপন তথা পুরী শ্রী পুরুষোত্তম মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য স্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভু শ্রী পরিব্রাজক মহারাজকে পত্র মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলেন । তিনি শ্রীমান পদ্মনয়নকে পত্রে লিখেছিলেন - "এই পত্র লেখার কারণ এর সঙ্গে দেওয়া শ্রী অনন্ত নারায়ণ প্রভুর পত্র থেকে বুঝবে । আমি একটা ভাত টিপে দেখছি বর্ত্তমানের গুরু যদি এটি ভাল বুদ্ধিতে গ্রহণ করেন তবে আনন্দের কথা । যদি উনি শ্রী ভাগবত মহারাজের মতো এক লাউর বীচি হন, তবে আমাদের 'দণ্ডবত দূরতঃ' । তুমি শ্রী অনন্ত নারায়ণ প্রভুকে বুঝিয়ে ও উনাকে নিয়ে রেমুণায় বর্ত্তমান গুরু যখন উৎসবে আসবেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা কর । তার কি ফল জানাবে । আমি গভর্ণিং বডি, সেক্রেটারী ও গুরুকে পৃথক্ পৃথক্ কপি Regd. A.D. যোগে পাঠিয়েছি, প্রাপ্তি স্বীকার পাইনি । আবার remind করলাম, কারণ আমাকে সংবাদ পত্রে ও সভা সমিতিতে প্রতিবাদ করতে হবে । **আমার বেঁচে থাকার কারণ এই শ্রীল প্রভুপাদের সংঘে পূর্বাচার্যগণের অবমাননা যাতে না হয় ।**"

শ্রীমান পদ্মনয়ন শ্রী পরিব্রাজক মহারাজকে তাঁর পত্র দেওয়াতে তিনি পাঠ করে তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করলেন এবং বললেন - *খালি আমার ইচ্ছায় তো কিছু হবে না ; মিশনের সেক্রেটারী, গভর্ণিং বডি আছেন । তাঁরা যা*

করবেন..... ।'' কথা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভু তথা শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি তাঁর অবজ্ঞাভাব লক্ষিত হল । শ্রীমান পদ্মনয়ন শ্রীল প্রভুকে এটি জানাতে তিনি বললেন - ''তাঁহারা (মিশন, গুরু, সেক্রেটারী আদি) শ্রীল আচার্যদেব **পুরী গোস্বামীকে ভক্তি করতে পারবেন না । জয় বন্দনা করে তাঁকে ধন্য করে দিয়েছেন । গুরু ধন্য হয়ে গেলেন, শিষ্যের ধন্য হওয়ার ইচ্ছা নেই । .... সকলে এক লাউর বিচি** Birds of the same feather flock together (সমচিত্ত বৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রিত হন) ।''

তবুও শ্রী পরিব্রাজক মহারাজকে অনেক পত্র দিয়ে শ্রীল প্রভু বোঝাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি (শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ) তাঁর কথাকে ভ্রূক্ষেপ করেননি । শ্রী পরিব্রাজক মহারাজের একজন উচচ শিক্ষিত শিষ্য (শ্রী ব্রজেন্দ্র) শ্রীল ভারতী মহারাজের হরিকথায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রবণ করার জন্য নিয়মিত যাতায়াত করায় তিনি বারণ করলেন । তাঁর ঐ রকম অভক্তিপর বিচারে ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে উক্ত শিষ্য শ্রীল গুরু ঠাকুরকে আম্নায় পরম্পরার গুরু বলে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন ।

এর ফলে শ্রী পরিব্রাজক মহারাজের শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি বিদ্বেষ বেড়ে উঠল । তিনি তাঁর অনুগত শিষ্য দিগকে শ্রীল ভারতী মহারাজের কাছে হরিকথা শোনার জন্য যেতে বারণ করলেন । শ্রীল ভারতী মহারাজ একথা শ্রীল প্রভুকে জানালেন । শ্রীল প্রভু সব শুনে খুব ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন । শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীল গুরুদেব ঔডুলোমি মহারাজের শিষ্য হওয়াতে তাঁর কাছ থেকে তিনি অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা নিরাশায় পরিণত হল ।

শ্রীল আচার্যদেবের যে আলেখ্য পুরী মঠের নাট্যমন্দিরে স্থাপনের জন্য শ্রী ভাগবত মহারাজ বারণ করেছিলেন, সেই আলেখ্য স্থাপন করার জন্য শ্রী পরিব্রাজক মহারাজকে অনুরোধ করা হয়েছিল । তিনি মিশনের Governing Body র অনুমতি যদি পান, তবে রাখবেন বললেন ও পুরী থেকে কটক প্রস্থান করলেন ।

ভক্তদের শ্রীল প্রভুর জন্মতিথি পালন

শ্রীল প্রভুর অনুগত ভক্তবৃন্দ তথা তাঁর গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ তাঁর জন্ম তিথি অনুসন্ধান করে বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বিতীয়া জেনে তাঁর অনিচ্ছা তথা বারণ সত্ত্বে বহু বৎসর ধরে তা পালন করে আসছেন । এ বৎসর ৮-৪-৯৩ তারিখে তাঁর ৮৪তম শুভাবির্ভাব তিথির পূর্বদিন বহু ভক্ত তাঁর ভজনকুটীর শ্রী ভক্তি কেবল পাদপীঠে সমবেত হয়ে অধিবাস সংকীর্ত্তন করলেন । পরের দিন তাঁর বারণ সত্ত্বেও তাঁর গুণমহিমা কীর্তন পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করলেন । শ্রীল প্রভু অহৈতুক কৃপাপরবশ হয়ে বৈষ্ণব তত্ত্বের মহত্ত্ব সম্বন্ধে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বললেন - *"হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মধ্যে যদি বৈষ্ণব তত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, তবে গুরু ও হরিতত্ত্ব দর্শন অসম্ভব । সে জন্য শ্রী চৈতন্য ভাগবতে - 'আদৌ শ্রী চৈতন্যপ্রিয় ভক্তগোষ্ঠীর চরণে'* ও '*শ্রী* চৈতন্যচরিতামৃতে - *'হরি-গুরু-বৈষ্ণব-তিনের স্মরণ'* ও *'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা'* - ইত্যাদি বাক্য অনুশীলনীয় ।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মধ্যে হরি রুষ্ট হলে গুরু ত্রাতা, গুরু রুষ্ট হলে বৈষ্ণব রক্ষাকর্ত্তা । বঞ্চনা করে বা পরীক্ষার জন্য বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে গুরু বললেও কোন সৎ সাধক গুরুর কথায় বৈষ্ণবকে মর্ত্তাবুদ্ধি করেন না । বৈষ্ণবতা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে 'আমি বৈষ্ণব হওয়ার অযোগ্য-কুলাঙ্গার' - এই অভিমান বাড়ে । বৈষ্ণব কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বলেন না । শ্রী হরির কৃপায় বৈষ্ণব জানা যায় । 'কবে মুঞি বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি'- হরিকে অন্তরের সঙ্গে ডাকলে তিনি বৈষ্ণবকে চিনিয়ে দিবেন । যদি কেউ শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম সেবা লালসায় শ্রী গুরু ও বৈষ্ণব ঠাকুরের আনুগত্য করে থাকে, তবে সে কখনও ঠকবে না । তার পথ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে । শ্রী গুরু বৈষ্ণব আদোষদর্শী ও কৃপার বিগ্রহ । আমরা কেবল দ্বার খুলে রাখবো । তবে কৃপালোক প্রবেশ করবে ।'

শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব শতবার্ষিকী পালন

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেব ও শ্রী গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামীর আবির্ভাব শতবার্ষিকী ১৯৯৫ সালে কি করে পালন করা হবে, তা জিজ্ঞাসা করে শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রীল প্রভুকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভু ৯-৪-৯৩ তারিখে তার উত্তরে লিখেছিলেন -

১. *শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা যা শ্রীল গুরুঠাকুর প্রকাশ করেছেন তার ভাষ্য লিখুন। হরিকথার মধ্যে যেখানে বোঝা কষ্টকর বা গুরুত্বপূর্ণ, তার উপর ভাষ্য রচনা করলে সকলেই সহজে বুঝতে পারবে তথা এর দ্বারা 'শ্রীহরিকথা' র মাহাত্ম্য বাড়বে।*

২. *শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব শতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতিস্বরূপ শ্রীল আচার্যদেবের বাণী, হরিকথা - আদির পাঠ আলোচনা আশ্রমে, সঙ্ঘে তথা গৃহস্থ ভক্তদের ঘরে ঘরে হোক। বিশেষ করে শ্রীল আচার্যদেবের বাণী অনুযায়ী মঠবাসী ত্যাগীদিগের জীবন গঠনের জন্য চেষ্টা করা যাক। তাঁরা এক বছরের জন্য প্রচারাদিতে না গিয়ে আচরণে ব্রতী থাকুন।* Living source *গঠন করার জন্য চেষ্টা করা যাক । "প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার।"*

৩. *এই দুই মহাজনের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের পূর্ব প্রস্তুতি এই রূপ ভাবে করে শতবার্ষিকী বর্ষে (১৯৯৪-৯৫) বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করে তাঁদের গুণমহিমা গান সহ তাঁদের বাণী প্রচার করা হোক।*

শ্রীল প্রভু ৮-৫-৯৩তে রেমুণায় ভক্তদের সঙ্গে শুভাগমন করেছিলেন। পর দিবস ৯-৫-৯৩ তারিখে মহদাশ্রিত এ অধমের কুটীরে

শ্রীল প্রভু শুভবিজয় করলেন । পরের দিন শ্রী রায় রামানন্দের তিরোভাব তিথি তথা এ অধমের পুত্র শ্রীমান গোপালের স্বধামগমন তিথিতে বহু ভক্তের সমাগম হয় । আবার শ্রীল প্রভুর শুভবিজয় জেনে দুই শতাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল । শ্রী রায় রামানন্দের জীবনী, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রী রায় রামানন্দের সংবাদ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে পাঠ হয়েছিল । শ্রীল প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র ধারা সম্পর্কে শ্রী হরিকথা কীর্ত্তন করলেন । ১৪-৫-৯৩ তারিখে শ্রীল প্রভু রেমুণায় শুভাগমন করলেন । ইস্কনের দুই জন বিদেশী ভক্ত শ্রী ইলাপতি জী (শ্রী ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ) ও মহাবিষ্ণুজী শ্রীল প্রভুর কাছ থেকে শ্রী হরিকথা শ্রবণের জন্য কটকে শ্রী পাদপীঠে গিয়েছিলেন । সেখান থেকে খবর পেয়ে রেমুণায় এলেন । রেমুণায় আশ্রম ঘরে চার পাঁচ দিন অবস্থান করে শ্রীল প্রভুর থেকে হরিকথা শ্রবণ করলেন তথা গৌড়ীয় মঠের ইতিবৃত্ত আদি বিষয়ের বিবরণী সংগ্রহ করলেন । ২২-৫-৯৩ তারিখে শ্রীল প্রভু বালেশ্বর থেকে ধউলি এক্সপ্রেস যোগে কটক প্রস্থান করলেন ।

শ্রীক্ষেত্র পুরীতে অবস্থান ও শ্রী রথযাত্রা দর্শন

পূর্ব বর্ষের মতো শ্রীল প্রভু শ্রীক্ষেত্রে ভক্তদের সঙ্গে কিছু দিন অবস্থান করে শ্রী গৌরলীলাস্থলী দর্শন তথা শ্রী জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য বড়দাণ্ডের পাশে ঐ মণিরাম কাপুড়িয়া মঠে অবস্থান করেছিলেন । এ বৎসর সেখানে থাকার ব্যবস্থা আগের থেকে করা হয়েছিল । বালেশ্বর, কটক, পুরী, গঞ্জাম ও কোরাপুটের বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন । রথ যাত্রার পূর্ব দিবস শ্রীল প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থান দর্শনান্তে শ্রী জগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন করলেন । পরে সগোষ্ঠী শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে শ্রী গুণ্ডিচা মার্জন লীলা করলেন । প্রথমে সংকীর্ত্তন সহ শ্রী গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে পরে শ্রী নৃসিংহ মন্দিরে গেলেন । শ্রী নৃসিংহ মন্দিরের চারিদিকে অনেক আবর্জনা জমা হয়েছিল । শ্রীল প্রভু স্বীয় অনুগতগণের দ্বারা শ্রী নৃসিংহ মন্দিরের পরিবেশ সম্পূর্ণ নির্মল করালেন । তার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গিয়ে

প্রণামান্তে স্নান করে ফিরে এলেন । সন্ধ্যায় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে শ্রী গুণ্ডিচামার্জন লীলা পাঠ ও কীর্ত্তন হল । পর দিবস (রথ যাত্রার দিন) শ্রীল প্রভু সকালে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন প্রসঙ্গ পাঠ করে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন । পরে সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভু শ্রী জগন্নাথদেবের পহণ্ডি (পাণ্ডু বিজয়) কাপুড়িয়া মঠের ছাদের উপর থেকে দর্শন করলেন । সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল । শ্রীল প্রভু দিব্য দ্রষ্টা সাধু । তিনি বললেন - ''প্রবল বৃষ্টি হবে । বৃদ্ধ, মহিলা ও ছোট ছেলেরা রথাগ্রে কীর্ত্তনে যোগ না দিয়ে ছাদের উপর থেকে দর্শন করবে । যারা সমর্থ, তারা শ্রী জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের নিকটে রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করবে ।'' তা দিগকে শ্রীল প্রভু পাঠিয়েদিলেন । রথ টানার সময় প্রবল বৃষ্টি হল, বড় দাণ্ডে হাটুঁর উপর জলের স্রোত ছুটল । শ্রীল প্রভু ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সেখান থেকে রথ টানা দর্শন করছিলেন । ঠিক তাঁর সামনে (যাতে ভাল ভাবে দর্শন করতে পারেন) শ্রী বলদেবের রথ আটকে গেল । প্রিয় ভক্তকে দর্শনানন্দ দান করে তাঁর প্রীতি গ্রহণ করে কিছু সময়ের পর আগে চললেন । শ্রী সুভদ্রা দেবীর রথও ঠিক সেই স্থানে আটকে গিয়ে তাঁকে দর্শন দান করে আগে চললেন । পিছনে শ্রী জগন্নাথদেব অসীম ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করে প্রিয় ভক্তরাজকে প্রচুর দর্শন দেওয়ার ইচ্ছা করে সেদিনের জন্য সেইখানে আটকে থাকলেন । আর আগে গেলেন না । মঠের ছাদের উপর থেকে তাঁর দর্শন স্পষ্ট ভাবে হচ্ছিল । শ্রীল প্রভু তাঁর অপূর্ব করুণা দেখে আনন্দে গদ্ গদ্ হলেন । সন্ধ্যায় সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভু রথারূঢ় শ্রী জগন্নাথদেবের দর্শন, প্রেমারতি, বন্দনা, স্তবস্তুতি প্রণামাদি করলেন । পর দিবস প্রাতঃ কালে সংকীর্ত্তন সহ শ্রী জগন্নাথদেবের আরতি বন্দনাদি করে তাঁকে বহু ভাবে নন্দিত করলেন । পরে দশটার সময় ঐ রথ টানা আরম্ভ হল । তিন ঠাকুর রথে বসে শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের সামনে পৌঁছলেন । শ্রীল প্রভু বাহুড়াযাত্রা পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে দর্শন কীর্ত্তন করতেন । বাহুড়াযাত্রার পর একাদশীর দিন তিন ঠাকুরের সোনারবেশ দর্শন করে ২-৭-৯৩ দ্বাদশীর দিন কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন । ভক্তগণও যে যার গৃহে ফিরে গেলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

তদানীন্তন মিশনের পরিস্থিতি

মিশনের মধ্যে তখন দ্বন্দ্ব চলছিল । পূর্ব গুরু শ্রী ভাগবত মহারাজ শ্রী ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজকে নিজের successor বলে লিখিত ভাবে মনোনীত করে থাকলেও শ্রী ভাগবত মহারাজের কয়েকজন শিষ্য শ্রী পরিব্রাজক মহারাজের প্রতি অসূয়াবিশিষ্ট হয়ে শ্রী ভাগবত মহারাজের জনৈক উচচ শিক্ষিত শিষ্য শ্রী তীর্থমহারাজকে গুরু করতে চেষ্টাবিশিষ্ট হলেন । তারা শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ ও তাঁর সমর্থকগণকে ভয়ভীত করিয়ে জোর করে একটি ইস্তফা পত্র লিখিয়ে নিলেন এবং মোকদ্দমা করলেন । এর সঙ্গে শ্রী তীর্থ মহারাজ, শ্রী ন্যাসী মহারাজ ও শ্রী ভিক্ষু মহারাজ তিন জনকে গুরু পদে অভিষেকও করলেন ।

শ্রীল প্রভু বাহ্যতঃ মিশনের বাইরে থাকলেও মিশনকে সর্বদা গুরু পীঠ বলে নিজের মনে করতেন এবং গুরু পীঠের মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা চিন্তিত তথা চেষ্টিত থাকতেন ।

শ্রীল প্রভুপাদের মিশনে এ রকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা শুনে শ্রীল প্রভু খুবই মর্মাহত হলেন এবং মিশনকে ঐ দুর্দিন থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উপায় চিন্তা করলেন । শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ শ্রী ঔড়ুলোমি মহারাজের শিষ্য হওয়াতে শ্রীল প্রভু আশ্বস্ত ছিলেন । তিনি আশা করেছিলেন যে, ঐ দৈব দণ্ডের দ্বারা শ্রী পরিব্রাজক মহারাজের পরিবর্ত্তন হবে, তিনি শ্রীল ভারতী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হবেন । শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ হয়তো মিশনের এই সন্ধিক্ষণে শ্রীল গুরুদেবের প্রেষ্ঠ শ্রীল ভারতী মহারাজকে মিশনে ডেকে নিয়ে গুরু পদে বসাতে পারেন ।

এ সব চিন্তা করে শ্রীল প্রভু পত্র দ্বারা শ্রীল ভারতী মহারাজকে এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত বহু বংগ তথা উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দকে রেমুণায় আহ্বান করলেন । শ্রীল প্রভু ১৬-৭-৯৩ তারিখে রেমুণায় শুভ বিজয় করলেন ।

দাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রী চৈতন্য মঠ আদি দর্শন করে মঠে ফিরে এলেন।

প্রত্যহ মঠে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুঠাকুরের অনুরোধ ক্রমে নাট্যমন্দিরে দুবেলা শ্রী হরিকথা কীর্ত্তন করে ভক্তগণকে ভজনে উৎসাহিত করতেন। শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার বৈশিষ্ট্য, শ্রীল আচার্যদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলা, স্বস্ব অধিকারোচিত ভজনসাধন ও আচরণ, শ্রী গৌর নামের গুরুত্ব আদির উপর তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করতেন। তা ছাড়া তিনি শ্রীল গুরুঠাকুরের আশ্রমের মঠবাসীগণ তথা গৃহী শিষ্যশিষ্যাগণ কি করে শ্রীল গুরুঠাকুরের শ্রী চরণে নিরপরাধ থেকে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করতে পারবেন, সে বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

২৭-৩-৯৪ তারিখে ছিল শ্রী গৌর জয়ন্তী বাসর - মহা বদান্য শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব মহোৎসব। প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভু ও শ্রীল গুরুঠাকুর সগণ শ্রীগুরুপীঠ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গেলেন। সেখানে প্রথমে শ্রীল গুরুদেব ঔডুলোমি মহারাজের ভজনকুটীরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে পরে শ্রীল গুরুদেবের, শ্রীল প্রভুপাদের, শ্রী গোদ্রুমবিহারী শ্রী রাধা গোবিন্দ জীউর মঙ্গল আরতি দর্শন পরিক্রমাদি করলেন। মঠে শ্রীল প্রভু মিশনের সেক্রেটারী শ্রী সন্ন্যাসী মহারাজ তথা অন্যান্য সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে মিশনের বিভিন্ন সমস্যার কথা আলোচনা করলেন ও সমাধানের পন্থা বললেন। তাঁরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ শিষ্য শ্রীল প্রভুর নিরপেক্ষ যুক্তিযুক্ত পরামর্শ খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং তদনুযায়ী চেষ্টা করবেন বললেন। বিকাল বেলা মঠে শ্রী গৌরাবির্ভাব মহোৎসব মহাঅর্চ্চন, মহা সংকীর্ত্তন, মহা নর্ত্তনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভক্তগণ অপূর্ব আনন্দে আত্মহারা হলেন।

পরের দিন ২৮-৩-৯৪ তারিখে মঠে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল। শ্রীল প্রভু মিশনের ভবিষ্যত ও আশ্রমের ভবিষ্যত বিষয়ে বললেন। তৎপর দিবস ২৯-৩-৯৪ সকালে প্রসাদ পেয়ে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুঠাকুরের তথা ভক্তগণের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে উৎকল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন

লেন। শ্রীল গুরুঠাকুর তাঁকে মালা পরিয়ে সাশ্রুনয়নে কিছু দূর এগিয়ে
এলেন। মঠ থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর এসে শ্রীল প্রভু বললেন -
জীবনে নবদ্বীপ ধামের এই শেষ দর্শন।" তিনি ত্রিকালদর্শী সাধু ছিলেন।
পক্ষে এই তাঁর শেষ নবদ্বীপ যাত্রা ছিল, আর তিনি শ্রী নবদ্বীপে যান
। তিনি গাড়িতে এসে বস্তায় নামলেন। আমার পুত্র শ্রীমান গদাধর ও
র পূর্ব প্রোগ্রাম অনুসারে গাড়ি নিয়ে বস্তা স্টেশনে অপেক্ষা করছিল।
প্রভু মছদায় এ অধমের কুটীরে শুভবিজয় করলেন। এখানে তিনি সাত
অবস্থান করেছিলেন। এ অধম তাঁকে চক্ষুদানকারী শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম
হৃদয়ে বরণ করেছে। ৩-৪-৯৪ তারিখে তাঁর পূজার আয়োজন এখানে
হয়েছিল। পরিবারের সদস্যবৃন্দ তথা ভক্তবৃন্দ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি
পন করলেন। শ্রীল প্রভু আমাদের আর্ত্তি ও ভক্তি স্বীয় গুরুপাদপদ্মে অর্পণ
প্রত্যভিভাষণে বললেন -

*"ভক্তই ভক্তির বল। শ্রী গুরু বৈষ্ণবের প্রতি আপনবোধ থাকবে।
র প্রতি মমত্ববোধ থাকবে, তাঁর সবকিছু ভাল, সব সুন্দর। তিনি নিজের
মস্ত সদ্‌গুণ লুকিয়ে দুর্গুণ দেখালেও মমতায় দোষদৃষ্টি থাকেনা। ব্যক্তির
তি মমত্বই ভজনের প্রারম্ভ। বৈষ্ণবকে নিজের জ্ঞান করা, আপন মনে
রা রুচিমার্গের পরিচায়ক। তাঁর প্রতি আপনবোধ থাকবে, তিনি মানুষ
ন, - 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ'। স্বত্বত্যাগেই ভজন আরম্ভ।
র্মার্পণ -বিধি মার্গ। স্বত্বত্যাগ - রাগমার্গ। শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায়
স্বত্যাগ ও নিজের প্রিয় বস্তু সমর্পণ হল - নবনীত, এটি মাখন চোর মুরারি
নবনীত তস্কর রসরাজ গ্রহণ করেন।"*

শ্রীল প্রভু ৬-৪-৯৪ তারিখে বেরিয়ে কার যোগে বস্তায় শ্রী ভক্তি
কুটীরে গেলেন। সেখানে এক ঘণ্টা থেকে ঐ কার যোগে রেমুণায় পৌঁছলেন।
রেমুণা আশ্রম ঘরে চার দিন অবস্থান করে শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, শ্রী
মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি পীঠ, শ্রী রামচণ্ডী, শ্রী গর্গেশ্বর, শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয়

মঠ, শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ রমণবিহারীজীউ, শ্রী খোকা নিমাই, শ্রী জগন্নাথ বলভদ্র-সুভদ্রা জীউর দর্শন করলেন। ভক্তগণকে ব্যক্তিগত ভাবে ভজনোপদেশাদি দিয়ে ১০-৪-৯৪ তারিখে কটকস্থিত স্বীয় বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অমানিত্ব

বালেশ্বর বরুণসিংহের প্রসিদ্ধ কবি শ্রী যতীন্দ্র দাস পট্টনায়ক শ্রীল প্রভুর সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্রীল প্রভুর অপ্রাকৃত কবিত্ব ও সাহিত্যাদি পড়ে তাঁর মহিমা কিছু উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বহুবার শ্রীল প্রভুকে নিবেদন করেছিলেন তাঁর জন্মদিন কবিগণের উপস্থিতিতে পালন করবেন বলে। তাতে সাংবাদিকগণ যোগ দিবেন, সংবাদপত্রাদিতে তা প্রকাশ পাবে। এর দ্বারা শ্রীল প্রভুকে অধিক থেকে অধিকতর লোক জানতে পারবেন, তাঁর মহিমা ঘোষিত হবে। কিন্তু শ্রীল প্রভু এতে সম্মত হলেন না। তথাপি তাঁর মহত্ব বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে (এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন) শ্রী যতীন্দ্র দাস পট্টনায়কের সঙ্গে শ্রীমান্ পদ্মনয়ন সাক্ষাৎ করলেন। তিনি নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াতে কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে বলে দিলেন। শ্রীল প্রভুকে শ্রীমান্ পদ্মনয়ন এ সমস্ত জানাতে তিনি একেবারেই বারণ করে দিলেন।

তাঁর অনুমতি, অনুমোদনের জন্য যত প্রকার চেষ্টা, অনুনয়-বিনয় করলেও শ্রীল প্রভু সম্মত হলেন না। তিনি বললেন - "*ঐ কবিগণ প্রাকৃত। প্রাকৃত কবিগণের দর্শন, চিন্তাধারা, কল্পনা, বর্ণনা সবই প্রাকৃত। প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে তাঁরা কি বা বুঝবে? এঁদের প্রশস্তি শুনে কি বা লাভ হবে? 'জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা';*" - জাগতিক প্রতিষ্ঠা থেকে তিনি বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন। তিনি বহুবার বলেন - "**প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পালাইয়া - ইহা গৌড়ীয় ভক্তদের আদর্শ।**"

১৫-৪-৯৪ তারিখে শ্রীল প্রভুর কাছে বারিপদার একজন সরকারী পদস্থ কর্মচারী সপত্নীক এসে তাঁর কাছ থেকে হরিকথা শুনতে আগ্রহ করলেন। শ্রীল প্রভু তাদিগকে কিছু হরিকথা বললেন। তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন, হরিকথা শুনে যান, কিন্তু আচরণ করতে তাঁদের আন্তরিকতার অভাব দেখে শ্রীল প্রভু তাঁদের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করলেন। পরে আমাদিগকে বললেন - "*অমুক ব্যক্তি হরিকথা শুনার জন্য আসছেন, কিন্তু sincerity নেই। আমার সময় খুব কম। আমি দেখি তিনি স্বত্ব ত্যাগ করছেন কি না, অন্ততঃ কর্মার্পণ যদি না হল, তবে সব ব্যর্থ। এঁরা কাচের বাসনের মতো, কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবেন ঠিক্ নেই। তাই আমি একটি উপায় ধরেছি, পরীক্ষা করে দেখছি, স্বত্ব ত্যাগ যদি নেই, তাকে আমি গ্রহণ করি না।*"

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল আচার্যদেব বলেন - 'আমি গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে আসি নাই।' "গৌড়ীয় গুরুবর্গ (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু) সকলেই ব্রজের ঐ উন্নত উজ্জ্বল রস বিতরণ করতে জগতে এসে থাকেন। ঐ পরমোৎকৃষ্ট রস লাভের জন্য সে রকম উপযুক্ত আধার দরকার। আধার না থাকলে গ্রহণ করতে পারবে না। ঐ আধার সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ, আবার কৃপা লাভের একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন। সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন, পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস — সাধুগুরু কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং মসর্থঃ ভাব। সেখানে সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা, মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিচার বিন্দুমাত্র থাকলে কৃপালাভ সুদূরপরাহত।"

x x x x x x x x

২৭-৪-৯৪ তারিখে শ্রীল প্রভুর ৮৫ তম শুভাবির্ভাব তিথি। সেই পরম বন্দনীয়া তিথি পালনের জন্য বহু ভক্ত শ্রী পাদপীঠে একত্রিত হয়েছিলেন। প্রত্যেক বছরের মতো তাঁর গুণমহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করতে শ্রীল প্রভু বারণ করলেন। তিনি বললেন - "*আনুষ্ঠানিকতা ভাল নয়। আনুষ্ঠানিকতা করলে অন্যাভিলাষী ব্যক্তি জুটবে, দুঃখ মোচনের জন্য আসবে। শুদ্ধ ভক্তিকামী জীব জগতে বিরল।*"

x x x x x x x x

সাধু কৃপা করবেন, কিন্তু জীব সাধুর দিকে ঢলে থাকবে, দৈন্য পূর্বক কৃপা প্রার্থনা করবে। জীবের সাধনের মূল্য নেই। শুধু তাঁর কাছে কৃপাভিক্ষু হবে। কৃপা লাভের ইচ্ছা থাকলে ত কৃপার আবশ্যকতা বোধ হবে। সংকল্প শুদ্ধি বড় কথা। সংকল্প শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমাত্র কামনা থাকলে সব সুবিধা হয়ে যাবে। "Where there is will, there is a way".

শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের '*শ্রীমুখবাণী*'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী মাধবানন্দজীকে প্রেসে ছাপাতে দিলেন। ২৩-৬-৯৪ তারিখে শ্রীল প্রভু সগোষ্ঠী শ্রীক্ষেত্রধামে গিয়ে শ্রী জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা দর্শন করলেন।

১০-৭-৯৪ তারিখে শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। অসুস্থ থাকার দরুণ রথযাত্রার দর্শনে যাবেন না বলেছিলেন। তাই এ বৎসর ভক্তগণ আসেননি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী বীরচন্দ্রকে নিয়ে শ্রীল প্রভু শ্রী রথযাত্রা দর্শনের জন্য পুরী গেলেন। এবার শ্রী পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করে রথযাত্রাদি দর্শন করেছিলেন।

রেমুণা মঠে শ্রীল আচার্যদেবের জন্ম শতবার্ষিকী পালন

শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন মঠে সভাসমিতি হচ্ছিল। রেমুণা মঠটি শ্রীল আচার্যদেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে ঐ মঠে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালন নিতান্ত উচিত মনে করে অমর্দ্দা - কানপুরের শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্য শ্রী অনন্ত নারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয় তথা অন্য কয়েকজন ভক্তের উদ্যোগে এই মঠে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী তাঁর শুভাবির্ভাব তিথিতে পালন করার আয়োজন হয়েছিল। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে সকলকে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীল প্রভুকে এই উৎসবে যোগদান করার জন্য বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শ্রীল প্রভু তাঁর এই আমন্ত্রণ পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। কারণ, শ্রীল আচার্যদেব তাঁর প্রাণকোটি-সর্বস্ব। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী

পালন মিশনের মধ্যে এবং তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে - এ সম্বাদ পেয়ে তিনি খুব উল্লসিত হলেন এবং ৫-৯-৯৪ তারিখে রেমুণা শুভবিজয় করলেন । তাঁর আগমনের সংবাদ জেনে বহু ভক্ত সমবেত হয়ে ছিলেন । শ্রীল গুরু ঠাকুর আসতে না পেরে শ্রী অরণ্য মহারাজকে পাঠিয়ে ছিলেন । বালেশ্বর, কটক, পুরী, গঞ্জাম, কোরাপুট আদি অঞ্চল থেকে বহু ভক্ত ঐ তিথিতে যোগদান করেছিলেন । ১০-৯-৯৪ তারিখে শ্রীল আচার্যদেবের শুভ আবির্ভাবের অধিবাস তিথিতে শ্রীল প্রভু মঠে গিয়ে সেখানে সমবেত ভক্তবৃন্দের সমক্ষে শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করলেন । তিনি বললেন - "..... **শ্রীল আচার্যদেব অভিন্ন-প্রভুপাদ । তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা থাকলে- 'ন গতিঃ কুতোপি' ।**

"তিলার্দ্ধেক দ্বেষ যদি নিত্যানন্দে রহে,
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ।"

শ্রীল আচার্যদেব নিত্যানন্দাভিন্ন । তাঁর মহিমা পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষিত হউক ...।"

পরদিবস ১১-৯-৯৪ তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের ৯৯বর্ষ-পূর্ত্তি ও ১০০বর্ষ আরম্ভ শুভাবির্ভাব তিথি মহা মহোৎসব । শ্রী মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ থেকে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হল । শ্রীল প্রভুও তাতে যোগদান করেছিলেন । বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত পতাকাদি নিয়ে শোভাযাত্রায় যোগদান করেছিলেন । শ্রীল আচার্যদেবের প্রবর্ত্তিত 'শ্রী গৌর গুণধাম' কীর্ত্তন, শ্রী পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করে ভক্তবৃন্দ মহাউল্লাসে প্রথমে শ্রী রামচণ্ডী, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সমাধি, সপ্তশরা, শ্রী গর্গেশ্বর দর্শন করে শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গণে শ্রী রসিকানন্দদেব গোস্বামীর সমাধি মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করে শ্রী তুলসী ও শ্রী মন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম পরিক্রমা করে শ্রী মন্দিরে শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দর্শন করলেন । মহাসংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল । নৃত্যারতি-সংকীর্তনের দ্বারা ভক্তবৃন্দ শ্রী গোপীনাথকে উল্লসিত করলেন । শ্রীল প্রভুর রচিত শ্রী

গোপীনাথের মহিমা গীতি কীর্ত্তন করে ভক্তগণ বিভোর হয়ে গেলেন -

"গোপীনাথ ঠাকুর শ্রী ক্ষীরচোরা খিয়াতি
মাধবেন্দ্র প্রেমরে চোরাও ক্ষীর সে রাতি ।........"

কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে পুনঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন । বাল্যভোগ সেবনান্তে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ নাট্য মন্দিরে উপবেশন করলেন । শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ হল । তখন শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার থেকে কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হল —

"পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অপ্রকটের সময় শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বলেছিলেন, 'আপনি শ্রীরূপ রঘুনাথের বাণী প্রচার করুন ।' শ্রীল প্রভুপাদের পর তিনি সর্ববাদী সম্মত আচার্য হলেন । তিনি খাঁটি লোক - অসতের সঙ্গে তাঁর no compromise, no cementing policy; তিনি কারও মন ধরে কথা বলেন না । তিনি সকলের হৃদয় শোধন করতে আরম্ভ করলেন । সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি 'শ্রী ভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ করলেন । অপূর্ব সিদ্ধান্ত, কিন্তু মঠের বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী পছন্দ করলেন না । বিরোধী হয়ে গেলেন । মঠ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন । নিজেদের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি খাটিয়ে প্রভুপাদের দোহাই দিয়ে আলাদা মঠ গড়ে গুরুগিরি করলেন । শ্রীল আচার্যদেব বললেন - 'দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভাল' । চৌদ্দ জন সন্ন্যাসী চলে গেলেন । চারজন থাকলেন । শ্রীল প্রভুপাদের ঠাকুরের সেবা ছেড়ে নিজে নিজে মঠ করে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন পরমহংস সাধু - শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো । তিনি প্রভুপাদের অতি প্রিয় । শ্রীল প্রভুপাদের ভাষাতে তিনি শুভ্র কুসুম, নিখুঁত, সমর্পিতাত্মা । শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, " I am indebted to Professor Babu " । শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অপ্রকটের ঠিক পূর্বে কয়েক বার বলেছিলেন - "প্রভুপাদ আসিয়াছেন" এবং "সুন্দর .....সুন্দর" । তিনি শ্রীল আচার্যদেবের সেবা ১৪ বৎসর করলেন । তাঁর line of thinking

অনুসরণ করলে, তাঁর দৃষ্টিকোণ নিয়ে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো গৌড়ীয় মিশন কি, প্রভুপাদ কি, আচার্যদেব কি। তাঁর তাৎপর্য বুঝতে না পারলে নানা মতবাদ চলবে। যেমন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে চলছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলেছিলেন — "যদি সমস্ত জগত তাঁহার (শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর) বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গুণ সমূহের বাহ্য প্রকাশকে তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্য নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য অঙ্গ তাঁর আনুগত্য করতে না পারে ; তবুও তাহাঁর প্রতি যদি আমার ব্যক্তিগত টান থাকে, আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি, সেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা নাই।"

তাঁর মতকে যাঁরা ধরেছেন, তাঁরা অটল অচল হয়ে আছেন, তাঁরা সুরক্ষিত। 'অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা, ব্রজবধূ বর্গেণ যা কল্পিতা' - শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁকে যেরকম ভাবে দর্শন করেছেন, তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদিগকে দেখতে হবে। সে জন্য আমি অনেক ঘাত প্রতিঘাত খেয়েও বেঁচে আছি।........."

সভায় উপস্থিত অন্য বৈষ্ণবগণও শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। অনেকের অভিমত ছিল - বর্ত্তমান অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে ভেদ ভাব ভুলে বিশেষ করে শ্রীল ভারতী মহারাজ ও মিশনের গুরু শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ মিলে শ্রী গুরুবর্গের বাণী প্রচার করলে শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা জগতে ঘোষিত হতে পারবে।

শ্রীল প্রভু অপরাহ্নে বাসায় ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় তাঁর নিকট ভক্তগণ এসে হরিকথা শুনলেন। আবার পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রী অরণ্য মহারাজ, শ্রী অনন্ত নারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়, শ্রী মানস রঞ্জন দলাই, শ্রী গোলোক বিহারী দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুর কাছে এসে মিশনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ও মিশনের ঔজ্জ্বল্য কিসে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে নানা আলোচনা করেছিলেন। পরের দিন ১৩-৯-৯৪ তারিখে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।

শ্রীল প্রভু মঠে গেলেন। মঠের কীর্ত্তনে যোগদান করলেন এবং তাঁদের অনুরোধে হরিকথা কীর্ত্তন করলেন। ১৭-৯-৯৪ তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথি শ্রীল প্রভু মঠে পালন করলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রী স্বয়ং রূপ ব্রহ্মচারীকে মিশন ও মঠের উন্নতির জন্য তিনি কতক গুলি গঠন মূলক পরামর্শ দিলেন। ১৮-৯-৯৪ তারিখ সকালে শ্রীল প্রভু শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দর্শন করে তাঁর কাছ থেকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে কটকে প্রস্থান করলেন - এই তাঁর শেষ রেমুণা আগমন।

শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেবের মর্যাদা সংরক্ষণ

শ্রীগুরুসেবা ছিল শ্রীল প্রভুর জীবনের ব্রত। তিনি বলেন - 'সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্' - এ কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে লেখা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে 'সংসিদ্ধির্গুরুতোষণম্'। 'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি'। তিনি শ্রী গুরুবর্গের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। বিন্দুমাত্র অমর্যাদা দেখলেও তিনি সিংহ হুঙ্কারে তার প্রতিবাদ করতেন। **শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের গণেশ (গণ + ঈশ) ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ বলে গিয়েছেন, - "আমি যা বলছি, যা বলতে পারিনি; সব শ্রী অনন্ত বাসুদেবের (শ্রী আচার্যদেবের ব্রহ্মচারী নাম) কাছ থেকে শুনবে। 'বাসুদেবানন্ত দাস্যে থাকিয়া ত সদা লহ নাম।"** সেই আচার্যদেবকে প্রথমে গুরুরূপে মেনে শ্রীল প্রভুপাদের অনেক শিষ্য পরে তাঁর নিন্দা সমালোচনা করলেন। তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যগণও পারম্পরিক অপরাধে অপরাধী হয়ে অমঙ্গল বরণ করছেন, এমন কি শ্রীল আচার্যদেবের ধারায় আগত শিষ্য - প্রশিষ্যগণ, যাঁরা নিত্য তাঁর জয় বন্দনা দেন ; তাঁদের মধ্যেও প্রচছন্ন অশ্রদ্ধা, দোষদৃষ্টি দেখে শ্রীল প্রভু মর্মাহত হলেন। **এমন শ্রী নিত্যানন্দাভিন্ন পরমহংস আচার্যের প্রতি দোষদৃষ্টি অশ্রদ্ধা রেখে শত শত সাধন ভজন করলেও প্রেমভক্তি ত দূরের কথা, সংসার ক্ষয়ও হবে না।**

'মহদ্ বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্নক্ষ্যত্য দূরাদপি শূলপাণিঃ'

(ভা ৫-১০-২৫)

"শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে ।

ভাগবত প্রমাণ-তথাপি শীঘ্র মরে ।"

(চৈ.ভা. মধ্য ১৩-৩৮৮)

জগদ্গুরু শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদিষ্ট ও নির্দেশিত অধস্তন আচার্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেবকে প্রকটাচার্য রূপে প্রথমে মেনে পরে অনেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজে নিজে গুরু গিরি করলেন ।

"কৃষ্ণ শক্তি বিনা ধর্ম নহে প্রবর্ত্তন ।......."

"আমার আজ্ঞায় গুরু হয়াঁ তার এই দেশ ।......"

পূর্ব গুরুর আজ্ঞা না হলে, পূর্ব গুরু শক্তি সঞ্চার না করলে গুরুত্ব আসেনা । নিজে নিজে গুরুর কাজ করলে বহিরংগ অনুষ্ঠানের চাকচিক্য বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু বদ্ধ জীবের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তি সঞ্চারিত করা সংপূর্ণ অসম্ভব । এই সব প্রতিষ্ঠানে ভক্তিক্রিয়া, ভক্তিসংস্কার দেখা যেতে পারে । এটি শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় 'Morphology' *মাত্র,* 'Ontology' *থেকে বহু দূরে ।*

শ্রীল প্রভু সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্য "শ্রীল পুরীগোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা" নামে একটি গ্রন্থ লিখলেন । তাতে আচার্যবিরোধী গুরু তথা গোষ্ঠীদের কপটতা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং শ্রীল আচার্যদেবকে স্থাপন করেছেন । এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লিখেছেন গৌড়ীয় ভক্তগণের সুবোধের জন্য । এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ছাপাবার জন্য শ্রীল গুরুঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন । এই গ্রন্থ ১২-৯-৯৪ তারিখে শ্রীল আচার্যদেবের একশত বর্ষ পূর্ত্তি প্রাকট্য তিথিতে প্রকাশিত হয়েছিল । এই বৎসর শ্রী নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন শাখা-গোষ্ঠীর দেশী-বিদেশী গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে এই গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছিল ।

শ্রী ভক্তিসুধাকরের যেই মত সেই মত সার

শ্রীল প্রভু বারবার বলেন -" শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, যাঁকে শ্রীল প্রভুপাদ নিখুঁত বৈষ্ণব, ত্রিদণ্ডীর গুরু বলে অভিহিত করেছেন, তিনি শ্রীল আচার্যদেবকে যেরূপে দর্শন করেছেন, সেইটাই শুদ্ধ দর্শন। শ্রী ভক্তি সুধাকর প্রভু বলেছেন - "শ্রীল আচার্যদেব এত বড় মিশনের controlling authority অথবা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভা, ধীশক্তি, বিচারনৈপুণ্য, ব্যক্তিত্বের প্রভাব দশজনের আদরের বিষয় জানিয়া আমিও সেই দশজনের একজন হইয়া আচার্যদেবের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা দ্বারা অধিকফল হইবে না। যদি সমস্ত জগত তাঁহার (শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর) বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গুণ সমূহের বাহ্য প্রকাশকে তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্য নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য অঙ্গ তাঁর আনুগত্য করতে না পারে ; তবুও তাহাঁর প্রতি যদি আমার ব্যক্তিগত টান থাকে, আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি, সেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা নাই।"

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্যদেবকে আম্নায় পরম্পরার দশম অধস্তন আচার্য তথা শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ রূপে দর্শন করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে না পেরে কিছু মৎসর ব্যক্তি *শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন,* "শ্রীল প্রভুপাদকে মানতে গেলে শ্রীল আচার্যদেবকে ছাড়তে হবে, আবার আচার্যদেবকে মানতে গেলে শ্রীল প্রভুপাদকে ছাড়তে হবে।" তাঁরা *'একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড'*। তাঁরা দুই গৌড়ীয় গুরুর লীলা-বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পেরে ভেদ বুদ্ধি করে গুর্ববজ্ঞা রূপ মহা অপরাধ অর্জন করেন।

আর এক দল আছেন, যাঁরা *শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি অতিভক্তি*

দেখাতে গিয়ে বলেন, - শ্রী আচার্যদেবই ষড় গোস্বামীর পর একমাত্র মহৎ। তাঁর পূর্বে ও পরে আর কেউ আম্নায় পরম্পরায় গুরু হননি। তাঁরা শ্রীল আচার্যদেবের জয়দান করে থাকেন, কিন্তু তাঁর পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী (পরম গুরুদেব)র তথা গুরুবর্গের জয় দেন না। শ্রীল আচার্যদেব স্বগুরু পরম্পরার সম্বন্ধে হরিকথায় বলেছেন - "*পুরুষাভিমানে প্রকৃতি-ভজন না ছাড়া পর্যন্ত মহা চিদ্‌বিলাসী শ্রী স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-জীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর আনুগত্য হয় না।*"

(শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথামৃত ৩য় খণ্ড পৃ: ১৯)

পুনশ্চ,

"*অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর-শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর গোষ্ঠীতে আমাদিগকে স্থিতি দানের জন্যই এই সকল করুণার নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন।*"

(শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথামৃত - ৩য় খণ্ড পৃ: ২৪)

এই গুরু পরম্পরার কথা তিনি বহুবার বলেছেন। তাঁকে অতিভক্তি করে তাঁর গুরু পরম্পরাকে বাদ দেওয়া বা গুরুবর্গের মধ্যে উচ্চাবচ ভাবনা করা গুর্ববজ্ঞা। আবার শ্রীল আচার্যদেবের পর গুরুধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোন সদ্‌গুরু আসেননি বা এখন নেই - যারা এরকম ভাবনা করেন, তাঁরা অত্যন্ত দুর্ভাগা। ('আমি ত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি....')। বস্তুতঃ শ্রী আম্নায় ধারা কখনও রুদ্ধ হয় না।

- *কৃষ্ণভক্তি ত দূরের কথা, যদি হৃদয় না থাকে, তবে আমাদের মস্তিষ্কের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনও হবে না। মস্তিষ্কের দ্বারা চতুর্মুখ ব্রহ্মাও ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝতে পারে নি।*
- *নিজের বুদ্ধিতে যে চলে, সে কপট। কপটের জন্মে জন্মে তাপ।*

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার বৈষ্ণব মহাজন

শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারায় আগত শ্রী গুরুবর্গের লীলা সহায়ক রূপে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন তাঁর মর্মী অভিন্ন-হৃদয় বৈষ্ণব এসে শ্রী গুরুবর্গের অসমোর্ধ্ব মহিমা ও তাঁর গোলোক বাণীর তাৎপর্য জগতে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রী নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর আদর্শ সর্বোপরি।

শ্রীল প্রভু এই দুই বৈষ্ণব মহাজনকে শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীবিগ্রহ রূপে অভিহিত করে তাঁদের জীবনী একটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন - "*শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রী সুন্দরানন্দ প্রভু - এই দুইজন শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের দুই হস্ত রূপে শ্রীগুরুর অঙ্গ ছিলেন। শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ এই দুই মহাজনের দ্বারা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত বাণী প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ দুজন শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীবিগ্রহ।*"

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে এই জীবনী গ্রন্থের "শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর আনুগত্য" (৫২ পৃষ্ঠায়) প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল প্রভু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে ও শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুকে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার অনন্য শিক্ষাগুরু রূপে অভিহিত করতেন। দৈনন্দিন সংক্ষিপ্ত জয়দানে তাঁদের জয় তিনি নিজে দিতেন এবং অন্যাদিগকে তাঁদের জয় দেবার জন্য কৃপা নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বন্দনার ক্রম নির্দেশ করে যে শ্লোক রচনা করেছেন, তা উল্লেখ করে বলেন -

'বন্দেঽহং শ্রী গুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রী গুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রী রূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং...'

সর্বাগ্রে স্বগুরুপাদপদ্মের বন্দনা করে শ্রী গুরুবর্গের অভিন্ন হৃদয় মহাভাগবতগণের জয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক, নচেৎ জয় দেওয়ার ক্রমভঙ্গ হবে।

প্রকটাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ নিত্য জয়দানের মধ্যে শ্রীল প্রভুর প্রবর্ত্তিত এই শিক্ষাগুরুদ্বয়ের জয়ের সঙ্গে শিক্ষাগুরুবর শ্রীল যতিশেখর প্রভুর জয়ও সংযোগ করেছেন। শ্রী গুরুবর্গের জয়ের পর শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার ঐ তিন শ্রেষ্ঠ মহাজনের জয় দিয়ে তারপর ষড় গোস্বামী আদির জয়ের প্রচলন করেছেন।

নূয়াপাটণায় শ্রী গুরুপূজা মহোৎসব

শ্রীল গুরুঠাকুরের শিষ্য নূয়াপাটণার শ্রী যোগীবাবু, শ্রী কাশীনাথজী তথা সেখানকার অন্য কয়েকজন ভক্তের বিশেষ প্রার্থনা ক্রমে শ্রী গুরুপূজা মহোৎসবে যোগদান করার জন্য শ্রীল প্রভু নূয়াপাটণা গিয়েছিলেন। ৬-১-৯৫ তারিখে শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের শুভার্বিভাব তিথিতে শ্রী গুরুপূজা মহোৎসব প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালিত হয়েছিল। সেখানে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বেরিয়েছিল। শ্রীল প্রভুর জন্য কার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কার কিম্বা রিক্সা কোনটিতে না বসে বৃদ্ধ বয়সেও পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানকার শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীল প্রভু ঐ সভায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেছিলেন। নগর সংকীর্ত্তনের পর তিনি প্রসাদ পেয়ে আদৌ বিশ্রাম না করে রাত ১০ টা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেছিলেন। ঐ দু দিন তিনি পূর্ণ সুস্থ লীলা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর যুবক সুলভ উৎসাহ ও সামর্থ্য দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি ৭-১-৯৫ তারিখে কটকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

জগতের শিক্ষাগুরু

শ্রীল প্রভুর কাছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত আসতেন। ইস্কনের বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ভক্তও এসে তাঁর কাছথেকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রী সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত শুনে নূতন দিগ্‌দর্শন পেয়েছিলেন।

ইস্কনের শ্রী ইলাপতিজী (শ্রী ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ), শ্রী মহাবিষ্ণুজী আদি বহু ভক্ত শ্রীল প্রভুর কাছে এসে আম্নায় পরম্পরা, শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারা, 'এখন শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারা কোথায় ?' প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করেছেন এবং তাঁদের মনে এসব বিষয়ে চিন্তার উদয় হয়েছে। যদিও সম্প্রদায় অনুরোধে স্বগুরু সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু ব্যতিরেক ভাবে ভাবতে পারছেন না, তথাপি শ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্যদেবের (শ্রী অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর) প্রতি যে পরবর্ত্তী আচার্যের কাজ করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা নির্দেশ ছিল, তা বুঝতে পেরেছেন।

শ্রীল প্রভুর কাছ থেকে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করে শ্রী ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ "A ray of Vishnu" নামে ইংরাজিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সিদ্ধ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'Srila Vansidas Babaji Maharaj' নামে ইংরাজিতে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যাতে শ্রীল প্রভুর আলেখ্য প্রকাশিত হয়েছেন।

ইস্কনের অনেক শিষ্য বৃন্দাবনে ভজনকারী বৈষ্ণব বাবাজীদের ভজন প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরা বাবাজীদের কাছে শুনলেন - "গৌড়ীয় মিশনে বৈধীভক্তি চলছে, এর দ্বারা মঞ্জরীত্ব পাওয়া যাবে না। মঞ্জরীত্ব লাভ করতে হলে বাবাজীগণ যেরূপ অষ্টকালীন লীলা স্মরণ রূপ ভজন প্রণালী অবলম্বন করছেন, সেই ভজন প্রণালী অবলম্বন করতে হবে।" এ সব শুনে শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার ভজন প্রণালীর প্রতি তাঁদের মনে সংশয় জাত হল। ইস্কনের নবদ্বীপ মায়াপুর শাখার আচার্য শ্রী জয়পতাকা স্বামী এর স্পষ্টীকরণের জন্য জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত, গুরু পরম্পরা, মঞ্জরী সাধনাদি বিষয় জানতে চেয়ে শ্রীল প্রভুকে একমাত্র নিরপেক্ষ সৎ সিদ্ধান্তবিৎ জেনে নিজের জনৈক শিষ্যের হস্তে তাঁর কাছে ১৯৯৫ জানুয়ারীতে পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রের উত্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে শ্রী জয়পতাকা স্বামীর কাছে শ্রীল প্রভু পাঠিয়েছিলেন। সেই লেখার নকল এখানে দেওয়া হল -

শ্রী সরস্বতী পরিবারের বৈশিষ্ট্য

আম্নায় ধারা- শ্রী গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদবাণী

শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন -

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

(শ্রীমদ্ ভাগবত ১১-১৪-৩)

শ্রী ভগবান বলিলেন - হে উদ্ধব, যে বেদ বাক্যে আমার স্বরূপভূত ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কাল ক্রমে প্রলয়ে অদৃশ্য হইয়াছিল। আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনঃ ব্রহ্মাকে বলিলাম। শ্রীমদ্ ভাগবতে ১২-১৩-১৯ শ্লোকে ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে বেদব্যাস ও বেদব্যাস হইতে শ্রী শুকদেব যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমদ্ ভাগবতের সিদ্ধান্ত। অন্য পক্ষে এই পরম তত্ত্ব শ্রী শেষদেব হইতে সনৎকুমার, সাংখ্যায়ন, মৈত্রেয় ও বিদুর - পরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হইল। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় এই অব্যয় যোগ শ্রীকৃষ্ণ সূর্যকে বলিয়াছিলেন। সূর্য হইতে মনু, মনু হইতে ঈক্ষ্বাকু, ক্রমে নিমি - জনক প্রভৃতি এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যথা (শ্রী ভগবদ্ গীতা ৪-১-২)

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানোহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনু ঈক্ষ্বাকবেহব্রবীত্ ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

গৌড়ীয় পরিপন্থী শ্রী মধ্বাচার্য পরম্পরা

শ্রী মধ্বাচার্য বহুকাল পরে সমাধিস্থ হইয়া ব্যাসদেবের দর্শন লাভ করিয়া যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা, তিনি 'তীর্থ' উপাধিধারী সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে প্রদান করিয়াছেন। উড়ুপীস্থিত মূল মধ্বপীঠে স্বীকৃত মধ্ব পরম্পরায় লক্ষ্মীপতি বা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে মাধ্বগণ স্বীকার করেন নাই। সকলেই তীর্থ উপাধিধারী, পুরী কেহই নন। প্রথমে শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ

জয়পুরে গলতাগাদিতে চারিসংপ্রদায়ের পরিপ্রশ্নে শ্রীমাধ্ব সংপ্রদায়কে স্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি তাঁর কৃত 'গোবিন্দ ভাষ্যের' সূক্ষ্মা টীকায় গৌড়ীয় সংপ্রদায় মধ্বানুগত বলে বলিয়াছেন । ব্রজ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, তাঁরা জীব কোটির অন্তর্ভুক্ত নহেন । শ্রী মধ্বাচার্য গোপীগণকে স্বর্গবাসিনী অপ্সরা বলিয়াছেন । শ্রী মধ্বকৃত 'ভাগবত তাৎপর্য্য' ১০-২৭-১৫ তে লিখিত হইয়াছে -

"উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দ্দনঃ ।
জারত্বেনাপ্সরঃ স্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ।"

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মাধ্বমতকে তত্ত্ববাদী বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি মধ্ব সংপ্রদায় ভুক্ত হইতেন তাহা হইলে তিনি 'তোমার সংপ্রদায়' - এরূপ বলিতেন না ।

'প্রভু কহে - কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সংপ্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ।'

(চৈতন্য চঃ মধ্য ৯-২৪৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০-১২-১ শ্লোকের 'বৃহদ্বৈষ্ণব তোষণী' টীকায় শ্রী সনাতন গোস্বামী মাধ্ব সংপ্রদায় মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন । তত্ত্ববাদীগণ মুক্তির পরমপুরুষার্থতা মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক 'পূতনা লোক বালঘ্নী' - ইত্যাদি ছয়টি শ্লোক এবং দশম স্কন্ধের ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ অধ্যায়কেও স্বীকার করেননি ।

মধ্বাচার্যকৃত 'ভাগবত তাৎপর্যম্ '(১১-১২-২২) এ আমরা পাই - "বিনা ব্রহ্মাণমীশেষং স হি সর্বাধিকঃ স্মৃতঃ....। ভক্তির তারতম্য বিচারে 'ভাগবত তাৎপর্যে' গোপীগণ নিম্ন স্তরের এবং যশোদা অপেক্ষা দেবকী ও বলরাম ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ । ব্রহ্মাই ভক্তিতে সকলের অপেক্ষা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ । তিনি ঈশেশ ।"

শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রথম মুখে শ্রী মাধ্বমত স্বীকার করিলেও পরে তিনি মাধ্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রী

বলদেব বিদ্যাভূষণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'শ্রী বলদেব যখন দেখিলেন - মাধ্ব গৌড়ীয় মত স্থাপন করিতে হইলে শ্রী রাধারাণী ও গোপীগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তিনি গৌড়ীয় শ্যামানন্দ পরিবারে শ্রী রাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া একান্তী গোবিন্দ দাস বলিয়া গৌড়ীয় সংপ্রদায়ে খ্যাত হইলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রী জীবগোস্বামীর 'তত্ত্ব সন্দর্ভ'এর মঙ্গলাচরণে শ্রী মধ্বাচার্যকে বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলার অনুসরণে শ্রী চৈতন্য ভাগবত গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন - '*শ্রী মধ্বাচার্য মধ্যযুগীয় বৃদ্ধ বৈষ্ণব*'।

আবার শ্রীল প্রভুপাদ চারি সংপ্রদায়ের আচার্যগণের শ্রীমূর্ত্তি শ্রী চৈতন্য মঠের শ্রী মন্দিরে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রী রামানুজ, শ্রী নিম্বাদিত্য, শ্রী বিষ্ণুস্বামীর শ্রী মূর্ত্তির সহিত শ্রী মধ্বাচার্যের শ্রীমূর্ত্তিও স্থাপন করিয়াছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৯-২৫০ পয়ারে শ্রী মধ্বাচার্য - সংপ্রদায়ের মহিমা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন।

'সবে এক গুণ দেখি তোমার সংপ্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে করহ নির্ণয়ে।'

শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃতের টীকাকার শ্রী আনন্দী উপসংহারে লিখিতেছেন - ''স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসক সংপ্রদায় প্রবর্ত্তকো ভবতি। ...ততঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানেব সংপ্রদায় প্রবর্ত্তকস্তৎ পার্যদা এব সাংপ্রদায়িকা গুরব্বো নান্যে।'' শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়ীয় সংপ্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং তদীয় পার্ষদ গোস্বামীবৃন্দ এই সংপ্রদায়ের গুরু পরম্পরা। শ্রী জীবগোস্বামী 'সর্ব সম্বাদিনী'র প্রারম্ভে গৌড়ীয় সংপ্রদায়ের অধিদেব শ্রী গৌরহরি বলিয়া জানাইয়াছেন। যথা - 'স্ব সংপ্রদায় সহস্রাধিদেব'।

শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীরাধিকার গণ বলিয়া বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রী দেবকী নন্দন দাস প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রী মধ্বসংপ্রদায়ে শ্রী লক্ষ্মীপতি বলিয়া কোন আচার্যের নাম নাই। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৯-১০ পয়ারের টীকায় লিখিয়াছেন - 'শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী

লক্ষ্মীপতির শিষ্য হইলেও শ্রী মধ্ব সংপ্রদায়ে ''শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূর্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিলনা । ইহাঁর কৃত 'অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ.....' শ্লোকে মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ত্ব বীজ রূপে ছিল । শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈঃ চঃ আদি ৯-১০ পয়ারে বলিয়াছেন -

'জয় শ্রী মাধব পুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর ।
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ।'

গোড়ীয় পরম্পরা

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের অনুভাষ্যে গৌড়ীয় পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা -

'মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর শ্রী স্বরূপ দামোদর
তাঁর মিত্র রূপ সনাতন ।। .... ইত্যাদি'

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের নবম পরিচেছদে শ্রী নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদির শাখা নির্ণয় করা হয়েছে । 'শাখা' বা 'পরিবার' বলিয়া একটি প্রথা গৌড়ীয় সংপ্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে । যথা - শ্রী নিত্যানন্দ পরিবার, শ্রী অদ্বৈত পরিবার, শ্রী গদাধর পরিবার, শ্রী বক্রেশ্বর পরিবার, শ্রী নরোত্তম পরিবার ইত্যাদি । কোন শাখার মূল প্রবর্ত্তক যে ভাবাবেশ লইয়া শ্রী গোপীজনবল্লভের ভজন করিয়া থাকেন, সেই ভাবাবেশযুক্ত সাধন পদ্ধতির অনুসরণকারী শাখা বা গোষ্ঠীকেই তাঁহার পরিবার বলা হয় । অনেকে কেবল বাহ্য বেশাদি (তিলকাদি) দেখিয়া পরিবার নির্ণয় করিয়া থাকেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নির্ণয় যথেষ্ট নহে । কারণ, কেবল বাহ্য বেশ গ্রহণ দ্বারা কেহই কোন পরিবারভুক্ত হ্ইতে পারে না । *পরিবারের মূল প্রবর্ত্তকের ভাবাবেশের লোভাকৃষ্ট অনুসরণই পরিবারভুক্ত হইবার একমাত্র যোগ্যতা ।* তাঁহার

অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় জীব এই আবেশ (শ্রী গোপীজন বল্লভের সুখানুসন্ধানাবেশ) কখনও লাভ করিতে পারে না ।

আম্নায় ধারা লুপ্ত নয় গুপ্ত

শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন-(১১-১৪-৩ শ্লোকে)

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা ।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

আম্নায় ধারা কালক্রমে অদৃশ্য বা গুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু লুপ্ত হয়না । শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় (৪র্থ অধ্যায় ২য় শ্লোকে) - 'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ' - এই সুবোধিনী টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন - 'সঃ যোগঃ কাল বশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ.... ।' ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরম্পরা বা ধারা কালক্রমে নষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইতেছে । কিন্তু ভগবান ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কখনও নিজে আসেন, কখনও বা তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া থাকেন ।

স্বয়ং সিদ্ধ আচার্য

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং সিদ্ধ আচার্য হইলেও শ্রী নিত্যানন্দ পরিবারকে স্বীকার করিয়াছেন । শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ শ্রী অদ্বৈত পরিবারভুক্ত ছিলেন । তিনি স্বতঃসিদ্ধ আচার্য ছিলেন । পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অবধূত চূড়ামণি শ্রী গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কৃপাসিক্ত হইয়াছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শতকোটি মহামন্ত্র গ্রহণ কালে শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের প্রেরণায় দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন পূর্বক মঠ মন্দির নর্মাণ ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশনে ব্রতী হইলেন বলিয়া পত্রাবলীতে জানাইয়াছেন । শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বরূপে ধর্মার্থকামমোক্ষাদি প্রতিপাদক কর্ম-জড় জ্ঞানাদির নিরসন করিয়া পরমার্থ স্থাপনই দৃষ্ট হয় । তিনি শ্রী দয়িত দাস স্বরূপে গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত (শ্রী রূপ রঘুনাথের বাণী) প্রচার করিয়াছিলেন ।

তাই তিনি শ্রী স্বরূপ রূপানুগবর বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন । তিনি শ্রী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর অন্যাভিলাষিতা শূন্য জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত 'অনুকূলা'র (শ্রীরাধার) আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি তাঁর লিখিত 'বৈষ্ণব কে' ? পদ্যের মধ্যে জানাইয়াছেন -

''শ্রী দয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ।.......

শ্রী নিতাই গৌর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রণালী যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অনুসরণে আমরা নিম্ন মতে উদ্ধৃত করিলাম -

''হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণ নাম - বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার ।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮ : ২৯ - ৩০ - ৩১)

এঁর অনুভাষ্যে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন ''কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই । অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নামফল (কৃষ্ণপ্রেম) লাভ করেন না । অপরাধ থাকা কালেও গৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণকারী নাম গ্রহণ করিতে করিতে অপরাধ মোচনান্তে নামফল লাভ করেন । ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌর-নিত্যানন্দের নিকট সাধক কৃষ্ণবিমুখ অবস্থা হইতে কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন । সাধন-সিদ্ধ অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য 'কৃষ্ণনাম' অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেম) প্রদান করে না । গৌরনিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদেব সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় । সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে

কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার 'অনর্থই' আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু নিতাই গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সংকীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন বিচারে শ্রী গৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রী গৌর নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ, আশ্রিত জনগণের উপর। গৌরনিত্যানন্দের ঔদার্য স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।"

তাই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী সরস্বতী ঠাকুর প্রতি ভক্ত্যঙ্গ, আরতি কীর্ত্তনাদি কালে প্রথমে পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেন, অর্থাত্ - 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ' - এই কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন -

'দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন।
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন।
ও নামে অপরাধ বিচার ত নাইরে।
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হবে, ঘুচিবে বন্ধন ॥'

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের 'তখন' লিখিবার অভিপ্রায় আপনারা অবগত থাকিবেন। শ্রী কৃষ্ণনামে যে সর্বসিদ্ধি ও ভজনের পরাকাষ্ঠা, সে সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন - **'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্।'**

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ - শ্রীভা: (১১-৫-৩২)

শ্রী হরিনাম গ্রহণ প্রণালী

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রী হরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থ অনুশীলন করিয়া জানাইয়াছেন —

'জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটা শুদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজের সিদ্ধতত্ত্ব ভূলে মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড় দেহে মত্ত হইয়াছে। সদ্গুরুর কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয় লাভ পরম সহজ বস্তু। এখন স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপ লাভের ক্রম বলা হইতেছে —

''বদ্ধ জীবের ভক্তি সাধনের ক্রম আছে। তাহার মধ্যে একটা বৈধক্রম, আর একটা রাগানুগ সাধন ক্রম। বৈধ ও রাগানুগের ক্রমদ্বয় প্রথমে পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবাপনে সেই প্রার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্র বিধি শাসন থেকে বৈধক্রমের উদয় হয়। আর ব্রজজনের ক্রিয়াতে লোভ হলে রাগানুগ ক্রমের উদয় হয়। সেই জন্য প্রথম ক্রম সাধারণ ও শেষোক্ত ক্রম বিরল।''

শ্রী রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকায় শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন - ''যে তু রাগানুগা ভক্তিঃ সর্বথৈব সর্বদৈব শাস্ত্র বিধিমতিক্রান্তা এব ইতি ব্রুবতে' 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইতি বিধিহীনমসৃষ্টানম্' ইত্যাদি গীতোক্ত গর্হামর্হন্তো মুহুরুৎপাতমনুভূতবক্তোঽনুভবিষ্যন্তি চেতলমতি বিস্তরেণ। হন্ত রাগানুবর্ত্মদুর্দ্দর্শং বিবুধৈরপি, পরিচিন্বন্তু সুধিয়ো ভক্তাশ্চন্দ্রিকয়ানয়া''— ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদের শেষ মন্তব্য

উপরোক্ত বিষয়ের সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলিতেছেন - তাহা 'শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম' প্রবন্ধে ১৫ খণ্ড ২১ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত হইল। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ সালে অপ্রকটের ১৬ দিন পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন - ''শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রী রঘুনাথদাস-শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ

মহাজন গণের গ্রন্থে যে সকল কথা পাওয়া যায়, সে সকল কথার সন্ধান রাখা দরকার। তাঁহারা এ দেশের লোক ছিলেন না, তাহাঁরা সাক্ষাৎ গোলোকের জন - গোলোকনাথের নিজ পরিকর। তাঁহারা Absolute এর বাস্তব বস্তু। বিষয়-বিগ্রহের সহিত তদাশ্রিত সংপ্রদায়ের কি কি কৃত্য কি কি কথাবার্ত্তা আছে, তাহার কিছু কিছু তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অপ্রাকৃত রস বিচার সম্বন্ধে যাহা শ্রোতব্য এবং শ্রবণের পর যাহা আমাদের কর্ত্তব্য ; তদ্ বিষয়ে বিশেষ সাবধানে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তদ্ অনুকূল যোগাযোগ না ঘটিলে কিছুতেই সুবিধা হয়না। তজ্জন্য এ জগতে missing line ও cementing bridge দরকার হইয়া পড়িযাছে।

যাঁহারা সদ্গুরু পদাশ্রয়ে অন্যাভিলাষিতাশূন্য-জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃত হইয়া অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণ ভজনের সন্ধান প্রাপ্ত হন, নতুবা সে রহস্য কাহারও ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিতেছেন -

'ত্বং রূপ মঞ্জরি প্রথিতা পুরোস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্ত্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন।'

সাধারণ লোক এই সকল সংস্কৃত শ্লোকের মর্মার্থ কি বুঝিবেন ? শিষ্য বলিতেছেন নিজ গুরুপাদপদ্মকে, শ্রী রঘুনাথ বলিতেছেন শ্রী রূপপাদকে - "হে সখী ! শ্রীরূপ মঞ্জরী ! আপনি এই ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেছেন, ব্রজে সচ্চরিত্রা-সতী বলিয়া আপনার প্রসিদ্ধি আছে। আপনি কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন করেন না। আবার আপনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা, আপনার স্বামী দূরে বাস করেন। তবে ভর্ত্তার অনুপস্থিতি কালে আপনার কপোল দেশে যে সম্ভোগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কোন শুক পাখী কি এই কার্য্য করিয়াছে ?"

এ ধরণের কথা সাধারণ লোকের আলোচ্য বিষয় নহে। আপনি পর পুরুষের সঙ্গ করেন না। পতিপ্রাণা সচ্চরিত্রা (moralist) আপনি - ইত্যাদি

গুরুর এ চেহারাকে লক্ষ্য করিয়া তো বলা যাইতেছে না । শিষ্যের মুক্তাবস্থায় গুরুকে ব্রজবাসিনী বিচারে এ সকল বলা হইয়াছে । শ্রী রতিমঞ্জরী (শ্রী রঘুনাথ) সিদ্ধ ভূমিকায় নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপ মঞ্জরীকে বলিতেছেন । এই যে অপ্রাকৃত পারকীয় রসের বিচার, যাহা শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন, ইহাই ভজনের কথা । কিন্তু ইহা ত সাধারণ বর্গের ভক্তের বুঝিবার নয় !

এই সকল বিচারের গ্রন্থ আছেন্, তবে সেই সমস্ত sealed book। ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে মুক্ত জীবনের কথা বা মুক্ত জীবনের ভজন লালসার কথার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অতি সন্তর্পণে কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন । তাঁহার 'কল্যাণ কল্পতরু'র অভিসার গীতির শেষে এরকম কিছু কথা লেখা আছে -

''কেন মোর দুর্বলা লেখনী নাহি সরে ।
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে ॥
x x x x x
দুর্ভাগা না বুঝে রাস লীলা তত্ত্ব সার ।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা হার ॥
অধিকার হীন-জন মঙ্গল চিন্তিয়া ।
কীর্ত্তন করিনু শেষ কাল বিচারিয়া ॥

অবশ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার এই গ্রন্থের পর আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন । ভজনের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ভগবত্ তত্ত্বে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার - তাৎপর্য বোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হন । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত' গ্রন্থের সপ্তম বৃষ্টি প্রথম ধারায় লিখিতেছেন - ''রস সাধনাঙ্গ নয় । অতএব যদি কেহ বলেন, আইস, তোমাকে রস সাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র । শ্রীরূপ রঘুনাথের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক,''— এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ এক অতিমর্ত্ত্য ভাবে বিভাবিত হইলেন । অনেক সময় দিব্য ভাব সম্বরণ করিতে গিয়া তাঁহার মুখ মণ্ডল লাল পড়িয়া যাইত, ইহা অনেক ভক্ত লক্ষ্য করেছেন ।

সাধককে সতর্ক করিলেন -

জীবের সিদ্ধিকালে দেহ ও মনের উপাধি নাই । সে সময় নন্দনন্দনের স্বেচ্ছা বিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা পূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ । **'সাধন পথ'** গ্রন্থের পরিশেষের বিবৃতি দ্রষ্টব্য । পরমহংস শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ **'প্রাকৃত রস শত দূষণী'** গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধ্যভাব সমূহ ও প্রেমকে সাধন জাতীয় অনুশীলন জ্ঞানের দ্বারা যে উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা হইতে সাধককে সতর্ক করাইয়াছেন । নিম্নে প্রাকৃত রস শতদূষণী হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল ।

প্রাকৃতরস শত দূষণীর কিঞ্চিৎ

'প্রাকৃত-চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না ।
জড়ীয় প্রাকৃত রস শুদ্ধ-ভক্ত গায় না ॥
প্রাকৃত রসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না ।
রতি বিনা যেই রস তাহা গুরু দেয় না ॥
রসে ডগমগ আছ শিষ্যে গুরু বলে না ।
রসে ডগমগ আমি কভু গুরু বলে না ॥
মূলধন রসলাভ রতি বিনা হয় না ।
গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষ মূলে পায় না ॥
অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না ।
অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ সেবা হয় না ॥
রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তি নাম ছাড়া হয় না ।
রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণনাম হয় না ॥
লীলা হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি রূপানুগ বলে না ।
নাম নামী দুই বস্তু রূপানুগ বলে না ॥
মহাজন পথ ছাড়ি নব্য পথে ধায় না ।
অপরাধ সহ নাম কখনই হয় না ॥

অনর্থ থাকার কালে জড় লীলা ভোগে না ।
অনর্থ থাকার কালে শুদ্ধ নাম ছাড়ে না ॥
অনর্থ থাকার কালে রসগান করে না ।
অনর্থ থাকার কালে সিদ্ধি লব্ধ বলে না ॥
জড় বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না ।
নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না ॥

শ্রী সরস্বতী পরিবারে অর্চন ও কীর্ত্তনের সমাহার

পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদ অর্চন-কীর্ত্তন তথা পঞ্চরাত্র ও ভাগবত বিচারে বিধি ও রাগ সম্বন্ধে একটি গোলাকার চিত্র তাঁর মুদ্রিত প্রতি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে প্রকাশ করিতেন । তাতে তাঁহার ভজন প্রণালী অনুসৃত আছে ।

এখন শ্রীল সরস্বতী পরিবার সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন প্রদর্শিত হইতেছে । শ্রীল প্রভুপাদ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনুগমনে শিক্ষাগুরু ধারা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন । শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই । তিনি শ্রীরূপ রঘুনাথাদিকে শিক্ষাগুরু বলিয়া প্রতি অধ্যায় পরিশেষে জানাইয়াছেন । শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষাগুরু ধারার বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া স্বয়ং জগদ্‌গুরু রূপে প্রকট হইয়াছিলেন । তিনি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রদান এবং স্বয়ং ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়া প্রায় আঠার জনকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন । প্রায় ১৫ জনকে ব্রজবাসী বাবাজী বেশ দিয়াছিলেন । তাঁহার পরিবারের বহু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে দীক্ষা লাভ করিয়া উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন ।

- *শ্রী গুরুবৈষ্ণবের বাণী গ্রহণ সত্ত্বশুদ্ধির তারতম্যে বিভিন্ন হয় ।*
- *হৃদয় মিলন করায়, মস্তিষ্ক তফাৎ করে ।*

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে সাবধান

শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে শ্রী হরিনাম মালা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দশবিধ নামাপরাধ হইতে সাবধান হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। শ্রী পঞ্চতত্ত্বের আনুগত্যে শ্রী মহামন্ত্র কীর্ত্তন বিধান দিয়াছেন। নানা 'ছড়া-নাম' প্রসার হইতেছে দেখিয়া তিনি শ্রী মহামন্ত্র অসংখ্যাত ভাবে সংকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সমস্ত বৈজ্ঞানিক অবদানকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রী কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রী সরস্বতী পরিবার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রী সরস্বতী পরিবারের বহু সাধক শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তাঁহারা কেহই শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত কোন মঞ্জরী সাধন শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার পরিবারে তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার নির্দেশে সর্ব্ববাদীসম্মত ভাবে তাঁহার সংঘে অধস্তন আচার্য রূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩ বর্ষ গৌড়ীয় ২৬ সংখ্যায় *'সেবার খতিয়ান'* প্রবন্ধ ও তাহার পর্যালোচনায় (১৬ বর্ষ ১০ম সংখ্যায়) শ্রী অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন - **"বাসুদেবের কথা সকলকে মানিতে হইবে। আমার সম্বন্ধেও যদি বাসুদেব সত্য কথা লিখে, তাহা হইলে আমিও অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। কাহারও যদি গলদ্ থাকে, তাহা হইলে কি ভবিষ্যতে কেহ ছাড়িয়া দিবে ?"**

শ্রীল প্রভুপাদের বহু সন্ন্যাসী থাকা সত্ত্বেও শ্রী অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারীকে তিনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিবার ভার দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রী সরস্বতী পরিবারের আর একজন সমর্পিতাত্মা শ্রী নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ত্রিদণ্ডীগণের গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (গৌড়ীয় ১১ বর্ষ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

আর এক জন হলেন 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ 'বাণী-বিগ্রহ' বলিয়াছেন।

শ্রী সুন্দরানন্দ প্রভু গৌড়ীয় মিশনের যাবতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । সন্ন্যাসী গণের মধ্যে শ্রী ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদ প্রচুর আশীর্বাদ করিযাছিলেন ।

এইরূপ শ্রী সরস্বতী পরিবারের অনেক ভজনশীল ও সুযোগ্য প্রচারক ছিলেন । শ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী যখন গৃহস্থ লীলা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে পাশ্চাত্যে প্রচার করার জন্য 'God head' পত্রিকা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর পরিবারের মহিলা ভক্তদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া পল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি 'Morphology' and 'Ontology' এই দুইটি শব্দ আর 'Vox Populi and Vox Dei' এই দুইটি শব্দের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ মনোঃভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । পরিশেষে আবার বলিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদ কাহাকেও মঞ্জরী-সাধন-অপমত শিক্ষা দেন নাই ।

'বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ।'

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

হরেনর্াম হরেনর্াম হরেনামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন পন্থা নাই । অনর্থ থাকা কালে আমাদের নাম গ্রহণ হয় না । অধিক স্থলেই 'নামাপরাধ', কখনই 'নামাভাস' হয় । অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্বাগ্রে যত্ন করা উচিত । 'নাম' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে । নামাপরাধ করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না । অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা শুদ্ধ চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন । আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরস প্রার্থী হইয়া 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' পাঠের তথা যুগলকিশোরের অষ্টকালীন লীলা স্মরণের অধিকারী হইতে পারি ।

- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুকে শ্রীল গুরুঠাকুরের শেষ পত্র

শ্রীল গুরুঠাকুর শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুর কাছে ২৯-১-৯৫ তারিখে একটি পত্র দিয়েছিলেন । এটি তাঁর শ্রীল প্রভুর কাছে শেষ পত্র । এই পত্রের অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া হল ।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম গোদ্রুম

শ্রী শ্রী ভগবৎ চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বিকেয়ম্ ২৯-১-৯৫

পরম পুজনীয় শ্রী ভক্তিকুমুদ প্রভু !

আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিতে শ্রী চরণে প্রার্থনা । আপনার প্রেরিত পত্র পেয়ে শিরে ধারণ করলাম । আপনি যে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ ইস্‌কনে পাঠিয়েছেন, সেই প্রবন্ধের এক কপি এখানে পাঠাতে প্রার্থনা । আপনার কাছে 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত'গ্রন্থ আছে, এক কপি জেরক্স্ করে পাঠাতে প্রার্থনা । এখান থেকে কেউ গেলে আমি শ্রীল আচার্যদেবের দু খণ্ড হরিকথা, শ্রীল গুরু মহারাজের নবম খণ্ড হরিকথা, শ্রীল ঔডুলোমি লীলা মাধুরী অন্ত্যখণ্ড পাঠিয়ে দিব । পদ্মনয়ন প্রভুর প্রেরিত 'পরমার্থী' পেয়েছি । শেষ গুরুপূজার 'হার্দ্দিক আলাপ' অন্ত্য খণ্ডে প্রকাশ হতে পারল না । 'শ্রী গুরু মহারাজের কথোপদেশ' এক খানা ছোট গ্রন্থ হবে, তাতে কিম্বা শ্রী গুরু মহারাজের দশম খণ্ড হরিকথায় এই শেষ গুরুপূজার 'হার্দ্দিক আলাপ' প্রকাশ হবে । শ্রী গুরু মহারাজের হরিকথা অনেক সংগ্রহ করা হয়েছে, আরও দু খণ্ড 'হরিকথা' গ্রন্থ হবে । গৌড়ীয়তে আচার্যদেবের যত হরিকথা আছে, আর তিন /চার খণ্ড গ্রন্থ হবে । ভবিষ্যতে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাবে না । 'গৌড়ীয়ে'র বাণী গুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করে দিলে ভবিষ্যতে ভজনকারী ব্যক্তিদের বহু উপকারে লাগবে । অমি এখন গুরুবর্গের বাণীর সেবা জীবনের ব্রত করেছি । তাঁদের বাণী যেন জীবনে আচরণ করতে পারি, সে জন্য আপনার কাছে কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করছি । আমি দিবাকর প্রভুজীকে আগে জানিয়েছি -

শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারাই রূপানুগ ধারা, এ বিষয়ে আমরা অচল অটল বিশ্বাসী। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব বাহ্যতঃ মিশন পরিত্যাগ করলেও তিনি শ্রী ভক্তিবিনোদ ধারার আচার্যগণের প্রাণধন কুঞ্জবিহারী শ্রী গৌরসুন্দর ও শ্রী রাধাগোবিন্দকে কখনও পরিত্যাগ করেননি। পূজনীয় দিবাকর প্রভুজীও রূপানুগ ধারার জয় দেন। আপনাকে এই সিদ্ধান্ত দিবাকর প্রভুজীর সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আপনি ত' ভজনবিজ্ঞ সিদ্ধান্তবিৎ, দিবাকর প্রভুজীও সিদ্ধান্তবিৎ। আপনার দু জনের পরামর্শে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হবে, জানাতে প্রার্থনা। এটা জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। শ্রী দিবাকর প্রভুজী যা বুঝেছেন ও আমরা যা বুঝেছি, উভয়ে উভয়ের সিদ্ধান্তে যদি ঠিক থাকে; তবে এক সংগে বসে আলোচনায় কি লাভ হবে ? আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে প্রার্থনা। গৌর জয়ন্তীর পর উড়িশার দিকে যাবার ইচ্ছা আছে। তখন পায়ের অবস্থা কেমন থাকবে জানিনা। আমি এখনও ভাল ভাবে হাঁটতে পারছি না। আমার পক্ষে দোতালা সিড়ি উঠা কষ্টকর। ভগবদ্ ইচ্ছা থাকলে যেতে পারি। পরিব্রাজক মহারাজের কয়েক জন শিষ্য আমার কাছে হরিকথা শুনতে আসে, এতে কিছু সমালোচনা হচ্ছে, এতে পরিব্রাজক মহারাজের মনে একটু দুঃখ হচ্ছে; আমার প্রতি একটু ক্ষুন্নভাব দেখা যাচ্ছে। সাক্ষাত হলে সব আলোচনা হবে।

শ্রীল আচার্যদেবের 'অতিমর্ত্ত্য লীলা' ছাপানো আরম্ভ হয়ে গেছে। খোর্দ্ধার সুরেন্দ্র পৃষ্টি পরিব্রাজক মহারাজের কাছে হরিনাম নিয়েছিল। এখন সে এখানে এসে আমার কাছে হরিনাম চেয়েছে। এতে আপনার মতামত শীঘ্র জানাতে প্রার্থনা।

পুনঃ আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিতে প্রার্থনা।

ইতি
বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী

অপ্রকটের প্রাক্ সূচনা

শ্রী গুরুবর্গের অপ্রকট তথা জগতের লোকের শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখে শ্রীল প্রভু খুব দুঃখিত হলেন । আর বেশী দিন এই জগতে থাকতে চাইলেন না । তিনি বারবার বলতেন - ‘‘আর কি কাজ থাকল, সব কাজ শেষ হল ; এবার যাব ...।’’

অপ্রকটের ১৫দিন পূর্বে শ্রীমতী ঠাকুরাণী লক্ষ্মীভাঁড় থেকে খুচরো পয়সা বের করছিলেন দেখে শ্রীল প্রভু বললেন - ‘‘খুচরা পয়সা খরচ কর না, সামলে রাখ, কাজে আসবে; হঠাৎ খুঁজে পাবে না ।’’ শ্রীমতী ঠাকুরাণী তাঁর ইঙ্গিত বুঝে বিষণ্ণ হলেন । আবার শ্রীল প্রভু নিজে শুষ্ক তুলসী কাষ্ঠের আঁটি বেঁধে দাহ সংস্কারের জন্য রাখলেন । শ্রী ‘ভাগবত সংকীর্ত্তন’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি চলছিল । এটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করলেন । শ্রীমদ্ ভাগবত পারায়ণ বর্ষাবধি করছিলেন । ২-২-৯৫ তারিখের দিন তাহা সমাপ্ত করলেন । দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য তিনি কখনও রাত্রে লেখালেখি করতেন না । কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণা ক্রমে ‘শ্রীরমণ বিপিন (রেমুণা) পরিক্রমণ গীতি’ রচনার কাজ ২ তারিখ রাত্রি ১১টা পর্যন্ত জেগে শেষ করলেন । ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখে তিনি ভক্তগণকে প্রায় পনেরটি পত্র লিখে প্রেরণ করেছিলেন । ‘শ্রী অদ্বৈত সপ্তমী তিথি’ কবে পড়ছে, ইহা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন । তাঁর এ সমস্ত লীলা হতে সুস্পষ্ট যে তিনি অদ্বৈত সপ্তমীর (মাঘী সপ্তমীর) দিন ইহলীলা সম্বরণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন ।

- *প্রীতি যেখানে স্মৃতি সেখানে । আমাদের এই শরীর ত্যাগের সময় প্রীতি যেখানে থাকবে, আমাদের স্মৃতি সেইখানেই যাবে ও ঐ স্মৃতি যেরকম পাত্রে বা দ্রব্যে হবে, সে রকম ঘট পাওয়া যাবে ।*
- *পরমার্থ থাকলে সব আছে । সব কিছু থাকলেও চলে যাবে, কিন্তু পরমার্থ যাবে না ।*

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

অপ্রকট লীলা

সেই ফেব্রুয়ারী ৩ তারিখ সন্ধ্যায় কটকের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'দি য়ুনিভার্স' এর প্রেসিডেন্টের এবং বাণীবিহারের অধ্যাপক শ্রী ফকীর মোহন দাস M.A., Ph.D. মহোদয়ের আগ্রহ ও আহ্বান ক্রমে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিষয় আলোচনার জন্য 'দি য়ুনিভার্স 'হলে শ্রীল প্রভু শ্রী ফকীরজী ও শ্রী প্রিয়কৃষ্ণজীর সঙ্গে গিয়েছিলেন । ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভু শ্রী হরিনামের মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন । জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন - ''হরিনামের দ্বারা কি Salvation (মুক্তি) পাওয়া যাবে ?'' শ্রীল প্রভু তেজোদ্দীপ্ত হয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন - ''শ্রী হরিনামের দ্বারা Salvation নিশ্চয় পাওয়া যাবে । শ্রী হরিনামই Salvation এর একমাত্র উপায় —

ভকতি বিনোদ বাহু তুলে কয় নামের নিশান ধর
নাম ডঙ্কাধ্বনি করিয়া যাইবে ভেটিবে মুরলীধর ।''

শ্রীল প্রভু ঊর্ধ্বে বাহু তুলে এই পদটি বারবার আবৃত্তি করার সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন । তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে অপূর্ব দীপ্তি তখন ফুটে উঠছিল । সেখানে উপস্থিত অনেকে ইহা লক্ষ্য করেছেন । তখন তাঁর বাহ্য দশা প্রায়ই ছিলনা, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন । ভাবে গদগদ ও টলমল অবস্থা দেখে শ্রী ফকীরজী তাঁকে বসিয়ে দিলেন । শ্রীল প্রভুর এরকম অবস্থা দেখে তাঁর অপূর্ব ভাব বিকার বুঝতে না পেরে কয়েক জন তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বললেন । শ্রীল প্রভু কিন্তু অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় তাঁকে অন্যত্র না নিয়ে শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠেই নিয়ে যেতে বললেন । কিন্তু তাঁর কথার মর্ম বুঝতে না পেরে তাঁকে নিকটস্থ বক্সি বাজারস্থ আইডিয়াল নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল । ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলেন ওঁর শরীরে কোন রোগ নেই । কেবল ভাবাবেশে এরকম বাহ্য জ্ঞান না থাকার কথা বললেন । সেখানে তিনি দু'দিন পর্যন্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকলেন । মাঝে একবার বলছিলেন - ''আমাকে কোথায় এনেছ ? এটি ভূলোক না ভুবর্লোক না সত্যলোক ? আমি গোলোকে যাব ।'' কখনও স্পষ্ট, আবার কখনও অস্পষ্ট ভাবে তিনি নিরন্তর 'শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য

শচীসুত গৌরগুণধাম', 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' এবং 'জয় জগন্নাথ' বলতে থাকেন। তিনি আবেশে দু দিন থেকে শ্রী অদ্বৈত সপ্তমী তিথির প্রতীক্ষা করছিলেন। ৫-২-৯৫তে বাহ্য অবস্থায় এসে অল্প কথা বলেছিলেন। উপস্থিত সকলকে উপদেশ দিয়ে বললেন - ''নিরন্তর 'শ্রী গৌরগুণ ধাম', 'শ্রী পঞ্চতত্ত্ব নাম' কীর্ত্তন কর।'' পরের দিন মাঘী সপ্তমী - মঙ্গল ঠাকুর শ্রী অদ্বৈতাচার্যের শুভার্বিভাব তিথি। সে দিন সকাল ৯.৫৫ মিনিটে তিনি 'হা গৌর, জয় জগন্নাথ' এবং 'হরে কৃষ্ণ' স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন। তাঁর অপ্রকটে গৌড়ীয় গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

''শ্রী ভক্তি কুমুদ ছিলেন পৃথিবীর শিরোমণি,
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্যা হইলা মেদিনী।''

অপ্রকটের সময় কাছে তাঁর পরিবারবর্গ, শ্রী প্রিয়কৃষ্ণজী, শ্রী গোলোক বিহারীজী, শ্রী পদ্মনয়ন, শ্রীধর, শ্রীমতী দ্রৌপদী, শ্রীমতী মাধবী প্রভৃতি তাঁর প্রিয়জন বর্গ, শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ থেকে মঠরক্ষক শ্রী ভিক্ষু মহারাজ, শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উপস্থিত তাঁর পরিবারবর্গ তথা ভক্তবৃন্দের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে সেখানকার আকাশ বাতাস শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাঁর অপ্রকট বার্ত্তা টেলিগ্রাম যোগে শ্রীধাম গোদ্রুমে শ্রীল গুরুঠাকুর তথা ভক্তদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

প্রকটাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীল ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ এই অপ্রকট বার্ত্তা পেয়ে অত্যন্ত বিরহ কাতর হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন ধরে খাওয়া দাওয়া প্রায়ই ছেড়ে দিলেন। সব সময় অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রী রায় রামানন্দের সম্বাদে আমরা শুনতে পাই -

''দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ ভক্ত - বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।''

(চৈ:চ: মধ্য ৮ম - ২৪৭)

ঐ বাণীর যথার্থতা শ্রীল গুরু ঠাকুরের নিকট পরিলক্ষিত হয়েছিল। শ্রীল প্রভুর প্রতি তাঁর হৃদয়ে লুক্কায়িত গভীর প্রীতির পরিচয় ভক্তগণ অনুভব করলেন।

১৬-২-৯৫ তারিখ ছিল শ্রীল প্রভুর সাত্বত বিধানসম্মত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ দিবস। এতে যোগ দেওয়ার জন্য শতাধিক শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। সে দিন 'শ্রী হরিভক্তি বিলাস' ও 'সৎক্রিয়াসার দীপিকা' অনুযায়ী বৈষ্ণব হোম করা হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুর বিরহ সম্বাদ পেয়ে শ্রীল গুরুঠাকুর কটকে আসার জন্য খুব ব্যগ্র থাকলেও পায়ে ব্যথা থাকার জন্য বিরহ উৎসবে আসতে পারেন নি। উনি পত্রের মাধ্যমে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখে শ্রী সুধীরকৃষ্ণজীকে কটকে 'শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে' পাঠিয়েছিলেন।

রেমুণা শ্রী ক্ষীরচোরা মন্দিরের ট্রাষ্ট বোর্ড এর তরফ থেকে শ্রী শিশির কুমার পাণিগ্রাহী একটি বড় ক্ষীর প্রসাদের ভাঁড় এবং একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়ে ছিলেন। অন্যান্য বহু স্থান থেকে বহু ভক্তও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী মাধবানন্দজীর নামে শ্রী শ্রীল গুরুঠাকুর যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন, তার অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত হল —

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রী বৈষ্ণব চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্বিকেয়ম্ ৮-২-৯৫

স্নেহ ভাজনেষু শ্রীমান মাধব, *শ্রীধাম গোদ্রুম*

পত্রে আমার আন্তরিক স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করিবে। পূজনীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাবে। অন্যান্য সকল ভাই বোনদের আমার স্নেহ জানাবে। অদ্য কিছু ক্ষণ পূর্বে তোমার প্রেরিত টেলিগ্রাম পেয়েছি। পরম পূজ্যপাদ শ্রী ভক্তিকুমুদ প্রভুর গোলোক অভিযান সম্বাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। এ সম্বাদ আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক ও হৃদয় বিদারক। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর এ যাবৎ এরকম অপ্রত্যাশিত কষ্টদায়ক সম্বাদ পাইনি। শ্রীমান প্রবীরের পত্রে জানলাম তিনি শ্রী গৌর জয়ন্তীতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গহারা করবেন ভাবতে পারিনি।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর তিনি আমাকে অজস্র স্নেহ ও প্রীতির দ্বারা সর্বতোভাবে লালন পালন করেছেন । তিনি আজ আমাদের মধ্যে থেকে চলে গিয়েছেন । তাঁকে আর লোকচক্ষে দেখতে পাবো না । কিন্তু তিনি নশ্বর বস্তু নন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন । শ্রীল প্রভুপাদ যেমন নিত্য, তাঁর জনও নিত্য । তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, তবে ভাগ্যদোষে আমরা তাঁর সংগহারা হয়েছি । তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ কমলের সেবায় চলে গিয়েছেন । মঠে আসার প্রথম থেকেই আমি তাঁর স্নেহের দ্বারা লালিত পালিত হয়েছি । তাই তাঁর বিরহে আজ আমি অসহায় ও সংগহারা বোধ করছি ।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সংগ,
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সংগ ভংগ ।"

তিনি নিত্য ধামে চলে গিয়েছেন, আর রেখে গেছেন তাঁর জ্বলন্ত অনুপম মধুমাখা স্মৃতি । তাঁর অমিয় স্মৃতি প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে আগুনের শিখার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক । তাঁর আদর্শ সেবাময় জীবন আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছেন । তিনি সমগ্র জীবন শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধ বাণীর সেবায় নিজেকে দান করেছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন । তিনি যে ভাবে সর্বস্ব শ্রী গৌরসুন্দর, শ্রীল প্রভুপাদ তথা সমস্ত শ্রী গুরুবর্গের শ্রী চরণে ডালি দিয়েছেন, আমরাও যেন সে ভাবে তাঁর সেবাময় জীবনের অনুসরণ করতে পারি । সত্য সিদ্ধান্ত প্রচারে জগতের শত শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শ্রী গৌরসুন্দর ও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অভিমুখে তাঁর জয়যাত্রাকে প্রতিহত করতে পারেনি ।

চির সুন্দরের শ্রীধাম হতে তিনি আমাদের আশীর্বাদ ও কৃপা করুন যেন তাঁর সেবাময় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে পারি ।

আজ তাঁর বিরহ তিথি পালনের জন্য উৎকলবাসী ভক্তগণ শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে তাঁর ভজনকুটীরে উপস্থিত হয়েছেন । তাঁরা তাঁর অলৌকিক গুণমহিমা কীর্ত্তন মুখে বিরহ উৎসব পালন করছেন । তিনি সমগ্র

জীবন শ্রী গুরুবর্গের বাণী প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন । সেই ভজনাদর্শ তাঁর অনুগামী ভক্তগণ ও আমরা যেন অনুসরণ করতে পারি - এটি তাঁর শ্রীচরণ কমলে আন্তরিক, হার্দ্দিক প্রার্থনা । এ সম্বাদ পাওয়ার পর আমার ঐকান্তিক যাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অপটুতা থাকার জন্য শ্রীমান সুধীরকৃষ্ণকে পাঠালাম - তোমাদের সংবাদ নেওয়ার জন্য । শ্রী পাদপীঠের বিরহী ভক্তগণ ও উপস্থিত ভক্তগণকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাবে । তাঁর অন্তর্ধান লীলায় তাঁর বিরহী সন্তান - সন্ততিদের আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানালাম ।

তাঁর অন্তর্ধান লীলায় বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভা থেকে সত্য সিদ্ধান্ত রূপ আলোক স্তম্ভ নির্বাপিত হয়ে গেল, বৈষ্ণব জগতের এক মহা অন্ধকার যুগ নেমে এল । তাঁর গোলোকাভিযানে আমাদের গভীর বিরহ ব্যথার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে । সেখানকার সমস্ত সম্বাদ সুধীরকৃষ্ণ মারফৎ পাঠাবে ।

ইতি ।

শ্রী বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী

বিরহোৎসবের দিন বিকালে ও সন্ধ্যায় শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে সমবেত ভক্তবৃন্দ তথা পরিবারের সদস্যগণ সকলে শ্রীল প্রভুর শ্রীচরণে তাঁর গুণ মহিমা কীর্ত্তন পূর্বক বিরহার্ত্তি নিবেদন করেছিলেন ।

শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ শ্রীল প্রভুর অতি প্রিয় স্থান । শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউ তাঁর প্রাণকোটিসর্বস্ব । তাই তাঁর বিরহোৎসব মঠে পালন করার জন্য সকলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । শ্রী মঠের অধ্যক্ষ শ্রী ভিক্ষু মহারাজও আগ্রহ প্রকাশ করলেন । মঠে বিরহোৎসবের আয়োজন হল । ঠাকুরের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভোগ রন্ধন হল । শ্রীল প্রভুর আলেখ্য সংকীর্ত্তন যোগে মঠে নিয়ে নাট্য মন্দিরে স্থাপন করা হল । উক্ত বিরহোৎসবে শতাধিক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী তথা তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ বহু ভক্ত ও সজ্জন যোগদান করেছিলেন । শ্রী ভিক্ষু মহারাজ, শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রী সদনুগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয়, শ্রী যুগল

কিশোর মহাপাত্র মহোদয়, শ্রী হেমন্ত কুমার বল মহোদয়, শ্রী ফকীর মোহন দাসজী, ভুবনেশ্বরের শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি, শ্রী ইন্দ্রমণি কর, খোর্দ্ধার শ্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়ক, তিগিরিয়ার শ্রী প্রিয়কৃষ্ণজী, শ্রী উদয়নাথ পণ্ডা, শ্রী ব্রজবন্ধু মহাপাত্র, শ্রীমতী অনসূয়া, শ্রীমতী দ্রৌপদী, শ্রী বৃন্দাবনজী, বীর, মুরলী, মাগুণী, পদন, গোপী, কৈলাস, শ্রীমতী শৈলবালা, শ্রীমতী সংযুক্তা, শ্রীমতী কনক দেবী, বালিমেলার শ্রী দীনবন্ধু সাহু, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভূয়াঁ, শ্রী অর্জুন চরণ নাথ, বালেশ্বর থেকে শ্রী গোলোক বিহারী দাসাধিকারী, শ্রী গুণাধর মণ্ডল, শ্রী পদ্মনয়ন , শ্রীধর, জয়ন্তী প্রমুখ বহু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী তথা বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উক্ত বিরহোৎসবে যোগ দিয়ে শ্রীল প্রভুর পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন পূর্বক শ্রীল প্রভুর অশেষ গুণ মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেছিলেন । শ্রী মঠে প্রায় এক সহস্রাধিক ভক্ত শ্রী গৌরবিনোদরমণজীউর মহাপ্রসাদ সেবন করেছিলেন ।

সন্ধ্যায় শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে শ্রীল প্রভুর ভজন কুটীর সম্মুখে অনুগত ভক্তগণ বিরহার্ত্ত কণ্ঠে ব্যক্তিগত অনুভব বর্ণনা পূর্বক তাঁর অনন্ত গুণ মহিমা কীর্ত্তন করেছিলেন ।



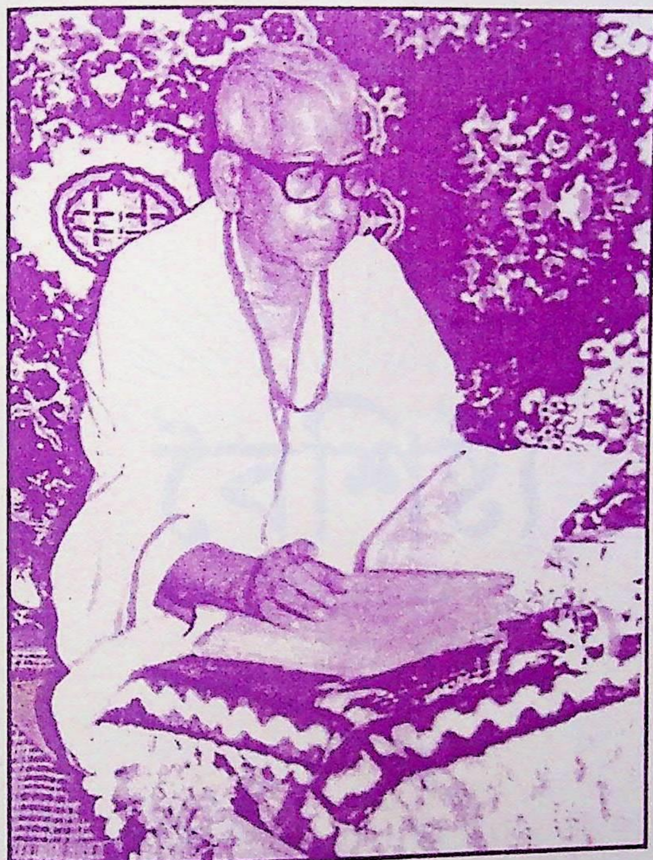
- *প্রাকৃত সাম্য (প্রাকৃতবৎ) অবস্থা হল অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রধান কথা । গৌড়ীয় ভক্তগণকে সাধারণ কৃষ্ণ উপাসক এমনকি জয়দেব প্রভৃতিও বুঝতে পারেন না । শ্রী রূপানুগ গণের প্রাকৃত সাম্যাবস্থা দুর্বিজ্ঞেয় । শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রী জগন্নাথ দর্শন না করা, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শিবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ আদি লীলা— এটি প্রাকৃত - সাম্য অবস্থা । এই সব অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতগোচর নয় ।*
- *যুগ পরিবর্ত্তন বা দেহ পরিবর্ত্তন দ্বারা দিব্যজ্ঞান লোপ হয় না ।*

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

শ্রী ভক্তিকুমুদ প্রভুর সিদ্ধস্বরূপ

শ্রী রাধাকুণ্ড হতে উৎকল ধামেতে
নামিলে কুমুদমণি মঞ্জরী।
শ্রী প্রভুপাদপদ্মে গাঢ় অনুরাগী হয়ে
সেবিলে গৌরবাণী মাধুরী ॥
সুগভীর বিপ্রলম্ভ রসে নিমগন হয়ে
নিরন্তর সেব শ্রী আচার্যদেবে ।
রসসুধায় মত্ত হয়ে অনুক্ষণ সংগে থেকে
সেব শ্রী ভক্তিপ্রদীপ দেবে ॥
শ্রী ঔডুলোমি আনুগত্যে আচার প্রচার ব্রতে
মুগ্ধ করিলে বিশ্ববাসীরে ।
সুসিদ্ধান্ত বেণুবাণী রসে অভিষিক্ত করো
দীনা হীনা পতিতা ভারতীরে ॥
তুমি নিত্য ব্রজবাসী নিত্য নীলাচলবাসী
নিত্য শ্রী গোদ্রুম কুঞ্জবাসী ।
অহৈতুকী করুণায় স্বরূপসিদ্ধি বস্তুসিদ্ধি
লভি হলে নিত্য কুণ্ডবাসী ॥
শ্রী কুঞ্জকুটীরে বিহরিছ গুরু সনে
স্বপ্নসমাধিতে দেখি তোমায় ।
ভক্তিহীনা প্রেমহীনা সেবাহীনা ভারতীরে
কবে দিবে শ্রীপদ করুণায় ॥

শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী



শিক্ষাগুরুবর

শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠ তরঙ্গ

হরিকথা কীর্ত্তনপ্রাণতা

শ্রী হরিকথা কীর্ত্তন শ্রীল প্রভুর প্রাণ ছিল । হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ পেলে তিনি খুব আনন্দিত হতেন । যদি কোন সভা সমিতিতে ভাষণ দেবার থাকে, যদি কোন জায়গায় শ্রী গুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়, তবে শ্রীল প্রভু শত বাধাবিঘ্নকে ভ্রূক্ষেপ না করে বৃদ্ধাবস্থায়,সংগে কোন সাহায্যকারী না পাওয়া গেলেও একাকী শ্রী হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য এগিয়ে যেতেন । কোন ভক্তের বাড়িতে গেলে বলে দিতেন, আমার জন্য রান্নায় অধিক সময় না দিয়ে সংক্ষেপে রান্না কাজ করে সকলে বসে হরিকথা শোন । ***'শুনিতে শুনিতে সেহ হইবে উত্তম'*** । শ্রীমদ্ ভাগবতের 'সতাং প্রসঙ্গান্.....' শ্লোকের উদাহরণ দিয়ে বলতেন - ''হরিকথা শ্রবণ ভক্তির মূল । সে জন্য নবধা ভক্তির প্রথমে শ্রবণরূপা ভক্ত্যঙ্গকে উল্লেখ করা হয়েছে ।''

X X X X X X X X

কটক সূতাহাটস্থ শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে থাকার সময় যদি কোন ভক্ত না আসতেন তথা হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ না পেতেন, তবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন - শ্রীমতী ঠাকুরাণীর বহু যত্ন, নিয়মিত প্রসাদাদি সেবন সত্ত্বেও । অথচ বাইরে বৃদ্ধাবস্থায় অনিয়মিত স্নান-ভোজন-বিশ্রাম, অযত্ন সত্ত্বেও যদি শ্রী হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ পেতেন, তবে তিনি সংপূর্ণ সুস্থ থাকতেন । তিনি বলতেন - **''আমার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের আমার প্রতি আদেশ - শ্রী হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য ।''** শ্রীল প্রভু খড়ের ঘরে থাকলেও বিনা প্রচারে আশ্চর্য ভাবে ভগবদিচ্ছা ক্রমে তাঁর কাছে প্রায় প্রত্যহ কম পক্ষে তিন চার জন শ্রদ্ধালু শ্রোতা এসে পৌঁছতেন । সাধারণ মজুর থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চপদস্থ অফিসার, ধনী, পণ্ডিত তাঁর কাছ থেকে ভগবৎ কথা শুনতে আসতেন । এমন কি ইংলাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ তাঁর কাছে এসে পাঁচ সাত দিন ঐ খড়ের ঘরে থেকে নিচে

বসে প্রসাদ পেয়ে হরিকথা শ্রবণ করতেন । কি ঘরে কি বাইরে কি ভোজনে কি শয়নে - সর্বত্র সর্বাবস্থায় শ্রদ্ধালু পেলেই তিনি হরিকথা কীর্ত্তনে বিভোর হয়ে থাকতেন ।

প্রচার বৈশিষ্ট্য

শ্রীল প্রভুর প্রচার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল । তিনি ধর্মসভাদিতে গিয়ে হরিকথা বলার সময় লক্ষ্য করতেন, কাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, কাদের তাঁর হরিকথা touch (স্পর্শ) করছে, ভাল লাগছে । যাঁরা মন দিয়ে শ্রবণ করতেন, শ্রীল প্রভু তাঁদের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করতেন । এর ফলে তাঁরা হৃদয়ে চিদ্‌বল লাভ করতেন । পরবর্ত্তী সময়ে তাঁরা আচরণ করে জীবন ধন্য করেছেন ।

একবার ধর্মশালায় আয়োজিত একটি ধর্মসভায় আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীল প্রভু যোগদান করেছিলেন । ওড়িশার অন্যতম প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রী হৃদানন্দ রায়ও গিয়েছিলেন । শ্রী হৃদানন্দ বাবুর বক্তৃতা আপাতঃ মনোরঞ্জক হওয়ায় শ্রোতাদের ভাল লাগছিল । সে জন্য বক্তা খুব্ উৎফুল্ল ছিলেন । এটি লক্ষ্য করে শ্রীল প্রভু সভা শেষ হওয়ার পর আলাপের সময় তাঁকে বললেন, ‘‘হৃদানন্দ বাবু, আপনার বক্তৃতা গরম জলের মতো । গরম জলে কখনও ঘর পোড়ে না । কিন্তু আমাদের বক্তৃতা আগুন ।’’ একথা শুনে তিনি বললেন - এর প্রমাণ কি ? শ্রীল প্রভু বললেন - ‘‘সময় হলে আপনি জানতে পারবেন ।’’ পর দিবস প্রাতে বাসায় বসে থাকার সময় সেখানকার সাবপোষ্টমাষ্টার শ্রী ইন্দ্রমণি কর এসে শ্রীল প্রভুকে প্রণাম করে নিজের বন্দুকটি শ্রীল প্রভুর পায়ের নিচে রেখে অত্যন্ত বিনয় সহকারে বললেন - ‘‘প্রভু, আপনার বাণী আমার মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে, আমি আর বন্দুকের দ্বারা পাখী শিকার করব না, হিংসা পরিত্যাগ করলাম । এবার পরমার্থ জীবন যাপন করব ।’’ পাশে উপবিষ্ট শ্রী হৃদানন্দ বাবু এটি দেখে শ্রীল প্রভুর পূর্ব উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করে শ্রীল প্রভুর মহিমা অনুভব করলেন । ঐ পোষ্টমাষ্টার মহোদয় শ্রীল প্রভুর পরামর্শ অনুযায়ী গুরুদেব শ্রীল ওড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের শ্রী চরণাশ্রিত হয়ে ভক্তিময় জীবন যাপন করলেন ।

X X X X X X

কোন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুর কাছে এলে বা রাস্তায় অথবা অন্যত্র সাক্ষাৎ হলে তিনি নমস্কার, স্মিতহাস্য বা মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁকে সম্ভাষণ করতেন। প্রথমে ব্যাবহারিক কথা বলতেন, ভালমন্দ বুঝতেন। তাঁর আত্মীয়তাপূর্ণ সরল ও মধুর ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর হৃদয় থেকে নানা চিন্তা-দুঃখ দূর হয়ে যেত, হৃদয় আনন্দে ভরে উঠত। তিনি কথা প্রসঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ খুব চতুরতার সঙ্গে আরম্ভ করতেন। সর্ব সাধারণের হৃদয়ে ভক্তিবীজ বপন করে সকলকে কৃষ্ণোন্মুখ করানো তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনের উদ্ধৃতি দিয়ে ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রতিষ্ঠা করে শুদ্ধভক্তি পথে সকলকে প্রবিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেন। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য সংবিদো......" শ্লোকানুসারে তাঁর বীর্যবতী বাণী শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করে তাঁকে শুদ্ধভক্তির পথে অগ্রসর করাত।

তৃণাদপি সুনীচ ভাব

শ্রী শ্রীল প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচ ...." শ্লোকের মূর্ত্তিমন্তবিগ্রহ ছিলেন। তাঁর দৈন্য ছিল অপ্রাকৃত। "হইয়াও সর্বগুণে গুণী মহাশয়, প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয় "– এই আদর্শ শ্রীল প্রভুর চরিতে পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়। কি ভক্ত কি অভক্ত, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ কি শিশু সকলকে তিনি সম্মান দিতেন, আদর করতেন। কেউ তাঁর কাছে সাক্ষাত করতে এলে তিনি প্রথমে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুহাস্য পূর্বক অভ্যার্থনা করে আসন অর্পণ করতেন। গরমের দিনে তিনি নিজের হাতে পাখা করতেন। আগন্তুকের কথা সব সহাস্য বদনে শ্রবণ করে তার হৃদয়ের কথা বুঝতে পেরে তিনি এমন কথা প্রসঙ্গ শুরু করতেন, যাতে অভ্যাগতের হৃদয় পবিত্র আনন্দে ভরে যেত।

তিনি বলতেন — *"ভক্তি রাজ্যে দৈন্য পরম ভূষণ ও 'তৃণাদপি সুনীচতা' সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু যখন শ্রী গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করি, তখন নীরব থাকাটা তৃণাদপি সুনীচতা নয়। সে সময় সহ্য না করে তীব্র ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। নিন্দুক পাষণ্ডীদের জিহ্বা স্তম্ভন করতে*

হবে ও শ্রী গুরুবৈষ্ণবের মহিমা স্থাপন করতে হবে । ইহাই প্রকৃত দৈন্য ও যথার্থ সুনীচতা ।"

সর্বগুণে গুণী, পরমসিদ্ধান্তবিৎ, সর্ব কার্যে দক্ষ, ব্যবহার ও পরমার্থে সুনিপুণ হয়েও তিনি সম্পূর্ণ অমানী ও মানদ ছিলেন । কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে শ্রী গুরু বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন । 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাঞা......' শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এই বাণী তিনি সর্বদা স্মরণ করতেন । আর প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেছেন বলে সর্বদা বলতেন । তিনি এ অধমকে একটি কৃপাপত্রে লিখেছিলেন - "*এই বিবাহ বন্ধন আমি জেনে শুনে করেছি, না হলে গুরু সেজে বাঁশ গাছের আগায় বসতাম । ঈশ্বরের বিধান যা হল, হয়েছে বা হবে, তা গুরুগিরি করে বাঁশের আগায় বসার চেয়ে ভাল । আগুনে পোড়া, শূলে চড়া বা সংসারের জ্বালায় ছটপট করা - গুরুগিরি অর্থাৎ প্রিয়ের আসনে বসার মতো দুঃখের চেয়ে অনেক ভালো । এই আমার শান্তি ।*" এই পত্র থেকে তাঁর হৃদয়, তাঁর চিন্তা ধারা, তৃণাদপি সুনীচ ভাবের গাম্ভীর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান ।

তাৎপর্যানুসন্ধান

শ্রী গুরুবৈষ্ণবের কোন আচরণে আপাততঃ অসঙ্গতি দেখা গেলেও তাতে ডিক্রি ডিসমিস করা অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ভেবে নেওয়া, মন্তব্য দেওয়া বা অন্যের কাছে প্রকাশ করা ঘোর অপরাধজনক ও অমঙ্গল কারক । অতএব তাঁর আচরণের বা কথার তাৎপর্য অনুসন্ধান করা উচিত ।

শ্রী শ্রীল আচার্যদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলায় শ্রীল প্রভুপাদের মহা মহা দিগ্‌বিজয়ী সন্ন্যাসীরাও মোহগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিন্দা করে মহৎ চরণে অপরাধগ্রস্ত হয়ে নিজে নিজে গুরু সাজলেন । কিন্তু শ্রীল প্রভু এতে মোহিত না হয়ে তাঁর ঐ সমস্ত লীলার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করে, গূঢ় তাৎপর্য বুঝে অধিক থেকে অধিকতর রূপে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন তথা অন্য লোকদেরও

বুঝাবার জন্য যৎপরোনাস্তি উদ্যম আজীবন করেছিলেন । শ্রী চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি উদ্ধার করে তিনি বোঝাতেন -

"অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম । অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম ॥
কৃষ্ণকৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে । এ সব সংকটে কেহ মরে কেহ তরে ॥
সবে ইথে দেখি এক মহা প্রতিকার । সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যবহার ॥
অজ্ঞ হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ । সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন ॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য মতি । সর্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি ॥"

(শ্রী চৈতন্য ভাঃ অন্ত্য ৯/৩৮৮-৩৯২)

গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর একান্ত অনুগত ও অন্তরঙ্গ ছিলেন । কিন্তু মিশনের মধ্যে শ্রীল আচার্যদেবের বহু বিরোধী থাকায় প্রথম অবস্থায় তিনি বাহ্যতঃ শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি উদাসীন ছিলেন । লেখায় বা বাণীতে তাঁর মহিমা প্রকাশ করতেন না, এমন কি তাঁর আলেখ্য মন্দিরে শ্রী গুরুবর্গের মধ্যে রাখতেন না । এর দ্বারা শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি অনুরক্ত বহু গৃহী ও ত্যাগী দুঃখিত হয়ে মিশন ত্যাগ করেছিলেন তথা শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজের প্রতি দোষদৃষ্টি করে অপরাধগ্রস্ত হয়েছিলেন । কিন্তু শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবের অন্তরে কি আছে জানতে ইচ্ছা করে বহু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করেছেন । এ সম্বন্ধে এ অধমকে ৬-৫-৫৩ তে পত্রে তিনি লিখেছেন - "*শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজের নিষ্ঠাময় জীবন ও ব্যাখ্যা থেকে আমরা শ্রীল আচার্যদেবের 'ভক্তি সন্দর্ভ' ব্যাখ্যার আলোক পেয়েছি । শ্রীল আচার্যদেবের ভক্তিসন্দর্ভ পাঠ শ্রবণে শ্রীল মহারাজ অগ্রণী ছিলেন । তিনি এই সূক্ষ্ম বিচার বুঝতে পেরে 'মূকং করোতি বাচালং' শ্লোকের মূর্ত্তি হয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করেছিলেন । তাঁর নৃত্যে, বিশেষতঃ রথাগ্রে নৃত্যে তাঁর ইষ্টস্মৃতি প্রতীয়মান । তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর গহনে তাঁর প্রাণকোটিসর্বস্ব শ্রী শ্রীল আচার্য পাদপদ্মকে বসিয়েছেন । এই গূঢ় ভাব আমাদের মাপাধর্মের (আধ্যক্ষিকতার) অতীত । যে সতী স্ত্রী, সে কখন স্বামী সেবা বাইরে দেখায় না বা বাইরে বলে বেড়ায় না ।*"

চার বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বহু সহ্য করে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেবের হৃদয়ে লুক্কায়িত শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি সুগভীর প্রীতির সন্ধান পেয়ে তাঁর দ্বারা **'শ্রীল আচার্যদেবের আচার্য লীলার বৈশিষ্ট্য'** প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়ে (শ্রীল গুরুমহারাজের উপদেশাবলী ২য় খণ্ড, ৬২ পৃ.....) সকলের হৃদয় থেকে ব্যতিরেক ভাবনা দূর করেছিলেন। এইরূপ ভাবে শ্রীল প্রভু নিজে আচরণ করে জগতকে এই তাৎপর্যানুসন্ধানের আদর্শ দেখিয়েছেন।

বিশ্রম্ভেণ গুরুসেবা

"শ্রী গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান দেখিয়া পারমার্থিক পত্রের সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ গুরুসেবায় ব্যাঘাত হয়"- জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পারমার্থিক পত্রের সংপাদকগণের প্রতি এই উপদেশ তথা আচরণবিধির পালন শ্রীল প্রভু 'পরমার্থী' পত্রের সংপাদক সূত্রে সুষ্ঠু রূপে করেছেন। মহাজন গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন কোন স্থলে শ্রী গুরুবর্গের অপযশের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে তিনি আপাত দৃষ্টিতে মর্যাদা লঙ্ঘনের মতো লীলা করলেও বাস্তবিক গুরুবর্গের বিশ্রম্ভ সেবা করেছেন।

বিশ্রম্ভ গুরুসেবা সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রসঙ্গ নিম্নে উল্লেখ করা হল -

শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর আচার্যত্ব কালে শ্রী ভক্তিসারঙ্গ মহারাজ, যিনি গোস্বামী সন্তান ছিলেন; কোন কোন ব্যক্তিকে হরিনাম দিচ্ছিলেন। তিনি গোস্বামী-সন্তান, আবার হরিনাম দিতে ইচ্ছুক হয়ে নিজের তরফ থেকে দেওয়াতে শ্রীল আচার্যদেব দৈন্যবশতঃ বারণ করেননি। শ্রীল প্রভু কিন্তু মিশনে বহু গুরুবাদের প্রচলন দেখে ভবিষ্যতে এটি অশাস্ত্রীয় পরম্পরা সৃষ্টি করবে; বিশেষ করে শ্রীল আচার্যদেবের এরদ্বারা অবমাননা হচ্ছে জেনে শ্রীল আচার্যদেবের নিকট প্রতিবাদ করলেন। শ্রীল আচার্যদেব খুব কড়া, তাঁর সামনে কথা বলতে সকলে ভয় করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের বিশ্রম্ভ সেবক তথা স্নেহপাত্র। শ্রীল আচার্যদেবের কাছে তিনি ঐ অশাস্ত্রীয়

পরম্পরা বন্ধ করার জন্য নিবেদন করলেন । শ্রীল আচার্যদেব তাঁর প্রতিবাদের যথার্থতা অনুভব করে শ্রী সারঙ্গ মহারাজের দ্বারা হরিনাম প্রদান বন্ধ করলেন । শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুর উপর অন্তরে খুবই প্রসন্ন হলেন ।

x x x x x x x

এক বার কটক টাউন হলে সভা হচ্ছিল । শ্রীল গুরুদেব তাঁর দীর্ঘ ভাষণের পর সমাপ্তি কীর্ত্তন করতে আদেশ দিলেন । সভাপতির ভাষণ তখন শেষ হয়নি । ওড়িশার গণ্যমান্য দৈনিক 'সমাজের' সম্পাদক শ্রী রাধানাথ রথ সেদিন সভাপতি হয়েছিলেন । শ্রীল প্রভু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শ্রীল গুরুদেবের কানে কানে বললেন - 'সভাপতির ভাষণ হয়নি' । শ্রীল গুরুদেব তখন চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে শ্রী রাধানাথ রথকে ভাষণের জন্য অনুরোধ করলেন । পরে শ্রীল প্রভুর উপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন - ''তুমি না বলে থাকলে আমি নিতান্ত অপদস্ত হয়ে যেতাম । হরিকথা বলতে বলতে সভাপতির ভাষণের বিষয়টি আমার খেয়াল ছিল না ।''

শ্রীল আচার্যদেবের মর্যাদা স্থাপন

শ্রীল আচার্যদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলা দেখে আধ্যক্ষিক, মৎসর, আনুগত্যহীন, স্বতন্ত্র বুদ্ধিযুক্ত শ্রীল প্রভুপাদের বহু শিষ্য তাঁর প্রতি গুরুবুদ্ধি ছেড়ে তাঁর নিন্দা করে অধঃপতিত হলেন । তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন প্রত্যক্ষ নিন্দা করে, অনেকে পরম্পরাগত অপরাধগ্রস্ত হয়ে শুদ্ধভক্তি থেকে বঞ্চিত হলেন । 'মহৎ বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু' ।

স্বশিক্ষাগুরুবর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রী ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আদি শ্রীল আচার্যদেবের অন্তরঙ্গ জনের আনুগত্যে ও অনুসরণে শ্রীল প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের অতিমর্ত্ত্য লীলার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন ।

শ্রীল প্রভু বহুবার বলেন - ''শ্রীল আচার্যদেব কোটি সম্প্রদায়ের আচার্য । শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি যাঁর যত আন্তরিক টান ও আকর্ষণ হবে

তাঁর প্রতি আমাদের তত অনুরাগ হবে, তাঁর সেবায় তত অনুপ্রাণিত হব।"

শ্রীল প্রভু বহু প্রযত্ন করে গুরুদেব শ্রী ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের হৃদয়ে লুক্কায়িত তাঁর কোটি-প্রাণ-সর্বস্ব শ্রীল আচার্যদেবকে প্রকাশিত করিয়ে মিশনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর অদম্য চেষ্টার ফলে শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্য মন্দিরের সিংহাসনে, নাট্যমন্দিরে শ্রী গুরুবর্গের আলেখ্যের মধ্যে স্থাপিত হলেন তথা "শ্রী গুরু মহারাজের উপদেশাবলী" গ্রন্থের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হল। শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামীর অপ্রকটের পর মিশনে শ্রীল আচার্যদেবের অমর্যাদা দেখে তিনি মিশনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীকে ৯২ খানা রেজিষ্টার্ড পত্র দিয়ে ও সাক্ষাতে অনেক বুঝিয়ে যখন নিষ্ফল হলেন, তখন 'পরমার্থী' পত্রিকাতে তাঁদের প্রচছন্ন বিদ্বেষের আবরণ উন্মোচন করে প্যাম্‌ফ্লেট ছাপিয়ে বিতরণ করে বহু ভাবে চেষ্টা করে শেষে জয়যুক্ত হলেন। যদিও সকলের হৃদয়ে শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি সম্পূর্ণ গুরুবুদ্ধি আনতে পারেন নি, তবুও মিশনে চিরকালের জন্য শ্রীল আচার্যদেবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কার কার অন্তরে মৎসরতা থাকলেও প্রকাশ্যে তাঁর অমর্যাদা করতে আরো কেউ সাহস করেনি আর করবেও না।

শুধু গৌড়ীয় মিশনে নয়, তিনি সর্বত্র সর্বদা শ্রীল আচার্যদেবের মহান্ আচার্যত্বের ধ্বজা উড়িয়েছেন। **'শ্রীল পুরী গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা'** গ্রন্থ লিখে তিনি আচার্যবিরোধী সংঘ তথা প্রতিষ্ঠানাদির ভ্রম দেখিয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা ঘোষণা করেছেন। তিনি এক জন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হলেও একাকী যে রকম নির্ভীক ভাবে আচার্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা বৈষ্ণব জগতে একান্ত বিরল। বলা বাহুল্য, - তিনি যদি অন্যদের মত 'তুম্ ভি চুপ্ - হাম ভি চুপ্' নীতি অনুসরণ করে থাকতেন, তবে শ্রীল আচার্যদেব মাত্র কতিপয় সত্যানুরাগী ব্যক্তির হৃদয়ে গায়ত্রী মন্ত্রের মত লুক্কায়িত হয়ে থেকে যেতেন। শ্রী স্বরূপ-রূপানুগ সম্প্রদায়ে তিনি যে একজন মহান্ আচার্য, এ কথা কেউই জানতে পারতেন না -

এবং তাঁর আচরণ মূলক অপূর্ব শিক্ষা-উপদেশ থেকে জগৎ চিরতরে বঞ্চিত হয়ে থাকত।

গুরুপীঠের প্রতি মমতা

শ্রীল প্রভু বাহ্যতঃ গৃহে থাকলেও শ্রী গুরুগৃহকে নিজের গৃহ মনে করতেন। তিনি নিজেকে শ্রীল প্রভুপাদের পুরাতন চাকর বলে অভিমান করতেন। গুরুপীঠ বা শ্রী বিগ্রহ সেবায় সামান্য ত্রুটি বা বিভ্রাট হলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, যথাসাধ্য তার প্রতিকার করতেন। এজন্য তাঁকে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, তবুও তিনি সে সমস্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের অভীষ্ট সেবা করে গেছেন। মঠ মিশনে শ্রীগুরু ও শ্রীবিগ্রহ সেবাতে ত্রুটি দেখে দুঃখিত হয়ে ১২-৮-৫৫ তারিখে তিনি একটি পত্রে আমার কাছে লিখেছিলেন—"হয় তো আমি মঠ থেকে আলাদা হয়ে অন্তর্যামী আশ্রয় নেব, কিন্তু অর্চ্চাকে ছাড়তে প্রাণ ফেটে যাচেছ। যাই হোক শ্রীল আচার্যদেব যদি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট জানান, তবে ভাল ; নচেৎ শ্রী মন্মথজীর কাল্পনিক আচার্যবাণীর দ্বারা শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজের স্নিগ্ধ ও দৃঢ় বাণীকে অবিশ্বাস করব না। ভগবানও কিছু অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না। এখানে আমার মতো মঠের অনেক শিষ্য ও মঠবাসী উদ্‌বেগ পেয়ে আছেন। আমি তাঁদের মতো চুপ হয়ে সহ্য করতে পারব না। কারণ, *আমাকে শ্রীল গুরুদেব প্রেরণা দিচ্ছেন - অমর্যাদাকারীর প্রতি যথার্থ ব্যবস্থা করার জন্য*। মিশন যদি প্রকৃত পক্ষে শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজের পক্ষে না দাঁড়িয়ে তাঁকে উপেক্ষা করেন, তবে মূর্খতা হবে। গুরুকে কখনও শিষ্য জিজ্ঞাসা করে না — 'আপনার নিন্দাকারী লোককে কি করব ?'

যদি মঠের লোক সকল মঠ-গুরু পীঠকে আখড়া করে মহৎ অবজ্ঞার স্থান করেন, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ইহা দেখতে পারব না। *এরকম জ্ঞাত অপরাধী থেকে অজ্ঞান জনসাধারণ ভাল। মঠে অজ্ঞান লোকদের মদ্যপান জ্ঞাত অপরাধীর মহাপ্রসাদ সেবন চেয়ে ভাল।*"

এই পত্র হতে তাঁর গুরুপীঠের প্রতি প্রীতির গাঢ়তা অনুমেয় । তিনি অনেক সময় বলেন, ‘‘প্রীতি তজ্জনে, প্রীতি তদ্ বসতি স্থলে ।’’ শ্রীল প্রভু প্রত্যহ শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রী বিনোদরমণজীউর মধ্যাহ্ন আরতির শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করার পর প্রসাদ সেবন করতেন । রান্না যত শীঘ্র হয়ে থাক, যত ক্ষুধা লেগে থাক, শ্রীমতী ঠাকুরাণী যত বলুন ; তিনি কখনও আগে প্রসাদ পেতে বসতেন না ।

শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পর মিশনের দ্বারা শ্রীল প্রভুর নামে মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল । শ্রীল প্রভুর স্পষ্টবাদিতা তথা অপসিদ্ধান্ত-বিরোধের জন্য তাঁকে নানা ভাবে অপদস্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, তবুও শ্রীল প্রভু শ্রী গুরুপীঠ ছাড়েননি । তিনি প্রত্যহ নিয়মিত শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠে আরতি আদি দর্শনের জন্য যেতেন । মঠে ভিক্ষাদি দিতেন, ঠাকুর সেবায় আনুকূল্য করতেন, শ্রী গুরুপূজা শ্রীধাম পরিক্রমাদিতে শ্রী গোদ্রুম মঠে অর্থানুকূল্য পাঠাতেন । গুরুপীঠের ঔজ্জল্য বিধানের জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করতেন ।

শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পর মিশনের তথাকথিত প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীকে শতাধিক পত্র দিয়েছেন ও সাক্ষাৎ করেও অনেক কিছু বুঝিয়েছেন । তিনি যে গৌড়ীয় মঠের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব, তাঁর পত্র গুলি পর্যালোচনা করলে জানা যায় । তিনি পত্রের মাধ্যমে তথা অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গুরুপীঠের সেবার ঔজ্জল্য বিধানের জন্য আলোচনা করতেন । তাঁর উপদেশ ও সিদ্ধান্তকে সত্যানুসন্ধিৎসু তথা নিরপরাধ ব্যক্তিগণ যুক্তিযুক্ত মনে করতেন । কিন্তু যারা অন্যাভিলাষী, যাদের বৈষ্ণবাপরাধ, পারম্পরিক অপরাধ-আদি রয়েছে ; তাঁরা শ্রীল প্রভুকে সমালোচক, নিন্দুক বলে মনে করত ।

বাহ্য মিশনের প্রতি বাহ্য সম্মান দিয়ে প্রকৃত মিশন বা শ্রীগুরু মনোঽভীষ্ট পূরণের দিকে অগ্রসর হতে হবে ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

নিরপেক্ষতা

“নিরপেক্ষ না হইলে না যায় ধর্মের রক্ষণ” - অর্থাৎ ‘নিজের সুখ সুবিধার জন্য, নিজের কাজ হাসিলের জন্য, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য সৎপথ হতে মনোধর্ম চালিত হয়ে বিচ্যুত হওয়া অথবা সত্যের বা মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্ত বা আচরণের কদর্থ করা’ - হচ্ছে অসতের অপেক্ষা। ‘যত বাধা বিপত্তি আসুক, আমাকে সকলে যত নিন্দা করুক, সমস্ত সুখ সুবিধা থেকে যত বঞ্চিত হয়ে যাই, সমস্ত জগৎ যত আমার বিরোধী হয়ে যাক ;আমি অসতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকব, সৎ পথে চলব’— এর নাম নিরপেক্ষতা। শ্রীল প্রভুর জীবনে ও আচরণে এটি পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়।

শ্রীল প্রভু এ অধমকে ৭-২-৪৮ তারিখে পত্রে লিখেছিলেন - “যদি তোমরা ব্রজবাসীর পিছনে না চল, আমি অন্যত্র চলে যাব। শত সুবিধা, খাওয়া-পরা, সুখ বা ঘর বাড়ি আমি চাইনা। আমি খেটে কষ্ট করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বা এখানে জীবন কাটাব, কিন্তু হৃদয় আমি কাউকে দিব না। আমার হৃদয় ব্রজবাসীকে দিয়ে দিয়েছি। যে ব্রজবাসীকে সুখ দিবে, সে আমাকে কিনে নিবে। আমি সেরকম সেবকের সমস্ত সেবা করতে পারলে ধন্য হব। আমাকে আশীর্বাদ কর, যেন ব্রজবাসীর একটি কথা - অন্তরের প্রেম তরঙ্গবিন্দু বুঝে যুগল কিশোরের সেবা করি। আমি নিত্য কিশোরী, আমার প্রভু নিত্য কিশোর - আমার রাণী নিত্য কিশোরী।”

x x x x x x x

মঠবাসী কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আচার প্রচার একতাৎপর্যপর না হওয়ায়, তাঁদের গর্হিত আরচণে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীল প্রভু শ্রীল গুরুদেব ও সেক্রেটারী শ্রী ভাগবত মহারাজকে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে একটি কড়া চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর পত্র পেয়ে শ্রীল গুরুদেব সেক্রেটারীকে শ্রীল প্রভুর কাছে পাঠালেন। সেক্রেটারী শ্রী ভাগবত মহারাজ কটকে এলেন এবং শ্রীল প্রভুর সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করলেন। শ্রীল প্রভুর খোলা কথাবার্ত্তায়

তিনি বললেন, "আমি আর কিছু দিন ঐ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দিগকে সৎপথে আনতে চেষ্টা করব। যদি তারা পালন না করেন, আমি আর পারব না, সেক্রেটারী পদ থেকে resign করে দেব।" শ্রীল প্রভু বললেন - "আমিও আপনাকে সহায়তা করছি। কারণ, আপনার সাধু উদ্যম আছে।" এই আলাপের পর শ্রীল গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীল প্রভুকে পত্র দিয়ে তাঁর নিরপেক্ষ মতামতের প্রশংসা করেছিলেন।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু একটি পত্রে লিখেছিলেন, *"যে ব্রজবাসীর পিছনে উঠে পড়ে ছুটতে চায়না, আমি তাঁকে সঙ্গী করতে চাই না। ব্রজবাসী গোস্বামীর দাসানুদাসের পিছনে যিনি চলছেন, আমি তাঁর দাস।"*

স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা

জগদ্গুরু শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য .... মহারাজ শ্রীল প্রভুকে খুব আদর করে পুরীস্থিত তাঁর সুবিশাল মঠের মহোৎসবে ডেকেছিলেন। তাঁর পাঠানো মোটর কারে গিয়ে শ্রীল প্রভু মঠে উপস্থিত হওয়ার পর সেই মহারাজ তাঁকে বহু আদর সম্মান পূর্বক কাছে বসিয়ে রূপার থালাতে পরিবেশিত বিচিত্র প্রসাদ সেবন করালেন। কিছু সময়ের পর সভা আরম্ভ হল। দু একজন বক্তার ভাষণের পর শ্রীল প্রভুর পালা পড়ল। শ্রীল প্রভু চিরদিন স্পষ্টবাদী, সৎ-এর পক্ষপাতী। কোন প্রলোভন, কোন ভয় কখনও তাঁকে অসৎএর সঙ্গে আপোষ করাতে পারেনি। তিনি আম্নায় ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী যে শ্রীল প্রভুপাদের মনোনীত তথা তাঁর পূর্ণ কৃপাশক্তিপ্রাপ্ত অধস্তন আচার্য, অন্যেরা (সেই......মহারাজও) নিজে নিজে গুরু সেজে মঠ মন্দির করেছেন, এ কথা তাঁর বক্তৃতাতে দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর শ্রীমুখ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে একথা শুনে সগোষ্ঠী সেই ..... মহারাজ তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভাষণের পর তাঁর সঙ্গে কেউ আলাপ করেননি, প্রসাদ পেতেও বলেননি। যাওয়ার সময় মোটর কার

পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরে আসার সময় রিক্সার ব্যবস্থাও কেউ করল না। তাঁকে পায়ে হেঁটে শ্রী পুরুষোত্তম মঠে ফিরে আসতে হয়েছিল। কখনও তিনি সম্মান বা কোন লাভের আশায় অসৎকে প্রশ্রয় দেননি। যত বড় ধনী, মানী, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকুক না কেন; শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করলে বা অপসিদ্ধান্তের সমর্থন করলে শ্রীল প্রভু সিংহ হুঙ্কারে তীব্র বিরোধ করে তার জিহ্বা স্তম্ভন করতেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা কোন কিছুর প্রলোভন তাঁকে এক চুলও বিচলিত করতে পারেনি।

x x x x x x x

একবার শ্রীল প্রভুপাদের জনৈক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী শ্রী....মহারাজ পুরী শ্রী পুরুষোত্তম মঠে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন। তখন শ্রীল গুরুদেব তাঁর কাছে উপস্থিত কয়েক জন শিষ্য শিষ্যাকে হরিকথা বলছিলেন। এক জন মহিলা ভক্ত শ্রীল গুরুদেবকে পাঁখা করছেন দেখে শ্রী.... মহারাজ বিদ্রূপ করে বললেন, "শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রী সরস্বতী গোস্বামী) কারও সেবা নিতেন না। আপনি শিষ্য শিষ্যাদের সেবা গ্রহণ করছেন!" পাশে দাঁড়ানো শ্রীল প্রভুকে শ্রীল গুরুদেব ইঙ্গিত করলেন। শ্রীল প্রভু সেই মহারাজকে মৃদু হেসে উত্তর দিলেন - "মহারাজ! আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য, কত ভাগ্যবান! কেন না, আমরা কোন দিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করারও সুযোগ পাইনি। অথচ, এঁরা (শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজের শিষ্যশিষ্যাগণ) তাঁর পদসেবারও সুযোগ পাচেছন। এখন বলুন ত আমরা ভাগ্যবান না এঁরা ভাগ্যবান?"

সেই.....মহারাজ তা শুনে কিছুটা লজ্জিত হলেও মৎসরতা বশতঃ পরিহাস করে বললেন - "শ্রী ঔড়ুলোমি মহারাজ ভজনের গুহায় আছেন!" তখন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রীল প্রভু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বললেন "শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজ ভজনের গুহায় আছেন, আর আপনি প্রতিষ্ঠার পর্বতে আছেন।" শ্রীল প্রভুর শ্রীমুখ থেকে এরকম স্পষ্ট ও নির্ভীক কথা শুনে ঐ মহারাজ অপদস্ত হয়ে চুপ্‌চাপ চলে গিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভু বরাবর নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি কারও অসত্য-অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেননি।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে মঠে একটি উৎসব চলছিল। মঠের নাট্য মন্দিরে মান্যগণ্য নামজাদা ব্যক্তিগণ প্রসাদ পেতে বসেছেন। শ্রীল প্রভু তখন মঠের ব্রহ্মচারী। তিনি পরিবেশন করছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের জনৈক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী শ্রী..... মহারাজ শ্রীল প্রভুর হাতে একটি বড় পাকা আম দিয়ে নাট্য মন্দিরে পংক্তিতে বসে থাকা......রাজ্যের রাণীর পাতায় দিয়ে আসতে বললেন। যেখানে কার পাতায় আম পরিবেশন হয়নি, সেখানে এক জনের পাতায় (সে রাণী হোক বা যেই হোক) আম পরিবেশন করা একান্ত অসংগত বলে শ্রীল প্রভু এরকম করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। এক জন সাধারণ ব্রহ্মচারীর এই নির্ভীক কথা ঐ সন্ন্যাসীর অহংকারে আঘাত করল এবং উনি ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীল প্রভুকে গাল দিতে লাগলেন।

শ্রীল প্রভু এক জন খ্যাতনামা প্রচারক সন্ন্যাসীর এরকম আচরণ ও ব্যবহারে খুব দুঃখিত হয়ে সেই অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গিয়ে সমস্ত নিবেদন করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সব শুনে দুঃখিত হয়ে বললেন, "ঐ .... মহারাজ আমার শিষ্য নয়, সে.....রাণীর শিষ্য।" শ্রীল প্রভুপাদ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন, প্রায় সকলেই তাঁর সম্মুখে যেতে ভয় করতেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুর বিচার ছিল - গুরুদেব পরম বন্ধু, পরম পিতা, পরম সুহৃদ; তাঁর কাছে হৃদয়ের সমস্ত কথা বলা দরকার।

অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন

শ্রীল প্রভু শুদ্ধভক্তি-বিরোধী অপমত খণ্ডনে সিংহ সদৃশ ছিলেন। যখন তিনি শ্রী চৈতন্য-বিরোধী মত বা গুরুবৈষ্ণবের নিন্দাপবাদ কার মুখে শুনতেন বা পত্র পত্রিকায় পড়তেন, তখন তিনি সিংহ হুঙ্কারে শ্রী হরিগুরু বৈষ্ণব বিরোধী ব্যক্তির জিহ্বা স্তম্ভন করতেন। কেবল সেই মাত্র নয়, ঐ বিরোধী ব্যক্তিকেও সর্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন জনিত মহৌদার্য্য গুণে শুদ্ধভক্তি পথে টেনে

আনার চেষ্টা করতেন । তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ, গবেষণামূলক নিবন্ধ, শ্রী গৌর ও শ্রী গৌর ভক্ত-বিরোধী লেখার প্রতিবাদ ওড়িশার দৈনিক সমাজ, প্রজাতন্ত্র, মাতৃভূমি আদি সংবাদপত্র, ঝঙ্কার, কলিঙ্গ, সিদ্ধান্ত, পরমার্থী, হরিসংকীর্ত্তনাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান লক্ষ্য করে ড়: হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রী রাধানাথ রথ প্রভৃতি সংপাদকগণ তাঁর কাছে নত মস্তকে থাকতেন ও তাঁর প্রতিবাদ মূলক লেখা প্রকাশ করার জন্য আগ্রহের সঙ্গে নিতেন । শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মকে জগতে স্থাপন করার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তথা শ্রী ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী প্রমুখ গুরুবর্গের বাণীর শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিপাদন করার জন্য তাঁর লেখাগুলি ছিল অদ্বিতীয় । ওড়িশার প্রখ্যাতনামা বিশিষ্ট পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসকেও তিনি স্বীয় সৎসিদ্ধান্তের দ্বারা পরাভূত করেছেন । পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস স্বরচিত ''ওড়িয়া সাহিত্যের ক্রমপরিণাম'' পুস্তকে শ্রী চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে অমূলক কুৎসারটনা করেছিলেন, তার তীব্র প্রতিবাদ করে শ্রীল প্রভু ''নীলকণ্ঠ কালকণ্ঠ'' লেখা প্রকাশ করেছিলেন । যার ফলে সাহিত্য একাড়েমীতে পুরস্কার পাওয়ার জন্য নির্বাচিত ঐ গ্রন্থ অনাদৃত হয়েছিল এবং দুর্মুখ, নিয়াঁখুণ্টা ইত্যাদি পত্রিকায় পণ্ডিত নীলকন্ঠকে তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছিল ।

ত্রিকালদর্শিতা

শ্রীল প্রভু ত্রিকালদর্শী সাধু ছিলেন । বহু ভক্ত ইহা অনুভব করেছেন । কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হল ।

শ্রীল প্রভুর সঙ্গে এ অধমের সাক্ষাত ১৯৪০ সাল থেকে । প্রথম সাক্ষাত হতে তিনি আমাকে অতি আপন মনে করে বহু ভবিষ্যতের কথা বলতেন । ১৯৪৩ সাল বৈশাখ মাসে তিনি বললেন - ''শ্রী শ্রীল আচার্যদেব বহু বিভীষিকা দেখাবেন, বিবাহ লীলাও করতে পারেন, যা দেখে বহু ভক্ত বঞ্চিত হবেন । যাঁরা তাঁর নিজজনের পূর্ণ আনুগত্যে থাকবে, তাঁরাই তাঁর প্রতি ভক্তি রাখতে পারবেন ।'' তখন শ্রীল আচার্যদেব যে বিবাহ লীলা করবেন,

ইহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করতে পারেননি । দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পর শ্রীল আচার্যদেব ঐ লীলা করেছিলেন ।

x x x x x x x

শ্রীল গুরুদেব অল্প দিনের মধ্যে অপ্রকট লীলা করবেন - ইহা তিনি জানতে পেরে সবাইকে শেষ গুরুপূজায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন । শ্রীল গুরুদেবকে নিবেদন করেছিলেন তাঁর অধস্তন কে হবেন, সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য; নচেৎ খুব বিভ্রাট হবে । ঐ ১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে 'পরমার্থী' পত্রিকার শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল । পরমার্থী পত্রিকা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার পর শ্রীল গুরুদেবের কাছে পাঠানো হত, কিন্তু শ্রীল গুরুদেব তখন থাকবেন না; তাই শ্রীল প্রভু শতবার্ষিকী উদ্দেশ্যে ছাপানো অল্প কিছু প্রবন্ধ সঙ্গে নিয়ে শ্রীল গুরুদেবকে দেখিয়েছিলেন ।

গৌড়ীয় গুরুবর্গের দুর্বিজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ লীলা বহু পূর্বের থেকে যিনি জানতে পারতেন, সে ব্যক্তির স্বরূপ কি হতে পারে ; তা সুধী ব্যক্তিগণের চিন্তনীয় ।

x x x x x x x

আমি একবার শ্রীল প্রভুর কাছে কটকে গিয়েছিলাম । সেখানে এক দিন থাকার পর রাত্রিতে পুরী হাওড়া প্যাসেঞ্জর গাড়িতে ঘরে ফিরে পরের দিন স্কুল করার কথা ছিল । শ্রীল প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বললেন, ''এ গাড়িতে যেওনা, পরের গাড়িতে যাবে ।'' পরের গাড়ি ৫-৬ ঘণ্টার পর ছাড়বে । সেই গাড়িতে আসলে রাত্রে অনিদ্রা, আবার পরের দিন স্কুল করা যাবেনা । তথাপি কি জন্য শ্রীল প্রভু এ কথা বললেন, চিন্তা না করে তাঁর আজ্ঞা পালন করে ঐ গাড়ি ছেড়ে পরের গাড়িতেই এলাম । আমাদের গাড়ি দু তিনটি স্টেশনের পর থেকে গেল, শুনলাম আর যাবে না । খবর নেওয়াতে জানা গেল আগের ট্রেনটি বাউৎপুরের কাছে ভয়ঙ্কর ভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে এবং শত শত যাত্রী হতাহত হয়েছেন । শ্রীল প্রভুর আমাকে পূর্বের

গাড়িতে আসতে বারণ করার কারণ তখন জানতে পেরে তাঁর ত্রিকালদর্শিতায় চমৎকৃত হলাম ।

x x x x x x x

আমাদের ঘর পোড়ার কিছুদিনের আগে শ্রীল প্রভু সতর্ক করিয়ে দিয়েছিলেন, সাধারণ লম্ফ ব্যবহার না করে ওয়াল ল্যাম্প ব্যবহার কর, না হলে বিপদ হবে । তাঁর কথা আমি পালন করতে পারিনি । তাই সাধারণ লম্ফের দ্বারা আমার ঘর পুড়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু তাঁর অনুগত শ্রী গোলোক বিহারীজীকে ইংরাজী ৯-৩-৮২ তে পত্রে কয়েকটি ভবিষ্যত কথা লিখেছিলেন -

(১) ‘‘শ্রীল ভারতী মহারাজ সময় সময়ে খুব উদ্বেগ পাবেন । তাঁর গোষ্ঠে কিছু দুষ্ট গোরু ঢুকেছে, কিন্তু শ্রীল মহারাজকে তারা খুব ভক্তি দেখাচেছ । দশ কুড়ি বর্ষের পর তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাবে । তাদের এখন ছোট কিন্তু ছুঁচালো শিঙ্গ বেরিয়েছে, এর দ্বারা শ্রীল মহারাজকে তারা আক্রমণ করবে ।

(২) তোমার ছেলে তোমাকে নানা চিন্তায় ফেলাবে ও ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পারে । তোমার সর্পাঘাত যোগ আছে ।

(৩) তোমার পিতা মহাশয় তোমার ছোট ভাইকে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিবে বা করেছেন । তুমি পরে নানা চেষ্টা করলেও সে সকলের সমাধান সম্ভব না হলে তোমাকে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে ।’’

— যথা সময়ে শ্রীল প্রভুর ঐ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল ।

x x x x x x x

শ্রীল গুরুদেবের শিষ্য শ্রীমান পদ্মনয়ন (প্রবীর)এর কোরাপুট, বালিমেলা হাইস্কুলের শিক্ষকতা করার জন্য নিযুক্তির খবর এল । তখন সে শ্রীল প্রভুর কাছে শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে ছিল । শ্রীল প্রভু চিন্তা করে বললেন - ‘‘অত দূরে চাকরি হল কেন, সেখান থেকে নিশ্চয় কিছু ভক্ত বেরোবেন ।

আচ্ছা যাও, সেখানে ১০-১৫ জন ভক্ত হবেন। তোমার গুরু সেবা হবে।" তাঁর কথা সত্যে পরিণত হয়েছিল।

আমার জীবনে বহুবার আমি তাঁর ত্রিকালদর্শিতার অনুভব পেয়েছি। বহু ভক্ত পদে পদে অনুভব করেছেন তাঁর সর্বজ্ঞতা ও ত্রিকালদর্শিতা, যা বর্ণনা করলে একটি বিরাট গ্রন্থ হবে।

অন্তর্যামিত্ব

কটকের তুলসীপুর নিবাসী শ্রী যুগল কিশোর মহাপাত্র (রিটায়ার্ড জজ) শ্রীল প্রভুর প্রথম বার্ষিক বিরহ তিথি (১৯৯৬) তে তাঁর অলৌকিক মহিমা বলতে গিয়ে স্ব অনুভব নিম্ন মতে প্রকাশ করেছিলেন।– …তিনি ১২ বছর আগে শ্রীধাম বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। রাধাকুণ্ডে স্নানের সময় শ্রীল প্রভুর স্মরণ তাঁর বারবার হচ্ছিল। পরে তিনি ফিরে এসে শ্রীল প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তখন শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের পাঠের আসনে বসে শ্রীল প্রভু হরিকথা বলছিলেন। হরিকথা শেষ হওয়ার পর তিনি শ্রী যুগল বাবুকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনি আমাকে রাধাকুণ্ডে স্মরণ করলেন, এটি আমার বড় ভাগ্য' - এই বলে আনন্দে গদ্ গদ্ হলেন। ঐ আলিঙ্গনে শ্রী যুগল বাবু এক অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করলেন। সে দিন থেকে তিনি শ্রীল প্রভুকে সর্বদা অপ্রাকৃত শব্দে সম্বোধন করেন।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু কৃপা করে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। এক বার শ্রীল প্রভু বর্ষাধিক কাল আমাদের বাড়িতে আসেননি। আমিও তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। চিঠি পত্র মাসাধিক পাইনি। তাই খুবই মনের দুঃখে ছিলাম। তাঁর দর্শন ও শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণের জন্য মন অস্থির হত। চৈত্র মাস, মজুর অভাবে ঘরের ছেলেদের নিয়ে খড় মাড়াইর কাজ করছিলাম।

শ্রীল প্রভু হঠাৎ একা একা এসে পৌঁছে গেলেন। খবর না দিয়ে

হঠাৎ তাঁর উপস্থিতিতে আমরা খুবই বিস্মিত তথা আনন্দিত হলাম । প্রতিবারে তিনি যখন আসেন আগের থেকে পত্র দেন, আমি গিয়ে তাঁকে বস্তা স্টেশন থেকে নিয়ে আসি । আমাদের আশ্চর্য ভাব দেখে শ্রীল প্রভু বললেন, "তোমার আর্ত্তি ও ব্যগ্রতা দেখে আর থাকতে পারলাম না, আসতে বাধ্য হলাম ।" তাঁর এরকম অন্তর্যামিত্ব ও ভক্ত বাৎসল্য দেখে তাঁর শ্রীচরণ কমলে ভূলুণ্ঠিত হলাম । তাঁর অন্তর্যামিত্বের প্রমাণ বহু বার পেয়েছি, অন্য ভক্তগণও অনুভব করেছেন ।

অলৌকিক শক্তি

'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণের কাছে যাঁর নিষ্কাম সেবা প্রবৃত্তি বর্ত্তমান ; ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সঙ্গে দেবতা গণও তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন । শ্রীল প্রভুর কাছে অনেক অলৌকিকতা দেখার সুযোগ বহু অনুগত তথা কোন কোন সাধারণ ব্যক্তিও পেয়েছেন। তাঁর মহিমা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া হল —

শ্রীল প্রভুর অনিচ্ছা তথা বারণ সত্ত্বে ভক্তগণ তাঁর জন্মতিথি অনুসন্ধান পূর্বক ঐ তিথিতে শ্রী ভক্তিকেবল পাদপীঠে একত্রিত হয়ে সংকীর্ত্তন সহযোগে জন্মোৎসব পালন করেন । একবার শ্রীল প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে সকাল বেলা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল । গড় গড় করে মেঘ ডাকছিল ও অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল । শ্রীল প্রভু সাড়ে ন টায় হঠাৎ বাইরে গিয়ে একটু উপরের দিকে তাকালেন । বললেন, "কত জায়গা হতে কত ভক্ত আসছেন, রাস্তায় অসুবিধায় পড়বেন, বৃষ্টি কেন আসল ?" এই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট ধ্বনিতে কিছু বললেন । তারপর কাছে থাকা দু তিনজন ভক্তকে বললেন, "না বৃষ্টি হবে না, আমি ইন্দ্রের কাছে দরখাস্ত দিয়ে দিয়েছি, আজকে আর বৃষ্টি হবে না । ভক্তগণ আর অসুবিধায় পড়বেন না ।" একথা বলার পরে পরেই বৃষ্টি থেমে গেল । আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল । এক ঘন্টার পর অনেক ভক্ত এসে পৌঁছলেন । আমরা গ্রন্থে শুনেছি, 'কৃষ্ণ ভক্তি আছে যার, সর্ব দেব বন্ধু তার ।'

সমস্ত দেবদেবী কৃষ্ণভক্তের আনুকূল্য করার জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন, তা ভক্তগণ প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন ।

x x x x x x x

শ্রীল প্রভু সর্বজ্ঞ ছিলেন । তা এই অধম তথা বহুভক্ত বহুবার অনুভব করেছেন । কোন বিপদে পড়লে তাঁর স্মরণ করলে সমস্ত বিপদ বিঘ্ন আশ্চর্য ভাবে কেটে যায় ।"হরিদাস স্মরণেও সর্ব বিঘ্ন নাশ" - এর প্রমাণ ভক্তগণ পদে পদে পেয়েছেন । শ্রীল প্রভুর দক্ষিণ হস্তে সুস্পষ্ট চক্র চিহ্ন ছিল । শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন - "তোমার সর্বত্র জয় হবে ।" শ্রীল প্রভু একান্ত শরণাগত, স্নিগ্ধ ভক্ত দিগকে অমায়ায় বলেন, 'দেখছ, আমার হাতে চক্র আছে, কিছু বিপদে পড়লে স্মরণ করবে; সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে ।' আরও বলেন, - 'আমাকে দেখছ, আমি পাদপীঠে মশারির মধ্যে বসে আছি, কিন্তু কে কোথায় কেমন আছে, সব দেখতে পাচ্ছি । কে কত হরি ভজন করছে, না করছে, সব জানতে পারছি । কার মন কেমন অবস্থায় আছে, বুঝে তদনুসারে চিঠি পত্র দিচ্ছি ও ব্যবহার করছি ।'

x x x x x x x

একবার একজন মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীল প্রভুর কাছে এলেন । তাঁদের সন্তান সন্ততি কিছু ছিল না । শ্রীল প্রভুকে বহু প্রার্থনা করাতে শ্রীল প্রভু শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠের ঠাকুর শ্রী বিনোদ রমণ জীউর একটু প্রসাদ দিয়ে দুজনকে বললেন, "খেয়ে নাও, একটি পুত্র সন্তান লাভ হবে ।" সত্যি সত্যি কিছু দিনের পর তাদের একটি পুত্র জন্ম হল । ওরা দু জন খুব আনন্দিত তথা কৃতজ্ঞ হয়ে শ্রী পাদপীঠে এসে বললেন, "আমরা আপনার জন্য এখানে একটা বড় কোঠাঘর তৈরি করে দিব;" কিন্তু শ্রীল প্রভু বারণ করলেন । শ্রী বিনোদ রমণ জীউর সেবার জন্য কিছু অর্থ মঠে দিতে বললেন ।........

এ প্রকার নিজের অলৌকিক শক্তির দ্বারা শ্রীল প্রভু অনেক ব্যক্তির উপকার করেছেন এবং যাঁরা তাঁর কাছে অন্যাভিলাষ নিয়েও এসেছিলেন,

তাঁদের হৃদয়ে শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস ও সেবাভাব তিনি রোপণ করেছেন ।

অকিঞ্চনত্ব

শ্রীল প্রভু গৃহস্থাশ্রমে থেকেও পরম নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ছিলেন । "যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টো" - এই কথা পূর্ণ মাত্রায় তাঁর আচরণে পরিলক্ষিত হয়েছিল । তিনি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সব ছেড়ে মঠবাস করেছিলেন । আবার শ্রীল আচার্যদেবের আজ্ঞা পেয়ে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেছিলেন । বড় ঘর থেকে বহু যৌতুক দিয়ে সুন্দরী কন্যা অর্পণের প্রস্তাব আসলেও তিনি সমস্ত উপেক্ষা করে অত্যন্ত দরিদ্র ঘর থেকে বিনা যৌতুকে সাধারণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন । আবার জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বক্তার পণ্ডিত শ্রী হরিচরণ দাস মহাশয় তাঁর নামে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করে থাকলেও তাঁর প্রস্তাবিত গুরুর কাজ করার জন্য সম্মত না হয়ে সমস্ত সম্পত্তি ফেরৎ দিয়ে কটকে প্রেসে প্রুফরিড়ার-এর কাজ করে নিষ্কিঞ্চন ভাবে জীবন নির্বাহ করতেন । মাহাঙ্গায় তাঁর দোতালা কোঠা ও প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল । তাঁর আত্মীয় স্বজন বহু অনুনয় করলেও সেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি । বাহ্যতঃ তিনি সংসারের মধ্যে থাকলেও সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । তিনি একবার উপস্থিত ভক্তদিগকে বললেন - "আজ কাল লোকেরা চমৎকার দেখলে নমস্কার করছেন । যে যত বুজরুকি দেখাতে পারল, তার পিছনে তত লোক ছুটল । সে হল 'বড় বাবা' । আমি যদি এই সূতাহাটে ঘরের সামনে লাল কাপড় পরে পাগড়ি বেঁধে বসে যাই, আর একজন-দুজনকে ভবিষ্যত কথা বলে ধুলা বিভূতি একটু একটু করে দিয়ে দিই ও তার রোগ ভাল হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে এই কটক শহরে প্রচার হয়ে যাবে যে এক জন বড় সাধু সূতাহাটে বসে আছেন । সব সমস্যা সমাধান করে দিচেছন বিভূতি দিয়ে । তারপর দেখবে কত কার, জিপ্, মোটর সাইকেল, স্কুটারের ভিড় লেগে যাবে । কত মন্ত্রী, বড় অফিসার, ব্যবসায়ী এসে ভিড় জমাবে, ধনসম্মানের অভাব থাকবে না । কিন্তু কি হবে সে ধন আমাদের ?

যদি কাউকে আত্মমঙ্গলের কথা বলে তাকে হরি ভজন করাতে পারি, তবেই শ্রী গুরুবর্গ খুশী হবেন ।”

তিনি প্রেয়কে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে শ্রেয় পথ অনুসরণ করার আদর্শ দেখিয়েছিলেন ।

তিথি পালনের প্রতি গুরুত্ব

“মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি” - শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘শরণাগতি’ কীর্ত্তনে ভক্তির অনুকূল প্রসঙ্গে ইহা লিখেছেন । ‘মাধব তিথি’ বলতে মাধবের, তাঁর স্বরূপ শক্তির তথা তাঁর নিজ জনের আবির্ভাব - তিরোভাব তিথি । শ্রী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রী রাধাষ্টমী, শ্রী রামনবমী, শ্রী বলদেব পূর্ণিমা, শ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী, শ্রী বরাহ দ্বাদশী, শ্রী বামন দ্বাদশী, শ্রী গৌরজয়ন্তী, শ্রী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, শ্রী অদ্বৈত সপ্তমী ও শ্রী শিব চতুর্দশী - এ সমস্ত ঈশ্বর তিথিতে উপবাস পূর্বক ব্রতপালন এবং শ্রী গৌর পরিকর, শ্রী গুরুবর্গ তথা বিমল বৈষ্ণবের আবির্ভাব - তিরোভাব তিথিতে তাঁদের গুণমহিমা স্মরণ কীর্ত্তন পূর্বক পালন । শ্রীল প্রভু এ সমস্ত মাধব তিথি পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি বলেন, সংসারের লোকেরা নিজের বাবা মা ছেলে মেয়ের জন্ম বা শ্রাদ্ধাদির দিন যত্ন পূর্বক পালন করেন, কারণ সেখানে রক্ত সম্পর্কে মমতা থাকে । তার চেয়ে অধিক মমত্বপূর্ণ ভাবে আদর যত্ন সহকারে শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি পালনে আগ্রহ থাকা উচিত, কারণ এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য । শ্রী হরি পরম পিতা, পরম মাতা, পরম পতি; তাঁর নিজজন পরম বন্ধু (তব নিজজন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে) । তিথি আদিতে তাঁদের স্মরণ কীর্ত্তনের জন্য তিনি ‘মাধব তিথি’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন । এতে শ্রী গৌর জয়ন্তী থেকে আরম্ভ করে পঞ্জিকানুযায়ী তিথি ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশ করেছেন । ভক্তি সাধকদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পদ্যাকারে প্রত্যেক তিথির গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন ।

এই তিথি গুলি আদর যত্ন সহকারে পালন করলে শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণবদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হবে, আমরা চিদ্‌বল লাভ করবো ; যার দ্বারা সিদ্ধির পথে আমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পারবো ।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

তাবত্ ব্রহ্মকথা বিমুক্ত পদবী তাবন্ন তিক্তীভবে -
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদ স্থিতঃ ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥

(শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত ১৯ সংখ্যা)

অর্থাৎ - *যে কাল পর্যন্ত শ্রী চৈতন্য পাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনদের দর্শন লাভ ন হয়ে থাকে, সেই পর্যন্তই নির্বিশেষবাদীর ব্রহ্মবিচার ও মুক্তিমার্গ 'তিক্ত' বোধ হয় না, সেই পর্যন্তই লোক মর্যাদা বা বেদমর্যাদার বিশৃঙ্খলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না ; আর সেই পর্যন্তই বিচিত্র বহির্মুখ মার্গে পতিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানীদের পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী ।*

❋❋❋❋

আচর্য ধর্মং পরিচর্য বিষ্ণুং বিচর্য তীর্থানি বিচার্য বেদান্ ।
বিনা ন গৌরপ্রিয়-পাদসেবাং বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥

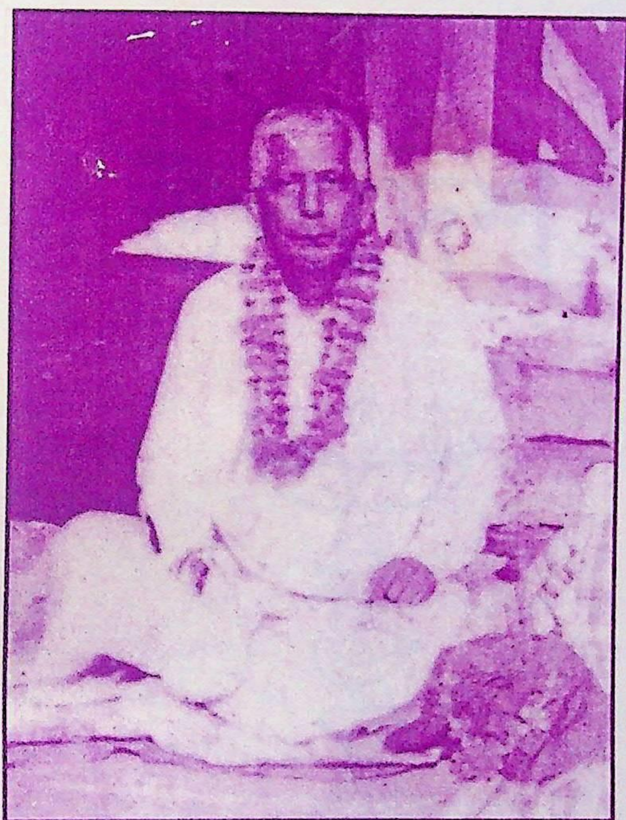
(শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

অর্থাৎ- *বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের আচরণ, বিষ্ণুর অর্চামূর্ত্তির পূজা, তীর্থ পর্যটন এবং বেদার্থবিচারে সুনিপুণ হইয়াও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা-ব্যতিরেকে বেদাদির দ্বারা দুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবনাদি পরম স্থান কেহই লাভ করিতে পারেন না ।*

শ্রীল প্রভুর বন্দনা গীতি

জয় শ্রী যতিশেখর শ্রী ভক্তিকুমুদবর
করি তোমা প্রেমের প্রণতি ।
তব শ্রী চরণ তলে ভাসি নয়নের জলে
নিবেদন করে এ ভারতী ।।
(তব) কথামৃত দানলীলা ত্রিভুবন করে আলা
হৃদিপদ্মে জাগো কৃপা করি ।
ভাসি প্রেম-অশ্রুনীরে নির্জন যমুনা তীরে
তব সঙ্গে সদা যেন ফিরি ।।
তব বাণী-রসসুধা পান করি যেন সদা
যে সুধায় জীবন জুড়ায় ।
তব পাদপদ্ম বরি যুগলসেবা আশা করি
পড়ে থাকি নিকুঞ্জ ছায়ায় ।।
কিশোরকিশোরী-প্রীতি গীতি বিরচিলে নিতি
মাতাইলে ভকত পরাণ ।
বিরহকাতর গানে কাঁদাইলে মো অধমে
মুগ্ধহিয়া করে তব গান ।।

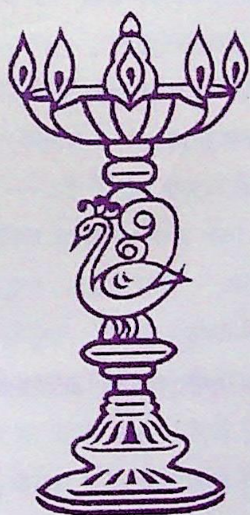
শ্রী ভক্তিভূষণ ভারতী



শিক্ষাগুরুবর

শ্রীল যতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু

উপদেশ



সপ্তম তরঙ্গ

হরিভজন

শ্রী শ্রী গৌরকৃষ্ণের নাম-গুণ-মহিমা কীর্ত্তন ও আর্ত্তিজনিত কীর্ত্তন করলে সাধক সাধনপথে এগুতে পারবে। হৃদয় থেকে যদি কীর্ত্তন না হচ্ছে, তবে চেষ্টা করে মৌখিক করতে হবে। ঐ টুকু সাধন ক্রিয়া করতে হবে। শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশক্তি ও সাধনের বল মিলিত হলে গতি বাড়বে। জীবের ভিতরে শ্রদ্ধা নেই, সে তটস্থ জীব মাত্র। সাধু-গুরু যখন কৃপা করবেন, তখন সে পাবে। তিনি যোগ্যতা অর্পণ করেন। জীবের যেগ্যতা নেই। চৈত্তগুরু বিবেক দেন। বিবেক উদিত না হলে জীবন পশুবৎ। যাকে সাধু-গুরু কৃপা করেছেন, নানা বাধা আসলেও তার চিন্তা নেই। তা'র সাধু সংগ হয়েছে। '*আদৌ সাধুসঙ্গ.......*।' সে পথ পেয়ে গেল। পথ হচ্ছে— আর্ত্তির সঙ্গে মন লাগিয়ে 'শচীসুত গৌরগুণধাম', 'পঞ্চতত্ত্ব নাম', 'জয় নিতাই গৌর' - এই নাম সর্বক্ষণ করতে হবে। মনের মধ্যে অসংখ্য অভিলাষ জাগ্রত হচ্ছে, সে সব বাদ দিয়ে 'গৌরগুণধাম' কীর্ত্তন হৃদয়ে কন্ঠে বসাও ; '*দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন*'— এই কীর্ত্তন করলে চিত্ত স্থির হয়ে যাবে। মনকে স্থির করার জন্য কত কষ্টকর সাধনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের পন্থা কিন্তু কত সহজ। সাধনের ক্লেশ মোটেই নাই। '*অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।*' '*কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।*' অথচ অতি সহজে 'নিতাই গৌর' নাম করে সেই পরম মঙ্গল পেয়ে যাব। শ্রদ্ধা থাক বা না থাক 'জয় নিতাই গৌর' বললে পেয়ে যাবে। যে যে অবস্থায় আছ কর, অবস্থা পরিবর্ত্তন করে কর -এটা বলা হচ্ছে না। অনাচারে ডুবে আছ, তবুও কর। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে, গৌরনিতাইর নামে অপরাধের বিচার নেই। শ্রী গৌরনিত্যানন্দ অপরাধ জানিয়ে দিয়ে ক্ষমা করে থাকেন ; দেবানন্দ পণ্ডিত, চাপাল গোপাল আদিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটি সহজতম পন্থা — Easiest way ; best medicine।

সংকীর্ত্তন

জগতের সমস্ত লোক যদি বিরোধী হন, তবে শুধু সংকীর্ত্তনের দ্বারা সব সহ্য করার বল ও সাধনের বল লাভ হবে। "*যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই।*" ভজন ও সাধন যা কিছু সব শ্রী মহাজন পদাবলী, শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীত্তর্নের মধ্যে আছে। সেই কীর্ত্তন পদাবলীর সেবায় সমস্ত অনর্থ চলে যাবে ও পরানন্দ লাভ হবে। এতে অসংখ্য বাধা ও চঞ্চলতা অবশ্যই আসবে। পরীক্ষা-বাধা-বিঘ্ন বিহ্বলতার মধ্যে শ্রীনাম-পদাবলী সংকীর্ত্তন প্রভাব বিস্তার করে নিজের মহিমা জানিয়ে সাধককে আকর্ষণ করবেন।

সর্বদা কীর্ত্তন ভাবাবেশে করবে। ভাব শুদ্ধ হলে অন্তর কাঁদবে, চোখ থেকে জল পড়বে। তাতে মহৎ কৃপা অবশ্য বর্ষিত হবে। সংসারের পরীক্ষা ও কর্ম জগতের হেয়তা ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে অনুভব হবে। আমাদের কুসংস্কার, তমোগুণ ও রজোগুণকে ধ্বংস করার উপায় আর্ত্তির সহ শ্রী নামকীর্ত্তন। অশেষ পাপ মলিন চিত্তকে শ্রীনাম কীর্ত্তন শুদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ লাভের বা নির্গুণ হওয়ারও উপায় সংকীর্ত্তন। সমস্ত কীর্ত্তন কণ্ঠস্থ করা আবশ্যক। ইহা সর্ব অবস্থায় স্মৃতি পূর্বক জিহ্বায় রাখতে হবে। প্রথমে অভ্যাস করতে করতে ক্রমে প্রীতির সঙ্গে হবে। যদি শ্রদ্ধা করে শ্রীনাম কীর্ত্তন করতে কেউ সঙ্গ খোঁজ করে, তাকে আপন মনে করে তার সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন করবে।

অনর্থ-নিবৃত্তিমূলক কীর্ত্তন না করে তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কীর্ত্তন করবে। শ্রী নাম কীর্ত্তন প্রধান।

সাধনের প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণ কীর্ত্তনে জাড্য আলস্য আসা স্বাভাবিক। প্রথম থেকে এটি দেখা না গেলে মহা অপরাধ আছে জানতে হবে। কারণ, অন্যাভিলাষী অনেক সময় মহাভাগবতের মতো হরিকথায় জাগ্রত থাকার অভিনয় করে। সাধন আরম্ভ হলে বা অল্প মনোযোগ হলে দেহ-মনের ক্রিয়া বোঝা যায়। তাই সাধক নিজেকে ধিক্কার দেয়। কৃষ্ণ ঐ কৌশলে দয়া করেন।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

নামাভাস ও শ্রীনাম উদয়

নামে সর্ব মঙ্গল, সর্ব শক্তি রয়েছে। '*জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার, নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে।*' এ সময়ে নামাশ্রয় করে থাকা কর্ত্তব্য। 'নামাশ্রয় যতনে করি'- এটি অধিক ফলপ্রদ। হেলায় শ্রদ্ধায় নামাভাস হয়। 'যতনে করি' - এর দ্বারা আগ্রহ ও আদরকে বোঝা যাচ্ছে। আদর অর্থে শ্রী গুরু-বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যার জন্য শত গঞ্জনাকে বরণ করতে হবে। এটি আন্তরিকতা ও আগ্রহের পরীক্ষা। গঞ্জনায় মনমরা ভাব এলে যত্ন ও আগ্রহের অভাব হয়, নাম স্ফূর্ত্তি হয় না; ভজনে শৈথিল্য এসে যায়। হরি ভজনে যত্ন আগ্রহের দ্বারা নাম স্ফূর্ত্তি হয়। নামাভাস যেন তেন প্রকারে সম্ভব। যেন তেন প্রকারে পুত্রের নাম ডেকে বা অভ্যাসে বা ভয়ে বা গালাগালি দিয়ে ('হারাম' বলার মত) যে নাম উচ্চারণ - তাতে আভাস হয়। আভাস অর্থে - তত্ত্ব সিদ্ধান্ত জ্ঞান রূপী সূর্যোদয় হয়নি- অন্ধকার কিন্তু চলে গেছে - শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার হয়নি। দেখলেও বাহ্য দর্শন, প্রীতি নেই — ইহা নামাভাস। প্রীতি যুক্ত দর্শন - এতে সেব্যের সুখের জন্য সেব্যের হয়ে তাঁর সুখকরী বা প্রীতিকরী সেবাকে বোঝায়। এ প্রকার সেবায় শুদ্ধ নাম উদয় হয়। দীক্ষার সমাপ্তি-নামাভাস। শ্রীনামের আরম্ভ — শ্রী গুরুবৈষ্ণব ও শ্রী হরির স্বরূপ দর্শন।

জয় দান

ভজনের একটি বড় অঙ্গ নিয়মপূর্বক জয়দান। গ্রন্থ পাঠ ও সংকীর্ত্তনের সঙ্গে 'জয়দানে' কখনও হেলা করা উচিত নয়। দিনের পর দিন সমস্ত আচার বিচার আমাদের সমাজ, ভক্তমণ্ডলী, মঠ-মিশন থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান সময়ে নিজের মঙ্গলের জন্য জয়দান করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেকে নিয়ম করে দিনের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একবার জয়দান করা উচিত। এতে ভক্তি পথে চলতে পারবে। জযদান শুধু গোষ্ঠীগত নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেকের করা উচিত। ঋণ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে, বিপদ পড়েছে, অন্ধকার

হয়েছে ; বললে ভাবলে চিন্তা করলে দুঃখ যাবে না, অন্ধকার যাবে না। **শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণবের জয়দান করলে '*শোকার্ণবশোষণম্*' - যুগপৎ দুঃখ দূর হবে ও শুদ্ধভক্তি লাভ হবে।**

জয়দান ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও ভজনের বল পরীক্ষক। যে দিন জয় দেওয়া হয়নি, সে দিন দুর্দিন ; মনে অস্বস্তি লাগবে। মনে যদি দুঃখ, গ্লানি, অভাববোধ না আসে, তবে বুঝতে হবে আমাদের শ্রী গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়নি।

অচলা গুরুনিষ্ঠা

শ্রী গুরুদেব যদি গৃহী হয়ে যান, শ্রী গুরুদেব যদি রোগী হয়ে যান, শ্রী গুরুদেব যদি পুত্র কন্যাদি জঞ্জালে পড়ে থাকার মতো প্রতীয়মান হন, শ্রী গুরুদেব যদি তাঁর নিত্যসিদ্ধ গুণসমূহ লোপ করে দুঃসঙ্গী হন, তাঁর পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য লোপ করেন ; তবুও আমি শ্রীগুরুদেবের নিজের হয়ে থাকব। তাঁর সব ভাল। তাঁর তথাকথিত ব্যভিচার, তাঁর তথাকথিত অনাচার ও তাঁর প্রাকৃত সাম্যাবস্থা ; সবই তাঁর লীলা-লীলা-লীলা এই দৃঢ় মত পোষণ করব। তাঁর রোগ, শোক, জরা, কষ্ট সব কিছু অপ্রাকৃত বলে বুঝব ; তবে আমি অপরাধ হতে রক্ষা পাব। তিনি আমার, আমি তাঁর। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের মধ্যে এক জন যদি আমাকে কোলে তুলে নেন, আমাকে ধাক্কা মারেন, আমার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সমস্ত হরণ করেন, অন্যাথা করে যা ইচ্ছা তা করেন ; তবে আমি ধন্য। নিখিল বৈষ্ণব, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গ প্রসন্ন হবেন। এটিই ভক্তি।

গৌড়ীয়গুরু লাভ কল্পনা নয় বা আস্তিকতার চরম লাভ শান্ত রস মাত্র নয়। দাস্যরস ও পাদ সেবনের চমৎকারিতায় ঔদার্য-লীলা। সেখানে সম্ভোগ ও ত্যাগ নেই। ঔদার্যে প্রাকৃত-সাম্য অবস্থা অতি প্রবল, গৌরব নেই। তাই গৌড়ীয় ভক্ত চেনা অতি কষ্ট।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

বৈষ্ণবে বিশ্বাস

শ্রী শ্রী গুরুবর্গের স্মরণের মধ্যে immediate সহযোগী হলেন শ্রী বৈষ্ণব ঠাকুর। বৈষ্ণব ঠাকুর তত্ত্বমাত্র নন বা পাঁচ জনের কথায় বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস হয়না। বৈষ্ণবে বিশ্বাস হৃদয়ের টান — আকর্ষণ। '*বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি।*' '*বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস*' — ইত্যাদি হৃদয়ের কথা। এটি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার। এর থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রী ভগবদ্ দর্শন হয়। বৈষ্ণবের আনুগত্য আমাদিগকে টেনে রাখে। **বৈষ্ণবের আনুগত্য বিনা মঠবাস, ত্যাগী হওয়া, গৃহী হওয়া সব ব্যর্থ**। এ সমস্ত লক্ষ্য নয়।

শ্রী বিগ্রহ, তুলসী, শ্রী গ্রন্থ ভাগবত, শ্রীধাম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তাঁদের কৃপালাভ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার দ্বারা হয়। এঁদের মহিমা জ্ঞান হলে এঁরা মহিমা প্রকাশ করেন, কিন্তু বৈষ্ণব অজ্ঞান ও অনভীপ্সু অন্ধকেও আকর্ষণ করেন।

বৈষ্ণব, গুরু ও হরির মধ্যে যদি বৈষ্ণব তত্ত্ব স্বতঃ হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত না হয়, তবে শ্রী গুরু ও হরি তত্ত্ব দর্শন অসম্ভব। সে জন্য শ্রী চৈতন্য ভাগবতে '*আদৌ শ্রী চৈতন্য প্রিয়গোষ্ঠীর চরণে*' ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে '*গুরু-বৈষ্ণব -ভগবান তিনের স্মরণ, তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন*' ও '*ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা*' .... ইত্যাদি বাক্য। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মধ্যে হরি রুষ্ট হলে গুরু ত্রাতা, গুরু রুষ্ট হলে বৈষ্ণব রক্ষাকর্ত্তা। স্বতঃস্ফূর্ত বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে সাক্ষাত শ্রী গুরুদেব বললেও তাঁর কথায় সাধক সেই বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে না। বৈষ্ণবতা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি বৈষ্ণব হওয়ার অযোগ্য-কুলাঙ্গার'— এই অভিমান বাড়ে। বৈষ্ণব কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বলে না। এক মাত্র শ্রী হরির কৃপায় বৈষ্ণব জানা যায়। 'কবে মুইঁ বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি' — হরিকে প্রার্থনা করলে তিনি জানিয়ে দেন।

বৈষ্ণব -আনুগত্য

'*অনুগতিরেব সিদ্ধিঃ*' : আনুগত্যহীন সাধনের দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সিদ্ধির পথে গতি সম্ভব হয় না । স্বতন্ত্র হয়ে আমরা যা করবো; তা যদি মহাজনের অনুমোদিত না হয়, মহাজনের অনুমোদন থেকে তফাৎ হয়ে পড়ে ; তবে আমাদের সিদ্ধির আশা বিড়ম্বনা মাত্র । '*কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে*' । ***বৈষ্ণব মহাজন যদি আমাদের হাত ধরে সঙ্গে না নিয়ে যান, তবে আমরা পথভ্রষ্ট হবো*** । পথে কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তুর ভয় আছে ; তার থেকে আমাদিগকে রক্ষা করবে কে ? মহতের অনুগত হয়ে চললে তিনি আমাদিগকে আপনজ্ঞান করে আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে আমাদিগকে সাবধান করিয়ে তাঁর গতিপথে অগ্রসর করাবেন । অতএব বৈষ্ণব মহাজন শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের বাণী আমাদের ভরসা । '*কবে লোকনাথ মোরে সঙ্গে লয়াঁ যাবে, শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে*' '*অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে*'। আমরা মহৃদয় সরল হয়ে যদি আমাদের হৃদয়ের বেদনা হৃদয়বন্ধু বৈষ্ণবের কাছে জানাই, তবে তিনি আমাদের অবস্থা দেখে আমাদের যে রকম নির্দেশ দিবেন বা আমাদের ভবরোগ নিরাময়ের জন্য যেমন ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিবেন ; তা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে । এ রকম করলে আমাদের নিশ্চয় মঙ্গলোদয় হবে । আনুগত্যহীন স্বতন্ত্র জীবনে যেমন বিভিন্ন দুর্দশায় প্রপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা, সে প্রকার অবস্থা থেকে আমরা রক্ষা পাবো ; যদি আমরা নিজের চেয়ে উন্নত অধিকারী বৈষ্ণবের আনুগত্যে চলি ।

হরিভজনের অর্থ শ্রী গুরুকৃপা লাভের জন্য চেষ্টা । শ্রী গুরুকৃপা আমরা একাকী পেতে পারি না । অতএব চাই সাক্ষাত বৈষ্ণব-আনুগত্য । বৈষ্ণব যদি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে আনুগত্যভাব হৃদয়ে সংচার করেন । 'বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে' ।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

সজাতীয় সঙ্গ

প্রাণটি প্রীতি থেকে আসে । প্রীতি গাঢ় হলে প্রিয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে প্রিয়তা প্রকাশিত হয় ; তাতে কোন বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নেই । প্রীতির দ্বারা প্রিয়ের মহিমা ও লীলা অবিরত ভাবে স্মৃতিতে এসে জিহ্বায় উদিত হয় । *'গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব'*, *'কাহাঁ রূপ সনাতন.... '*— এই ডাক বিরহের । যাঁর প্রীতিযুক্ত হরিকথায় সাধকের জীবনে এই বিরহের অনুভূতি হবে, সেই হরিকথাকারীর সঙ্গ ফলে হৃদয়ে ভক্তিদেবী আবির্ভূত হন ।

সাধুসঙ্গের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন সাধুর প্রতি ব্যক্তিগত নিষ্ঠা থেকে উদিত হয়, এটি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আকর্ষণ করে । এই সাধুসঙ্গ সুদুর্লভ ।

শুদ্ধ সংকল্প

এটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি শ্রী গৌরকৃষ্ণ-শ্রীপাদপদ্মের সেবালাভ লালসায় শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব ঠাকুরের আনুগত্য করে থাক ; তবে কথনও ঠকবে না, পথ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে । পাথরকে যদি কেউ শ্রী হরি মনে করে সেবা করে, সে অবশ্য শ্রীহরির কৃপা পাবে । *'শ্রী আচার্য সংলাপে'* শ্রীল আচার্যদেব বলেছেন - ''শ্রী সাক্ষী গোপালকে দর্শন করেও পাথর জ্ঞান হয়, আবার শিয়ালী ভৈরবী দেখে কাত্যায়নী দর্শন হয় । দ্রষ্টার ইষ্টলোভই দর্শন শুদ্ধ করে ।'' *'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃতে'*ও শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর এটি ব্যক্ত করেছেন । সংকল্প শুদ্ধ না থাকলে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' - যে রকম বাসনা সে রকম ফল ; বহু ভজন সাধন করলেও সুকৃতি মাত্র লাভ হবে ।

বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা । এ সংসারে এটি ব্যর্থ বা প্রয়াস মাত্র হয়, কিন্তু পরমার্থে আশা-সমুৎকণ্ঠা অবশ্য শ্রীহরি পূর্ণ করবেন ।
- শ্রী ভক্তিকুমুদ

হরি ভজনে পরীক্ষা

শ্রী শ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে উপেক্ষা করে পরীক্ষা করছেন। শ্রী অদ্বৈতের *'যোগবাশিষ্ঠ' ব্যাখ্যা* বা শ্রী অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দকে *শ্রী চৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী বলা*, শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতীর *চর্মধারণ আদি লীলায়* অনেক ব্যক্তি অপরাধী ও বঞ্চিত হবেন। তোমরা সাবধান থাকবে। *"সেবা করা— এত বড় কথা এ জন্মে অসম্ভব। তবে অপরাধ করার মত চিত্তবৃত্তি যেন না হয়। আর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে অপরাধ হতে রক্ষা পাওয়া যায়"* — এটি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বাণী। 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'বৈষ্ণব সেবা' প্রবন্ধ আলোচ্য।

x x x x x x x

(আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নির্যাণ সংবাদ পেয়ে শ্রীল প্রভু সান্ত্বনামূলক পত্রে লিখেছিলেন) — বিধাতার বিধান বিচিত্র। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে জন্ম মরণ লীলা লেগে আছে। প্রাকৃত গৃহকে যদি আমাদের নিজের মনে করবো তবে সুখ-দুঃখ চক্রে ঘুরতে থাকবো। আমরা পরমার্থ পথে আছি। লোকেরা যে রকম হাসবে, বিধাতা সে রকম করছেন। আমরা ত ধন-জন-পুত্র হরির কাছে চাচ্ছি না, হরি বা দিচ্ছেন কেন? তিনি দিচ্ছেন, আমাদের প্রার্থনা শুদ্ধ কি না তা পরীক্ষা করতে। তিনি দিয়ে, আবার নিয়ে পরীক্ষা করছেন। না দিলে পরীক্ষা হত না। তাঁর পরীক্ষার সুখে আমরা সুখী হবো। সংসারের লোক আমাদের বলছেন, 'হরিভজন করে এরা কি ভাল করলেন?' তাদের হরিভজন যে জন্য, আমাদের সে জন্য নয়। তাই আমরা সব অবস্থায় এ বিশ্বকে শ্রী হরির পরীক্ষাক্ষেত্র জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে নিত্য সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হরিভজন করবো। x x x x x x x

নিজ কর্মফল নিয়ে নরক যাত্রা বা বিষ্ঠার কৃমিকীট জন্ম হলেও নিরন্তর হরিস্মৃতিযুক্ত হওয়ার জন্য ভক্ত একান্ত প্রার্থী। ভগবানের কাছে অনন্য শরণাপন্নতা হেতু সে বিভিন্ন অবস্থাচক্রে পড়েও নিষ্পেষিত হয় না; সর্ব অবস্থায় সে হরিস্মৃতিযুক্ত থাকায় তার কাছে পরীক্ষার কষাঘাত সুখময় হয়।

বাধা ভজনের অনুকূল

শ্রীহরি আমাদের ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষা করেন । আমরা শ্রী হরির অধীন । আমরা শ্রী হরির ইঙ্গিত গ্রহণ করবো । বাধা এলে বিরহ বাড়ে । যাঁরা শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম, পুণ্য, জ্ঞান বা যোগকে ধরেছেন ; তাঁরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখানুসন্ধান করতে পারেন না, বরং ঘৃণা করেন । সে জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তন গান করবো — *'আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবেক ধূলি'* — এ ভাগ্য আমাদের কবে হবে ! x x x x x x

শ্রীহরি নানা দুঃখ যন্ত্রণা দিয়ে বহু প্রকার পরীক্ষা করে ভক্তকে কাঁদিয়ে সুখী হন । এ প্রকার ধাক্কা না খেলে আমাদের পাষাণ হৃদয় থেকে দম্ভ, দর্প বা কর্ত্তাভিমান যাবে না । x x x x x x x

আমরা শ্রীরাধার পক্ষ । অতএব নিন্দা সহ্য করা আমাদের ধর্ম । শ্রী গান্ধর্বিকার কৃপা দুঃখ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে আসে । তিনি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সব কিছু সহ্য করেছেন । x x x x x x x

এমন কোন অবস্থা নেই, যাতে শ্রীহরি আমাদের ফেলে তাঁর স্মরণের অবসর না দিবেন । প্রতিকূলের দ্বারা অনুকূল পথে অগ্রসর হয়ে স্মৃতি হয় । শ্রীহরি বিভিন্ন অবস্থায় ফেলবেন । প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভজন অনুকূল হয়ে যাবে । সেবকের ভক্তিবল ও ভক্তগণের কৃপা - এই দুটি এক সঙ্গে সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করে ।

স্ত্রীলোকের প্রতি উপদেশ

হরিভজনকারী স্ত্রীলোকেরা কখনও পিতামাতা ও যাঁরা শ্রী গুরু বৈষ্ণবের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁদের অবজ্ঞা করবে না । শত কষ্ট ও মানসিক অসুবিধা আসবে । বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ় অবস্থায় ও বার্ধক্যে নানা মানসিক ও পারিবারিক অসুবিধা আসবে । বিবাহিত জীবন শ্রীহরির ইচ্ছায় হয়, আবার বিবাহ হয়ে বিচ্ছেদও তাঁর ইচ্ছায় হয় বা বিবাহ বন্ধন হয় না ।

তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থা বরণ করে নেওয়া উচিত। স্বর্গ ও নরককে সমান জানবে। *'সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে, দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে।'* বিপদ ও জঞ্জালের মধ্যে নরক, আনন্দ আর প্রাচুর্যের মধ্যে স্বর্গ। এ দুটিকে শ্রীহরিভজনের অনুকূল করা দরকার।

অন্যকে হরিভজনে সহায়তা না করা তার প্রতি কৃপণতা বা হিংসা করা। ঘরে ও বাইরে কাউকে উদ্‌বেগ দিয়ে কথা বললে অন্তর্যামী দুঃখিত হন। একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা আর একজন স্ত্রীলোকের শ্রীহরি ভজনে সহায়তা বড় দুর্লভ। দৈন্য বা সেবা করার ছলনা অনেকের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু একজন স্ত্রীলোক অন্য একজন স্ত্রীলোককে ভজনে অগ্রসর করাতে কুণ্ঠাবোধ করে; কারণ — প্রতিষ্ঠাশা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি তাকে বাধা দেয়। স্ত্রীলোক হয়ে কথায় যত সরল; অন্তরে ও কাজে তত সরল হওয়া কষ্টকর। বৈষ্ণবী ও গুরুদাসী বুদ্ধি হলে ঐ সব জড়বুদ্ধি দূর হয়ে যায়। অন্যের শিথিলতাকে লক্ষ্য না রেখে তাকে ভজনে অগ্রসর করাতে যত্ন করতে হবে। নিজে ভজন করলে অন্যকে ভজন করাবার বুদ্ধি হবে। সকলে নিজে নিজে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের দর্শন ও সেবা করতে চান, কিন্তু অন্যকে দর্শন ও সেবা সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা ও যত্ন যার; সে মহা ভাগ্যবান। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ সে অবশ্যই করবে।

স্ত্রীলোকদের প্রশংসা শুনার ইচ্ছা খুব প্রবল। উদাহরণ স্বরূপ — 'তরকারিতে লবণ ঠিক আছে ত ?' অর্থাৎ, আমার রান্না তরকারি ভাল হয়েছে — এই প্রশংসা পাওয়ার জন্য এরূপ প্রশ্ন। সব ছেড়েও যে প্রতিষ্ঠাকে ছাড়া কষ্ট; সেই প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা ছাড়তে কি কোন স্ত্রীলোক সত্যই পারবে যে, সে ভজন বা দৈববর্ণাশ্রমে থাকবে ? এর এক মাত্র উপায়, যদি স্ত্রীলোক নিজেকে দীন হীন ভেবে শ্রী গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের নাম করে; তবে সে ভুবন পূজ্য হবে। প্রতিষ্ঠা তার পিছনে ছুটবে; সে প্রশংসা শুনতে কাঙ্গাল হবে না।

স্ত্রী স্বভাব জড় জগৎ থেকে চেতন রাজ্য পর্যন্ত আছে। এর মধ্যে শ্রদ্ধা থাকলে বৈচিত্র্য হয়, নচেৎ জড়।

- শ্রী ভক্তিকুমুদ

সংক্ষিপ্ত উপদেশ

- শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণই বিরহ ।

- সেবা ও মনোধর্ম এক নয় । আনুগত্য- সেবা ও স্বতন্ত্র বুদ্ধি - মনোধর্ম । মনোধর্মের দ্বারা আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণব থেকে দূরে চলে যাই ও আনুগত্যের দ্বারা নিকট হই ।

- কনক - কামিনী - প্রতিষ্ঠায় হাত দিলে যার যেরকম স্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সেরকম সাধক ।

- চোখকে বিশ্বাস না করে কানকে নিজের ভাব । চোখ ভুল দেখে, কান সাধুর কথা শ্রবণ করলে চোখের ভুল ধরা পড়ে । পরমার্থের পথ ও সাধুর কথা কানে শুনে চোখের বাধাকে দূর কর । ঐ আধ্যক্ষিকতা হল রাক্ষস ও দৈন্য হলেন দেবী ।

- যে আধ্যক্ষিকতা করে, তার অপরাধ হয় । আধ্যক্ষিকতা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা । শ্রীহরি ও হরিভক্ত সকলকে নিজের করেন, তাঁদের সরলতাকে যাঁরা কপটতা মনে করেন, তাঁরা অপরাধী হন ।

- যদি একজন বৈষ্ণবের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা থাকে, তবে দুঃসঙ্গে পড়ে গেলেও সরলতা দেখে শ্রী হরি কৃপা করবেন । নিজে স্বতন্ত্র হলে রক্ষাকর্ত্তা কাছে এসেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দেখে ফিরে যাবেন ।

- ''টাকা ভক্তির মাপ কাঠি - অর্থাৎ, যে অধিক টাকা দিতে পারল, সে তত বড় ভক্ত ; তাকে গুরুবৈষ্ণব তত বেশী ভাল বাসেন'' —এ বুদ্ধি যার, সে যত দৈন্য দেখাক ; তার টাকার মূল্যে সামান্য সুকৃতিও হবে না ।

- সব কথায় বোধ থাকা দরকার । হরিকথা, কীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবের আচরণ - ইঙ্গিত বিষয়ে বোধ না থাকলে লৌকিক শ্রদ্ধা মাত্র হবে । শ্রীগুরুবৈষ্ণবের হৃদয় বুঝতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দরকার ।

- যদি আকর মূল আশ্রয়ের আনুগত্য ও সুখ হয়, তবে একতার মূল্য।
- বিধিমার্গে বারবার ভুল হলে বারবার শোধন করা হয়, কিন্তু রুচিমার্গে একবার আনুগত্যহীন হলে আর সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আবার সাধন করতে হবে। কেবল আনুগত্য চাই। যা বলছেন বিচার না করে মেনে নিবে। একটু এদিক ওদিক হলে কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে।
- সবজান্তা ভাব যার, সে বড় দাম্ভিক। সে যত সেবা করুক, যত দৈন্য দেখাক; শ্রীগুরুবৈষ্ণব তার কপটতা বুঝতে পেরে তাকে প্রতিষ্ঠাদি দিয়ে বঞ্চিত করেন।
- সাধু যেটা প্রোগ্রাম করেন, সেটা অন্যদের লক্ষ্য করে করেন না। তিনি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে করেন।
- যে তোমাকে শ্রদ্ধা করে,তাকে সরল দেখলে সত্য কথা বলবে। এটি না করলে প্রত্যবায় হবে। তবে যার দৃঢ়তা নেই, সে কপট। তাই বার বার উপদেশ দেওয়াতে যদি সুফল না হয়, অকারণ উদ্‌বেগ হতে রক্ষা পেতে হবে। সে জন্য তাকে প্রশংসা দিয়ে বিদায় দিবে।
- বাইশ বাজারে শ্রী হরিদাস ঠাকুরকে প্রহারের কথা দূরে থাক, নিজের আচারে এক জনার বাক্য বাণ-প্রহার যদি আমার অসহ্য হয়, তবে রাগমার্গ প্রহসন মাত্র হবে। রাগের ছলনা বিধির চেয়ে দুর্বল।
- ব্যাবহারিকতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রতি অনাসক্ত হয়ে সংসারের কাজ বুঝ। অভিনিবেশ শ্রীহরি-কীর্ত্তন ও ইষ্টচিন্তায় রাখ। আমাদের সংস্কার দ্বারা সূক্ষ্মশরীর পুনঃ সাধুসঙ্গ পাবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব স্মৃতিতে অন্তর্নিষ্ঠা কর। খুব জাগ্রত থেকে অভিনিবেশকে শুদ্ধ রাখ, যাতে ঘরের অভিনিবেশ চেপে না বসে। ঐ দিকে লক্ষ্য রেখে কীর্ত্তন গান দ্বারা স্মৃতি রাখবে।
- শ্রী নিতাইর নাম ও তাঁর পদকমলের ছায়া অভিন্ন থাকায় তা যে কী ভরসা, কী আনন্দ, কী শান্তি ও কী শীতলতার স্পর্শ আনে, তা ভাবুকেরাই জানেন। সে জন্য লিখেছেন, -'ধর নিতাইর চরণ দুখানি'।

- বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা না করে এমন সেবাবুদ্ধিতে তাঁর মন বুঝে চল, যাতে তিনি তোমাকে প্রকৃত অন্তরঙ্গ জেনে শ্রী হরির কাছে তোমার জন্য আবেদন করেন।

- সংসারের কর্মচক্রে ভ্রমণ করতে করতে সুখ দুঃখের মধ্যে অপরাধ ক্ষয় হয়। দুঃখই আমাদের বন্ধু। ঐ দুঃখ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে 'তুয়া পদ বিস্মৃতি আমর যন্ত্রণা' অনুভবের সুযোগ অবশ্য দিবে। বদ্ধ ভূমিকায় দুঃখ, মনমরাভাব, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ও সাধক অবস্থায় অভাবঅনুভব বা অনুতাপ, আত্মগ্লানি এক কথা নয়। বাইরে দেখতে একই রকম হয়ে থাকে।

- ভক্তি ও কীর্ত্তনের মূলে যদি ভক্ত চোখের আগে দেখা না যান, তাঁর মধুর কথা যদি স্মরণ না হয়, তবে যে ভক্তি ও কীর্ত্তন হবে, তা আকার মাত্র। ভক্তি বলতে ও কীর্ত্তন বলতে তার মূলে শুদ্ধভক্ত আছেন। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে'। ভক্তের থেকে ভক্তি ও কীর্ত্তন সব আসে। ভক্তকে নিজের জ্ঞান করলে, আপনজ্ঞান করলে অপরাধ হবে না।

- শ্রবণ হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তি। শ্রবণ প্রভাবে নিত্য মঙ্গল হয়। শ্রবণের সুযোগ সর্বদা বরণ করা উচিত। পাঠকীর্ত্তন বা বক্তৃতা করে অন্যকে শোনাবার চেয়ে পাঠ করে নিজে শ্রবণ করা, অন্যের কাছ থেকে শোনা, অন্যকে পরিপ্রশ্ন করা অধিক মঙ্গলজনক, আত্মকল্যাণকর। কীর্ত্তনে, পাঠে অথবা বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠা থাকতে পারে। শ্রবণে প্রতিষ্ঠার স্থান নেই। সে জন্য খুব্ বড় বক্তাও শ্রোতা হলে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। শ্রবণকে শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ আদিঅঙ্গ বলেছেন। শ্রবণের মূল উদ্দেশ্য শ্রী হরির সুখের জন্য শ্রবণ। আবার তাঁর নাম শ্রবণ - সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

- ত্রুটি বিচ্যুতি বড় কথা নয়, শ্রী গৌরসুন্দরকে ও গৌরভক্তকে আপন জ্ঞান থাকলে পাপ অপরাধ চলে যাবে।

- নিজের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না। 'না চেয়েও নামের গুণে ওসব ফল পাই।'

- পুরুষের জিহ্বাবেগ গোস্বামীত্বনাশক। ভাল খাওয়ার ইচ্ছা থেকে স্ত্রীবশতা ও অন্যান্য ভজন শৈথিল্য ভাব আসে। ভাল খাওয়ার অর্থ ভাল জিনিষ খাওয়া নয়। 'যাহা পাওয়া যায় তা কৃষ্ণ পাঠিয়েছেন' — এই বুদ্ধিতে না খাওয়াটা ভাল-মন্দ বিচার। ভাল না খাওয়া বা মন্দ না খাওয়া বিচার একই কথা।

- 'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়' — এটি ত্যাগী পক্ষে ত্যাজ্য, গৃহীর পক্ষে আরও অধিক।

- শ্রী গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবা করতে গিয়ে এটি শ্রী গুরুদেবের উদ্‌বেগের কারণ বলে বাইরে জানা গেলেও শ্রী গুরুদেবের বঞ্চনা আমরা জানতে পারবো। তিনি বঞ্চনা করে কথা বলেন। তাঁর কৃপা বা বঞ্চনা জানবার উপায় এই যে, যখন আমাদের হৃদয়ে শ্রীনাম ও বৈষ্ণব সেবায় আনন্দ উৎসাহ লাভ হতে থাকবে, তখন শ্রী গুরুদেব বাহ্যতঃ বঞ্চনা করলেও আন্তরিক কৃপা করছেন বলে জানবো।

- শ্রী হরিনাম জপ, শ্রী তুলসী সেবা ও কীর্ত্তন করার মূলে এক জন বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করলে এ সংসার সুখময় ও পরকাল উজ্জ্বল হবে। বৈষ্ণবের মহিমাগান আমাদিগকে দুর্দৈব থেকে রক্ষা করবে।

- একটি লোকের অসংখ্য দোষ থাকলেও মহতের প্রতি ভয় বা ভক্তি থাকলে সমস্ত দোষ চলে যাবে। সে রকম লোকের দোষ দর্শন অপরাধ। কিন্তু সাধু অবজ্ঞাকারীর অশেষ গুণ থাকলেও তাকে প্রণাম নিষিদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত আছে। আবার সক্ষম হলে জিহ্বাছেদন, অসমর্থ পক্ষে স্থানত্যাগ বিধান আছে।

- বৈষ্ণব সেবা ছেড়ে যাঁরা গুরুসেবা করতে চান, তাঁরা কোন দিন ভক্তি পাবেন না।

- ছেলেদিগকে যে রকম গঠন করবে সে রকম তারা অনুকূল হবে । তাদিগকে আত্মা জেনে স্নেহ কর । সূক্ষ্ম দেহ ত' অতি বৃদ্ধ, প্রকৃতি ত' অনেক পুরাতন । আত্মাকে লক্ষ্য রেখে তাদিগকে শিক্ষা দিলে ইহ পরকাল মঙ্গলময় হবে ।

- নিজের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা থেকে ক্ষান্ত হলেই বৈষ্ণবসেবা করতে পারবো । মুখে বলা ও কার্যের সময় মন স্থির করে বৈষ্ণবে বিশ্বাস এক কথা নয় । শ্রী গুরুবৈষ্ণবের কাছে রতি হলে বৈষ্ণবসেবা হয় ।

- শ্রদ্ধা ব্যক্তিগত কথা । শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নিজের দৈন্য ও সাধুর কৃপাতে হয় । নিজের নিষ্কপট দৈন্য থাকলে সাধু চেনা যায়, অসাধুও চেনা যায় । সে জন্য আমরা সকলকে বিশ্বাস করে আগে দৈন্যের দ্বারা সেবা করবো । এতে নিষ্কপট ও কপট উভয় জানা যাবে ।

- শ্রী গুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়ার জন্য তাঁর সেবা কায়, মন, বাক্য, অর্থ, সামর্থ্য দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করবে। একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবকের আনুগত্যে অনেক কোমলশ্রদ্ধ ভক্ত উন্নতি করেন । শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা স্বতঃ সেবা করার ইচ্ছাবিশিষ্ট সেবক যে সব সময় গুরুবৈষ্ণবের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে বা তোষামোদ করবে, তা নয় । স্ত্রী বা পুত্র, স্বামী বা পিতার মন ধরে কথা বলবে, তা নয় । পিতা বা স্বামীর হিত বা শান্তি যাতে হবে, তা নিজের লোক বলেন । তাই বলে যে হিতাকাঙ্ক্ষী, সে বিরুদ্ধ নয় । সে প্রকৃত সেবক । নিজের অধিকার বিচার করে সেবা কর বা শ্রী গুরুদেবের আদেশে ভেসে যাও - এ দুটো পথ ।

- এই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের স্বাস্থ্য ভাল রাখা বা না রাখার কথা হচ্ছে না - সেটা ত ভোগ । আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্‌যোগ করতে হবে । আত্মার স্বাস্থ্য হচ্ছে কৃষ্ণসেবাপ্রবণতা, আর অনাত্মার স্বাস্থ্য হচ্ছে ভোগপ্রবণতা বা কর্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষ ।

- ঘরের কাজ বা ভবিষ্যৎ চিন্তা, দেহ ও দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য হরিনাম সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবার অনুকূল হলে কর, নচেৎ কর না। শ্রীহরি বুদ্ধি দিবেন।

- নিষ্কপট অশ্রুবিন্দুর মূল্য অনেক। শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুবিন্দুর মূল্য চিনেন। নিজের যত প্রিয় লোক হোক, যদি স্বতঃ নিষ্কপট ভাবে তার চোখ থেকে অশ্রু না ঝরে ; তবে সে আমাদের পর হবে - আমাদের পর করে দিবে।

- কেউ তোমার কিছু অনিষ্ট করলে প্রতিহিংসা না করে চিন্তা করবে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের ইচ্ছা শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির পরিচালন কর্ত্তা। তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে তোমার এরকম অনিষ্ট সাধন করছে। এটি তোমার পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমুচিত ব্যবস্থা। উক্ত ব্যক্তি তোমার কর্মফলের বাহক মাত্র। ঐ বিচারে প্রতিষ্ঠিত থেকে অনিষ্টকারীর দোষ না দেখে অম্লান বদনে তা সহ্য করে যাও।

- 'গ্রাম্য কথার ভয়ে পুরী দ্বিতীয় সঙ্গহীন'। কিন্তু গ্রাম্যকথার মূর্ত্তি গুলির মধ্যে থেকে সঙ্গহীন হতে হলে পুরী গোসাঞির অভিনিবেশ সাপেক্ষ।

- যদি আকর মূল আশ্রয়ের আনুগত্য ও সুখ হয়, তবে একতার মূল্য।

- দুঃখ জঞ্জালের মধ্যে ফেলে নানা যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করে তবে ভক্তি প্রদান করেন — এটিই শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনের বৈশিষ্ট্য।

- ভজন উন্নতির লক্ষণ — হ্লাদিনীর কৃপা, অর্থাৎ আত্মা থেকে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, প্রীতি, স্নেহ, উৎসাহ ও আবেগ শত শত বিপদ ও জঞ্জালের মধ্যেও অধিক ফুটে উঠবে। *মনমরাভাব, বেগুনবেচার মুখ* দেহারামীর হয়। আত্মাকে শ্রীহরির নামগুণলীলায় লাগালে কৃত্রিম আনন্দের আবশ্যকতা নেই। নাচ, গাও, সংসারকে অনুকূল কর। সংসার যদি নাচা, গাওয়া, হাসা ও কৃষ্ণপ্রীতির প্রতিকূল হয় ; তবে অধিক নাচ ও কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করে লজ্জা ভয় ভূলে যাও।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

অষ্টম তরঙ্গ

শ্রীল প্রভুর কৃপাপত্র

(১)

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রী বৈষ্ণব চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক নিবেদন কটক

২৩-১২-৫১

শ্রী দামোদর,

প্রণাম ।......এখন আমার সকাল সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয় পর্যন্ত মঠে শ্রবণ, সন্ধ্যায় আঠটা থেকে সাড়ে নয়টা শ্রবণ ও অবশিষ্ট সময় টুাসন ও প্রেসে শ্রী তুলসীমূলে বসে পুরাণ সমূহ পাঠ ও সংশোধনের কাজ । দিন গুলি শুষ্ক লাগত, কিন্তু পুরাণের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে রসের উদয় হচেছ । এর দ্বারা চাকরী ও পুরাণ পাঠ একাধারে চলছে । শ্রীমঠে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৫ দিন থেকে হরিকথা ও উচচ কীর্ত্তন করে উৎসাহ দিচেছন । তিনি অন্যত্র যাবেন । তিনি আবার বিয়ে করতে বলছেন । শ্রীল প্রভুপাদের সময় আর নেই । শ্রীল আচার্যদেবের সম্বাদও অজ্ঞাত । শ্রীল তীর্থ মহারাজ মঠে না থেকে অন্যত্র থাকবেন, এরকম বলছেন । এখানে আমার পুরাণপাঠ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন সহ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের স্মৃতি বিজড়িত স্থলীতে বাসের সুবিধা না থাকলে এক মুহূর্তও ভাল লাগত না । এখানে একটি প্রধান বাধা এই যে, মন খুলে শ্রীহরি কথা ও নিজের ইষ্টগোষ্ঠী করতে পারছি না । '*প্রীতি যেখানে স্মৃতি সেখানে*' লেগে থাকবে । আমার প্রীতি বা প্রিয় বিষয় ব্রজনবযুবদ্বন্দের রসকেলি বার্ত্তা অনুভব ও শ্রবণ কীর্ত্তন মুখে সজাতীয় স্নিগ্ধের সঙ্গে আলোচনা মুখে স্মরণ । এর মধ্যে শ্রীহরির প্রিয়জনের আনুগত্যে বদন মধু, বক্ষ মধু ও শ্রীচরণ মধুর মহিমা দর্শন ও আস্বাদন । আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ সমাশ্লিষ্ট হয়ে যে রসে যে উদ্দীপনায় যে তরঙ্গে নিত্য নূতন লীলাকল্লোলবারিধিতে নিমজ্জিত থাকেন, তা দর্শন করার একান্ত বাঞ্ছা । 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলী' ও 'জৈবধর্ম' পাঠ করে রাত দশটায় আনন্দ অনুভব করছি । কিন্তু তোমার সঙ্গে

একান্ত বাস সম্ভব হলে ও সেই উদ্দীপনার অনুকূল হলে অনেক কথা অনুভব হত ; তা বিলম্বে কি সত্বর হবে শ্রীহরির হাতে কল । আমাদের কিন্তু একান্ত ইচ্ছাই সম্বল । *'আপন আপন স্থানে - পীরিতি সবায় টানে'*, *'যাবৎ ন প্রীতি ময়ি বাসুদেবে...'* - ইত্যাদি কেবল প্রীতির মহিমা । এ জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোক-অভাব-অসুবিধা-কষ্টের সংসারেও লোকেরা প্রীতিতে বেঁচে আছে । আর আমাদের প্রীতির স্থান, কাল ও পাত্র নিত্য । x x x x x x x

বেদদৃক্-বৈষ্ণব দর্শন । মাংসদৃক্-মাংস দর্শন, দেহ দর্শন । মাংস দর্শনে সংসার । নিজেকে ত্যাগী বা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন না করে বৈষ্ণব মহিমা দর্শন করবো । সব কিছু শাসনে ও শিক্ষাতে হয় । শাসন-শিক্ষা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ সকলকে নিজের করার জন্য গোস্বামীগণ কৃপা করছেন । তাঁদের পৃথিবীকে শাসন করার শক্তি আছে । ক্রমশঃ উন্নতি দরকার । কিন্তু ভয়, লজ্জা সমাজের জড় টান না ছাড়তে পারলে বড় বড় কথা শুনে কি হবে ?

আমাদের গ্রামবাস বা সহরবাস উদ্দেশ্য নয় । আমাদের উদ্দেশ্য শ্রীহরিধাম আশ্রয় । রেমুণা ধাম বা কটক ধাম পুরী ধামের অভিন্ন । যেখানে ভক্ত ও ভগবান লীলা করেছেন, সেই স্মৃতিতে সেই স্থানে থাকা কর্ত্তব্য । এ সব বিচার করে *''সব ছেড়ে কাঁহা বাস-যাঁহা কৃষ্ণের নিত্যলীলা রাস ।''* বৃন্দাবন ও শ্রী বৃন্দাকানন অভিন্ন । তবে বদ্ধভাব জড়ভাব অধিক থাকলে শ্রী বিগ্রহ দর্শনে তা কেটে গিয়ে শুদ্ধ দর্শন হয় । কটক ও রেমুণা ধাম । ঘরের অনুকূল করে এই ধামবাস করবো ও শ্রী তুলসী কাননে ঘরে থাকার সময়ে ও চাষের সময়ে কীর্ত্তনের সুযোগ বরণ করবো । সুযোগ অবশ্য হবে, এ আশা রেখেছি । পত্র দিবে ।

অধম

শ্রী যতিশেখর দাস

> *মর্ত্ত্য বুদ্ধি ও আধ্যক্ষিকতা প্রীতির অন্তরায় । প্রীতিতে নিয়ম, বাধা, বিচার, চিন্তা, ইতস্ততঃভাব নেই । যেখানে এসব আছে, সেখানে গুরুদেবের প্রতি ভক্তি নেই ; নাম মাত্র শিষ্য ।*
>
> *- শ্রী ভক্তিকুমুদ*

(২)

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রেমুণা

শ্রী শ্রী বৈষ্ণব চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক নিবেদন ২৬-১-৮৫

শ্রীমান্ পদ্মনয়ন,

আমার স্নেহ নিবে। আমি আজ শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথিতে তোমাকে সকাল বেলা একটি পত্র লেখার প্রেরণা পেলাম। আমি গত কাল কটক থেকে এসে শ্রী গোপীনাথ দর্শনে গিয়েছিলাম। আজ শ্রী সরস্বতী পূজা। এই অবসরে লিখছি। শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' পত্রে দুটি শ্লোক লিখেছিলেন। এটি তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন। তার ব্লক্ 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম পৃষ্ঠায় আছে। তিনি ঐ শ্লোক দুটির পদ্যানুবাদও করেছিলেন।

প্রথম শ্লোক — প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অর্থ — শ্রী হরিসেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

দ্বিতীয় শ্লোক — অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

অর্থ — আসক্তিরহিত সম্বন্ধ সহিত বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

এই দুটি শ্লোক, আমাদের দুটি চোখ। আমরা এই শ্লোকের অর্থ ও অনুভূতি নিয়ে আত্মার নিত্য মঙ্গল পথে চলবো। যা কিছু করছি, যা কিছু দেখছি, যা কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ করছি এবং যা কিছু কায়-মন-বাক্যাদিতে ঘটে যাচেছ; সাংসারিক, পারমার্থিক, সামাজিক ইত্যাদি সবকিছুতে শ্রীহরির সম্বন্ধ রয়েছে। আমরা সেই সম্বন্ধ দর্শন, স্পর্শন, চিন্তন আদি সৌভাগ্য লাভ করলে বিশ্বকে - 'বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে'। শ্রীহরি তোষণ, শ্রী গুরু-বৈষ্ণব তোষণ অনুভব করে শ্রীহরিনাম সুখে কীর্ত্তন করবো। মুমুক্ষু, ত্যাগী, জ্ঞানী, মুক্তিকামী, বর্ণাশ্রমী আদি হলে শ্রীহরি সম্বন্ধ না জেনে সবকিছু 'বিষয়' বলে মনে করে দুঃখিত হবো। 'যাহা অনুকূল' ইহা চিন্তনীয়। 'যা' বললে কিছু প্রতিকূল আছে - তা বিষয়।' **বিষয়ের বিষ থেকে আসক্তি সরিয়ে নিলে অর্থাৎ**

বিষয় ত্যাগ না করে বিষয় থেকে আসক্তি রহিত হলে বিষয় সমূহ 'মাধবের' সেবার সামগ্রীরূপে দর্শন হবে। এই আসক্তিরহিত সম্বন্ধের জন্য আমরা ইষ্টগোষ্ঠী, সভা সমিতি, পাঠ কীর্ত্তন, পরস্পর সংগ-প্রীতি-আকর্ষণ-মমতা করবো। আসক্তি রহিত সম্বন্ধে যথাযোগ্য ভোগ সম্ভব। **ভক্তিপথে ত্যাগ নেই কি ভোগও নেই।** ত্যাগ করতে করতে শ্রী হরিকেও ত্যাগ করা যায়, আবার ভোগ করতে করতে শ্রীহরিকেও ভোগ করার প্রবৃত্তি হয়। ঐ ত্যাগ ও ভোগের ব্যাপকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোক দুটি নিজে লিখে দিয়েছেন। *এটি অপ্রাকৃত বিপ্লব, আত্মদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিযান - এটি শ্রীহরিতোষণ।*

'শ্রী সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুভক্তি যার হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব।' অপরা সরস্বতীর থেকে 'অ' টা অপহরণ করলেন শ্রী গৌর গোপীনাথ। ''অপরা সরস্বতী সেবা যা বুদ্ধি পুরোসীত গোপীনাথে 'অ'শব্দ শেরিতস্তেন গোপীবস্ত্রাপহারিণা।'' শ্রী গোপীনাথ অনেক কিছু চুরি করেছেন। তিনি আমার অপরা সরস্বতী সেবা থেকে 'অ' টি চুরি করে পরা সরস্বতী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত করলেন। শ্রী গোপীনাথের কৃপায় রেমুণা থেকে শ্রী সরস্বতী ঠাকুরের জীবন চরিত প্রকাশনের ভিক্ষা লাভ করেছি। পরা সরস্বতীকে শ্রী গোপীনাথ প্রকট করালেন। শ্রী গোপীনাথের কৃপায় আজ ব্রহ্মপুর থেকে প্রেরিত শ্রী সরস্বতী ঠাকুরের পূত জীবনী গ্রন্থ দর্শন করলাম।

শ্রী গোপীনাথের চুরি অনেক প্রকার আছে। তিনি চিত্ত চোর, হৃদয়ের সার লবণীরূপ অনুরাগচোর ইত্যাদি। আমি এখন রেমুণায় কত দিন থাকব, বলতে পারছি না। শ্রী গোপীনাথ কৃপা করে আমাকে এখানে এনে যেখানে শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী তথা শত শত গৌড়ীয় ভক্তের পদধূলি পড়েছিল ও পড়ছে ; সেই রমণবিপিনের ধূলিতে স্নান করাচেছন। আমি এখন শ্রীরেমুণা-পঞ্চতীর্থ সম্বন্ধে গ্রন্থ পেয়ে অনুবাদ করছি।

আশা করি তোমাদের কুশল। তথাকার ভক্তদিগকে স্নেহ জানাচ্ছি। সকলে শ্রী হরিনাম উচ্চ করে করুন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রী যতিশেখর দাস

নবম তরঙ্গ

শ্রীল প্রভুর রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রী শ্রীল প্রভু অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি একাধারে লেখক, কবি, গল্পকার, সমালোচক তথা নাট্যকার ছিলেন। তিনি 'পরমার্থী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকায় বহু উচ্চকোটীর শুদ্ধভক্তি সংস্থাপক, অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনাত্মক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সমালোচনাদি প্রকাশ করে তিনি জীব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। এতদ্ ব্যতীত তিনি নিম্নোক্ত ২৭ খণ্ড শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সে সকলের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল —
১) শ্রী রূপ গোস্বামী (চরিত সুধা ও শিক্ষামৃত), ২) গৌড়ীয় বাণী,
৩) শ্রী সচ্চিদানন্দ বাণী, ৪) অবধূত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী,
৫) শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন),
৬) শ্রী আচার্যদেব শ্রী পুরী গোস্বামী, ৭) শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী ও বংশীদাস
বাবাজী, ৮) শ্রী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, ৯) শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী বিগ্রহ
(শ্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু), ১০) শ্রী গুরুগৌর
গীতি, ১১) শ্রী ভক্তিকেবল বাণী - ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান),
১২) শ্রী ভক্তি কেবল বাণী -২য় খণ্ড (অভিধেয় ও প্রয়োজন বিজ্ঞান),
১৩) পারমার্থিক প্রশ্নোত্তর, ১৪) শ্রী তুলসী স্তব ও দামোদর লীলা,
১৫) গুপ্ত বৃন্দাবন (অনুবাদ), ১৬) শ্রী আচার্যদেব-শ্রীমুখ বাণী, ১৭) শ্রী
পুরীদাস ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য লীলা (বাঙ্গলা), ১৮) শ্রী রমণবিপিন পরিক্রমণ,
১৯) কথা পীযূষ, ২০) শ্রী ভাগবত সংকীর্ত্তন, ২১) শ্রী মাধব তিথি।
অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী — ২২) শ্রী চৈতন্য ভাগবত স্তবমালা, ২৩) ধর্ম ধারণা,
২৪) শ্রীবিনোদ বাণী, ২৫) পারমার্থিক প্রশ্নোত্তর (২য় খণ্ড), ২৬) প্রবন্ধাবলী,
২৭) গীতাবলী।

শ্রীল প্রভুর রচিত শত শত উপাদেয় পারমার্থিক প্রবন্ধ ও কবিতা পরমার্থী, সিদ্ধান্ত, হরিসংকীর্ত্তন, ঝঙ্কার, কলিঙ্গ, দৈনিক সমাজ, প্রজাতন্ত্র, মাতৃভূমি আদি পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।

※ ※ ※ ※ ※

শ্রীল প্রভুর শ্রীপদ বন্দনা

শ্রীভক্তিকুমুদ	তব পদদ্বন্দ্ব	বন্দো মুইঁ সযতনে
রূপানুগবর	শ্রীযতিশেখর	স্মরি হৃদে অনুক্ষণে
শ্রী ভক্তিবিনোদ	শ্রীল প্রভুপাদ	পুরী-তীর্থ-ঔডুলোমি
ধারায় আগত	হে নিগূঢ় ভক্ত (তুমি)	গুরুবর্গদের মর্মী
ভক্তিসুধাকর	ভক্তি প্রসাদের	আদর্শ হৃদে বরিলে
আচরি প্রচারি	গুরু-গৌরহরি	তোষণে মগন হলে।
গুরু বইষ্ণব	সেবা সউষ্ঠব	সযতনে শিখাইলে
গ্রন্থ পরকাশি	অপমত নাশি	ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপিলে।
অদোষ-দরশী	হে করুণারাশি	ক্ষমি মম অপরাধ।
রাখ শ্রীচরণে	এ অধমজনে	বারে কর পরসাদ।





